সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

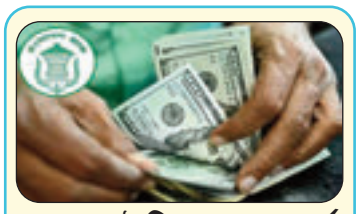

দেশের ইতিহাসে রেকর্ড রেমিট্যান্স মার্চে

ঢাকা : চলতি বছর মার্চে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে। গত মাসে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

আওয়ামী লীগ আমলে বিদেশে পাচার ২৩৪ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, সার্বিকভাবে বর্তমান সরকার দুর্নীতি, মানি *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

Weekly Bangladesh ‖ New York, Vol. 28 ● Issue 43 ● Thursday, 02 April 2026 ● ১৯ চৈত্র ১৪৩২, ১৪ শাওয়াল ১৪৪৭

যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলের দাম পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ

যুদ্ধে প্রতিদিন খরচ ২০০ কোটি ডলার

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদিন প্রায় ২০০ কোটি ডলার পর্যন্ত খরচ হয়ে থাকতে পারে বলে মনে ক রছেন *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে 'নো কিংস' বিক্ষোভে ৮০ লাখ মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : আগ্রাসী অভিবাসনবিরোধী নীতি এবং ইরানে যুদ্ধসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

সংসদের ভেতরে-বাইরে মুখোমুখি সরকার ও বিরোধী দল

ঢাকা : 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ' ২০২৫ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছে জাতীয় সংসদে। বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্যে উত্তপ্ত ছিল জাতীয় সংসদ অধিবেশন। *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ইলিয়াস আলীর লাশ ফেলা হয় ধলেশ্বরীতে

ঢাকা: সাবেক ডিজিএফআই মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধে আদেশের ওপর শুনানি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টদের জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেনশিপ পাওয়ার সুযোগ বন্ধ করার ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা নির্বাহী আদেশের ওপর বুধবার (১ এপ্রিল) সুপ্রিম কোর্টে শুনানি *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের নাগরিকদের অ্যাসাইলাম আবেদন নেয়া হবে

বাংলাদেশ ডেস্ক: গতবছরের নভেম্বরে এক আফগান *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের জন্যে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: shopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

86-47 164th St, Jamaica, NY 11432
E F J TRAIN
BUS-Q65,Q8,Q83,Q110

সিকিউরিটি লাইসেন্স কোর্স-
-৮-ঘন্টা প্রি-ক্লাস
- 16-ঘন্টা OJT
- ৮-ঘন্টা বার্ষিক
- ফিংগারপ্রিন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট

SECURITY

Location: 86-47 164th Street. Suite-BG, Jamaica, NY 11432

OSHA কোর্স
কন্সেট্রাকশন, জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি, সেরিটাইম, ডিসেন্টার সাইট
-OSHA ১০-ঘন্টা
-OSHA ৩০-ঘন্টা

NOTARY PUBLIC

MN SAFETY CONSULTING
718-535-0336

আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি।

ড্রাইভিং কোর্স
• 5-ঘন্টার প্রি-লাইসেন্সিং কোর্স
• 6-ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং
NYC DOB Training

আমরা নির্মাণ শিল্পের মান অনুসরণ, নিয়ম মেনে চলা এবং নিরাপদে কাজ করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রদান করি-

OSHA | কর্মী ওয়ালেট | ক্রেন্সার ট্রেনিং
SST | সিকিউরিটি লাইসেন্স | এরিয়াল ও সিজার লিফ্ট ট্রেনিং
স্কাফোল্ড | Fire Safety S-56 | স্যাটার গ্রামবিং ও ইলেকট্রিসিয়ান রিনিওয়াল ট্রেনিং

SST এবং কর্মী ওয়ালেট
40-ঘন্টা SST
- 62-ঘন্টা SST
- 16/8-ঘন্টা SST পুনর্নবীকরণ
সার্কোটেট এবং সাসপেন্ডেড স্কাফোল্ড

718-535-0336
www.mncnt.com
ACCREDITED IACET PROVIDER
NYC

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

আমরা বাংলায় কথা বলি
Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা
* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে

ইরান যুদ্ধ পঞ্চম সপ্তাহে পড়েছে। সহসা যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বরং শিগগির তা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামো অবস্থান খার্গ দ্বীপে স্থল সেনা মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যুদ্ধের ভয়াবহতা যে আরো বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশর ও ওমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা সামনে রেখে ইসরায়েল ইরানের সামরিক ও কৌশলগত সকল স্থাপনার ওপর বোমাবর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ইসরায়েল ভাবছে যে, আলোচনার ফলাফল যদি সাময়িক যুদ্ধবিরতিও হয়, তাহলে তাদের পক্ষে ইরানের ওপর হামলা করা সম্ভব হবে না। সে কারণে তারা ইরানে তাদের মরণ কামড় দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। আমেরিকান যুদ্ধ বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, ইরান যেহেতু দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা দীর্ঘদিন থেকেই নিয়েছে, সেজন্য খার্গ দ্বীপ হোক অথবা অন্য যেকোনো স্থানে স্থল সেনা মোতায়েন করার উদ্যোগে আমেরিকান সৈন্যদের জীবননাশের হুমকি যেমন বৃদ্ধি পাবে, একইভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটানোও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও আধিপত্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রধান সরবরাহ পথ হরমুজ প্রণালী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। ইরান কেবল বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর কিছু তেলবাহী জাহাজকে হরমুজ অতিক্রম করার অনুমতি দিয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা জ্বালানির মূল্য বিভিন্ন স্টেটে গ্যালন প্রতি দেড় থেকে দুই ডলার পর্যন্ত বেড়েছে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে শুধু জ্বালানি নয়, জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল সকল পন্য ও সার্ভিসের মূল্য আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বের দেশে দেশে সরকারগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের জনগণের ওপর সবকিছুর বর্ধিত মূল্যের চাপ পড়বে। দিশেহারা হয়ে পড়বে বিশ্ববাসী। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যৌথ হামলা শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী পেট্রোলের গড়মূল্য গ্যালনপ্রতি ৩.৪৮ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে গত ২৬ মার্চ ৪.৫৬ ডলার হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি গ্যালনে ১.০৮ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় পেট্রোলের খুচরা মূল্য বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধ শুরুর দিনের গ্যালনপ্রতি পেট্রোলের মূল্য ৩.৪৮ ডলার থেকে ২৬ মার্চ ৫.৪১ ডলারে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ গ্যালনপ্রতি মূল্য বেড়েছে ১.৯৩ ডলার। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুয়েল, যা প্রধানত ডিজেল, যুক্তরাষ্ট্রে এ পণ্যের পাইকারি মূল্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গ্যালনপ্রতি প্রায় ৮০ শতাংশ। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসের কাছে ২০০ বিলিয়ন ডলার বা আরো অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ চাইতে পারেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। যদিও এ বিপুল পরিমাণ অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সোশ্যাল সিকিউরিটি, মেডিকেয়ার ও মেডিকেইডের জন্য ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম; কিন্তু যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সার্বিক অর্থনৈতিক চাপ ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী, যা প্রত্যেক আমেরিকানের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক পক্ষগুলো এবং বুদ্ধিজীবীরা ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রের বড় ও প্রলম্বিত কয়েকটি সামরিক অভিযানের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান তুলে ধরে এ পর্যায়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অহেতুক ও অসময়োচিত বলে বর্ণনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল, ইরানে 'রেজিম চেঞ্জের' জন্য তাদের হামলা হবে সহজ ও ঝামেলাবিহীন। কিন্তু ইরানের পালটা হামলার প্রচণ্ডতা হ্রাস না পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ নতুন করে করতে হচ্ছে। যুদ্ধের চার সপ্তাহে আমেরিকান হতাহতের সংখ্যা ন্যূনতম; কিন্তু সামরিক ব্যয় অনেক বেশি। ইরান যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব অর্থনীতির নেতিবাচক প্রবণতাকে যে মন্দ থেকে মন্দতর অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে, সেসব আলামত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে, অর্থনীতির নেতিবাচক পরিণতি ঠেকানো ততই কঠিন হবে।বিশ্ব এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চায় না। তারা যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধের অবসান চায়।

০২-০৮ এপ্রিল ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ১৪-২০ শাওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০২ এপ্রিল	৫.২১	৬.৩৮	১২.৫৯	৫.৩৫	৭.২২	৮.৩৯
০৩ এপ্রিল	৫.১৯	৬.৩৬	১২.৫৯	৫.৩৫	৭.২৩	৮.৪০
০৪ এপ্রিল	৫.১৭	৬.৩৪	১২.৫৯	৫.৩৬	৭.২৪	৮.৪২
০৫ এপ্রিল	৫.১৫	৬.৩৩	১২.৫৯	৫.৩৬	৭.২৫	৮.৪৩
০৬ এপ্রিল	৫.১৩	৬.৩১	১২.৫৮	৫.৩৬	৭.২৬	৮.৪৪
০৭ এপ্রিল	৫.১১	৬.৩০	১২.৫৮	৫.৩৭	৭.২৭	৮.৪৫
০৮ এপ্রিল	৫.১০	৬.২৮	১২.৫৮	৫.৩৭	৭.২৮	৮.৪৭

উপসম্পাদকীয়

ভূমধ্যসাগর : যেখানে স্বপ্নরা মরে গিয়ে নোনা জল হয়

ড. হারুন রশীদ

মানুষের এগিয়ে যাওয়ার মূল চালিকাশক্তিই ছিল অভিবাসন। সভ্যতার বিস্তার থেকে শুরু কওে আজকের বিশ্ব অর্থনীতিড়সবই গড়ে উঠেছে মানুষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলার সাহসে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বর্তমান সময়ে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি দালাল চক্রের হাতে পড়ে এশটি বিপজ্জনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রায় ৭০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বছর আগে মানুষ আফ্রিকা থেকে এশিয়া, ইউরোপ এবং পরবর্তীতে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এই দীর্ঘ পথচলা ছিল মূলত খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। অভিবাসনের মাধ্যমেই এক অঞ্চলের জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি অন্য অঞ্চলে পৌঁছেছে, যা আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা গঠনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান বিশ্বেও অভিবাসীরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপিতে বড় অবদান রাখছে। ২০২২ সালের হিসাবে বিশ্বজুড়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮৩১ বিলিয়ন ডলাওে পৌঁছেছে।

বর্তমানে অভিবাসন প্রক্রিয়াটি এক শক্তিশালী মানবপাচারকারী সিন্ডিকেটের কবলে পড়েছে। দালালরা উন্নত জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কেও টাকা হাতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে বৈধ পথে যাওয়ার কথা বলে তাদেও ঝুঁকিপূর্ণ পথে লিবিয়া বা মেক্সিকোর মতো দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকাডুবিতে প্রতি বছর শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। এয়াড়া গহীন জঙ্গল বা মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সময় চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

লিবিয়া থেকে গ্রিস যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগওে গত কয়েক দিনে প্রাণ হারিয়েছেন ২২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। হৃদয়বিদারক তথ্য হলো, তাঁদেও মধ্যে ১২ জনই আমাদেও দেশের সুনামগঞ্জের সন্তান। ছয় দিন ধওে সাগওে দিশেহারা হয়ে থাকা এই মানুষগুলোর মৃত্যু হয়েছে কেবল এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানি আর সামান্য খাবারের অভাবে। শেষ পর্যন্ত তাঁদেও মরদেহ দাফনটুকুও জোটেনি; সাগরের নোনা জলেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদেও নিথর দেহ। এটি কেবল এশটি দুর্ঘটনা নয়, বরং এশটি চরম মানবিক বিপর্যয় এবং আমাদেও সমাজের জন্য এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা।

ইউরোপে পৌঁছানোর রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে একদল স্বার্থান্বেষী দালালচক্র বছরের পর বছর ধওে তরুণদেও মৃত্যুও মুখে ঠেলে দিচ্ছে। লিবিয়ার মরুভূমি থেকে শুরু কওে ভূমধ্যসাগরের উত্তাল ঢেউপ্রতিটি ধাপে ওত পেতে থাকে মৃত্যু। অথচ এই অনিশ্চিত পথের নেশা আমাদেও দেশের তরুণদেও মধ্যে কমছে না। সুনামগঞ্জের এই ১২ জন তরুণের মৃত্যু আবারও প্রমাণ করল যে, দালালেরা পকেটে টাকা রাব পর আর কোনো দায়িত্ব নেয় না। মাঝ সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হলে বা পথ হারালে তাঁদেও কাছে মানুষের প্রাণের চেয়ে নৌকা বাঁচানোই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ উন্নত জীবনের আশায় উল্টর আফ্রিকা থেকে ইউরোপের পথে পা বাড়ায়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (ওঙগ)-এর তথ্যমতে, ভূমধ্যসাগর এখন বিশ্বেও অন্যতম বিপজ্জনক অভিবাসন রুট। সুনামগঞ্জের এই তরুণরা অভাব দূও করতে কিংবা পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে লাখ লাখ টাকা খরচ কওে দালালের হাত ধরেছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন মাঝসমুদ্রে নোনা জলে বিলীন হয়ে গেছে। যখন এশটি নৌকা সাগওে পথ হারায়, তখন সেখানে মানুষের প্রাণের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে প্রতিকূল পরিবেশ আর দালালের নিষ্ঠুরতা। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক ফোঁটা পানির জন্য আকুতি করতে করতে মারা যাওয়া কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা ভাবলে শিউওে উঠতে হয়। খাবার ও পানির অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা ভাবলে শিউওে উঠতে হয়। আরও বড়ট্রাজেডি হলো ধর্মীয় বা সামাজিক মর্যাদায় শেষ বিদায় না পাওয়া। সাগওে লাশ ফেলে দেওয়ার এই নিষ্ঠুরতা সভ্য পৃথিবীর এক কালিমালিপ্ত অধ্যায়। যে পরিবারের সন্তানরা ঘর ছেড়েছিল অভাব দূও করতে, আজ সেই পরিবারগুলো মরদেহটুকু ফিওে পাওয়ার সান্ত্বনা থেকেও বঞ্চিত।আমাদেও সংস্কৃতি ও ধর্মে মৃতদেহের সসম্মান বিদায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এই হতভাগা অভিবাসনপ্রত্যাশীরা সেই অধিকারটুকুও হারালেন। মাঝসমুদ্রে পচন ধরার ভয়ে কিংবা নৌকার ভার কমাতে তাঁদেও লাশগুলো সাগওে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যে বাবা-মা বা স্ত্রী-সন্তান পথের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন প্রিয় মানুষটির ফেরার আশায়, তাঁরা এখন প্রিয়জনের মুখ দেখার সুযোগটুকুও পাবেন না। এই শোক সইবার শক্তি কারো নেই।

দেশের ভেতওে কর্মসংস্থানের অভাব, সামাজিক মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং বিদেশের জেল্লুসপূর্ণ জীবনের মিথ্যে প্রচারণা তরুণদেও প্রলুব্ধ করছে। অনেকে জমিজমা বিক্রি কওে বা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে দালালদেও হাতে লাখ লাখ টাকা তুলে দিচ্ছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, এই টাকা দিয়ে তারা আসলে নিজেদেও কবরের টিকিট কাটছে।

প্রশ্ন জাগে, কেন মানুষ জেনেশুনে এমন মরণফাঁদে পা দেয়? এর পেছনে রয়েছে দেশের ভেতওে টেশসই কর্মসংস্থানের অভাব, উন্নত জীবনের মিথ্যা হাতছানি এবং দালালচক্রের সুনিপুণ প্রলোভন। সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই দালালচক্রগুলো সক্রিয়। তারা তরুণদেও বোঝায় যে ইউরোপ গেলেই আলাদিনের চেরাগ পাওয়া যাবে, কিন্তু তারা কখনোই বলে না যে এই পথের বাঁকে বাঁকে মৃত্যু ওত পেতে আছে।

আজ সুনামগঞ্জের গ্রামগুলোতে কেবলই মাতম। জগন্নাথপুরের টিয়ারগাঁওগ্রামে মৃত শায়েক আহমদেও বাবা আখলুস মিয়ার আহাজারি বাতাস ভারী কওে তুলছে। তিনি তাঁর সন্তানের জন্য বিচার চাইছেন এবং দালাল আজিজুলের ফাঁসি দাবি করছেন। সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন, অভিযুক্ত দালালদেও বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন মামলা করবে। কিন্তু শুধু মামলার মাধ্যমে কি এই মৃত্যুমিছিল থামানো সম্ভব?

এই বিপর্যয় রোধে কেবল শোক প্রকাশ করলেই চলবে না, দরকার কঠোর পদক্ষেপ:

১. দালাল সিন্ডিকেট নির্মূল: প্রতিটি এলাকায় যারা এই মানব পাচারের সাথে জড়িত, তাদেও চিহ্নিত কওে আইনের আওতায় আনতে হবে।

২. সচেতনতা বৃদ্ধি: বিশেষ কওে রেমিট্যান্স-প্রবণ এলাকাগুলোতে স্কুল, কলেজ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রচার চালাতে হবে যে, অবৈধ পথ মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

৩. বৈধ অভিবাসন সহজ করা: দক্ষ জনশক্তি তৈরি কওে সরকারিভাবে নিরাপদ অভিবাসনের সুযোগ বাড়াতে হবে।

ভূমধ্যসাগর আর কত দীর্ঘ হবে লাশের মিছিলে? প্রতিটি মৃত্যু এক একশটি পরিবারের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। আমরা চাই না আর কোনো মায়ের বুক খালি হোক কিংবা আর কোনো তরুণের স্বপ্ন সাগরের নোনা জলে তলিয়ে যাক। জীবনের চেয়ে বড় কোনো স্বপ্ন হতে পাওে নাড় এই বোধটুকু আমাদেও তরুণদেও মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট। ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

দুর্বল বৃক্ষের বেড়ে ওঠা অসম্ভব

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের যুদ্ধকালীন অবস্থার মতো সমষ্টিগত দুঃসময় আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। যুদ্ধটা ছিল রাজনৈতিক এবং তাতে জাতীয়তাবাদ নানাভাবে ও বিভিন্ন দিক দিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তি সে সময় বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তার দুর্বলতাও যে ধরা পড়েনি এমনও নয়। বাঙালির জাতীয়তাবাদের শক্তি ছিল ঐক্যে, দুর্বলতা ছিল নেতৃত্বের পেটি বুর্জোয়া চরিত্রে। বিপরীত পক্ষে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদও পরীক্ষা দিয়েছিল। তার দুর্বলতা ছিল অনৈতিকতা ও অনৈক্যের। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের কৃত্রিমতা তখন উন্মোচিত হয়ে যায়। ছাপ্পান্নজনের ওপর চুয়াল্লিশজন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; আক্রমণের চরিত্রটা ছিল গণহত্যার। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের রক্ষকরা পরিণত হয়েছিল হানাদার ঘাতক ও দস্যুতে। তাদের অন্য কোনো জোর ছিল না, অস্ত্রের জোর ছাড়া। নৈতিক জোর তো নয়ই। ওই যুদ্ধে ভারত যুক্ত হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। তাদের তাগিদটাও ছিল জাতীয়তাবাদেরই। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া-এদের সংযোগটাও যে জাতীয় স্বার্থের বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

আসলে বাংলাদেশের মানুষ তো একসময় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকেই নিজেদের মধ্যে ধারণ করত। এমনকি একাত্তরের প্রথম দিকেও। ১ মার্চ ঢাকার স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চলছিল পাকিস্তানি টিমের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এমসিসি টিমের। পরিবেশটা ছিল রীতিমতো উৎসবমুখর। স্টেডিয়াম ভর্তি বাঙালি দর্শক সবাই প্রবলভাবে পাকিস্তানি দলকে সমর্থন করছিল। কিন্তু ভরদুপুরে যে মুহূর্তে শোনা গেল গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে, অমনি দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেল। স্টেডিয়াম মুখর হলো 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে। আসন তছনছ করা, আগুন জ্বালানো, সবকিছু ঘটল। পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা আক্রান্ত হলেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাহারায় তাদের জান বাঁচিয়ে আশ্রয় নিতে হলো এমপি হোস্টেলে। মাস ঘুরতে না ঘুরতেই যে আবাসটি পরিণত হয়েছিল বাঙালি নির্যাতনের কেন্দ্রে। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিছুটা পরিবর্তিত জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল, এবং আক্রমণের মুখে তা প্রতিরোধে পরিণত হয়েছিল। আক্রমণটা পাকিস্তানিরাই করেছে এবং কাজটা শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই সাতচল্লিশ সালেই। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই।

তবু সত্য তো এটাও যে একদা বাঙালি মুসলমানই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তারা একই সঙ্গে বাঙালি ও মুসলমান ছিল। বাঙালিত্বটাই ছিল প্রধান, সেটিই ছিল স্বাভাবিক। তবে তারা নিজেদের মুসলমান পরিচয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছিল রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আশায়। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তাদের স্বপ্ন আক্রান্ত হয়েছে। ওই আক্রমণের মুখেই তারা তাদের বাঙালি পরিচয়ের কাছে ফিরে গেছে। ওই পরিচয়টিকেই প্রধান করে তুলেছে। আক্রমণটি চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল ২৫ মার্চের মধ্যরাতে। অখণ্ড পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার কাজটা বাঙালিদের হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করেনি, পাকিস্তানি হানাদাররাই সেটা শুরু ও শেষ করেছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বহু ত্যাগ-আত্মত্যাগে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা কতটা এসেছে এবং কী পরিমাণে তাৎপর্য হয়েছে, তা নির্ণয় করার অনেকগুলো নিরিখ আছে। প্রধান নিরিখ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। আরেকটি জরুরি নিরিখ হচ্ছে মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার। প্রশ্নটা প্রতি বছরেই নতুন করে ওঠে। এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বরং আগের চেয়ে বেশি করেই উঠেছে। সেটা হলো এত সব সংগ্রাম ও অগ্রগতির পরেও জীবনের সর্বস্তরে ও পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচলনটা কেন ঘটছে না। প্রশ্নটি এবারে আরও বেশি করে শোনা যাওয়ার কারণ হতে পারে দুটি। এক. স্বাধীনতার পর পঞ্চান্ন বছর চলে গেছে, তবু বাংলা ভাষার কাঙ্ক্ষিত দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রচলন নেই-সর্বস্তরে। মর্যাদাও। উচ্চশিক্ষায় সে অব্যবহৃত, উচ্চ প্রশাসনে উপেক্ষিত, উচ্চ শ্রেণিতে অসম্মানিত।

উপেক্ষিত দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সংবাদপত্র ও আকাশমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে। তাদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা জনগ্রাহ্য প্রসঙ্গগুলোকে সামনে আনার ব্যাপারে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষার প্রশ্নের চেয়ে অধিকতর জনগ্রাহ্য প্রসঙ্গ আর কী-ই বা হতে পারে?

কিন্তু প্রচলনটা ঘটছে না কেন? ঘটাই তো স্বাভাবিক। বাংলা এখন আমাদের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা যাদের মাতৃভাষা, পৃথিবীতে আজ তাদের সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি। সেই হিসাবে বাংলা এখন চতুর্থ স্থানে। বাংলায় রয়েছে উৎকৃষ্ট সাহিত্য। অন্তরায়টা কোথায়? বলা হবে অভাব আছে সদিচ্ছার। কিন্তু কার ইচ্ছার কথা বলা হচ্ছে? ব্যক্তি, নাকি প্রতিষ্ঠানের? ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা কিন্তু অনেক আগেও দেখা গেছে, এখনো যে দেখা যায় না তা নয়, তবে তাতে কাজ হয়নি, সেভাবে বাংলা চলেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা প্রচলনের আগ্রহের ব্যাপারে খবর পাওয়া যায়-রাজনারায়ণ বসু জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে নিয়ম চালু করা হয়েছিল যে কথাবার্তা সব বাংলায় হবে। কেবল তা-ই নয়, অভ্যাসবশত কেউ যদি ইংরেজি ব্যবহার করেন তবে প্রতি বাক্যের জন্য তাঁকে এক পয়সা হারে জরিমানা দিতে হবে। বলা বাহুল্য এক পয়সা তখন যথেষ্ট মূল্যবান বৈকি। কিন্তু ওই প্রচেষ্টায় তেমন জোর ছিল না, কেননা এটা সীমাবদ্ধ ছিল গুটি কয়েক ভদ্রলোকের ভিতর, যাঁরা নিজেদের কেবল বাঙালি নয়, একই সঙ্গে বাঙালি ও হিন্দু মনে করতেন। কখনো কখনো হিন্দু পরিচয়টিই বরং বড় হয়ে উঠতো। ঠিক উল্টো কাজ অবশ্য করতে আগ্রহী ছিলেন নবাব আবদুল লতিফের অনুসারীরা। তাঁরা বাংলা নয়, উর্দু চালু করতে উৎসাহী ছিলেন। তবে পরস্পরবিরোধী দুই দলের মধ্যে মানসিকতার দিক থেকে এক জায়গায় ঐক্য ছিল। সেটা হলো 'ছোটলোক'দের কাছ থেকে দূরে থাকা এবং নিজেদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় উচ্চে তুলে ধরা।

কিন্তু রাজনারায়ণদের বাংলা ভাষা এবং আবদুল লতিফদের উর্দু ভাষা চালু করার সদিচ্ছা-এই দুয়ের কোনোটাই যে সফল হয়নি, তার মূল কারণ ছিল একটাই। রাষ্ট্রক্ষমতার বিরূপতা। রাষ্ট্র চায়নি স্থানীয় ভাষা চলুক, তাই প্রচলনের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র তো চায় বাংলা চলুক। তাহলে চলছে না কেন? জবাবটা সোজা, রাষ্ট্র বলে বটে যে সে চায়, কিন্তু আসলে চায় না, চাইলে বাংলা চলত। কেন চায় না? এ রাষ্ট্র তো বাঙালির রাষ্ট্র। তাহলে? জবাব হলো এই যে এই রাষ্ট্র বাঙালিরা প্রতিষ্ঠা করেছে ঠিকই, কিন্তু এটি এখনো জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। রাষ্ট্র রয়ে গেছে সেই আগের মতোই। এবং এই রাষ্ট্রের কর্তা যারা, তারা চায় না বাংলা চলুক। যেজন্য বাংলার এমন কোণঠাসা দশা। এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক।

রাজার ভাষা আর প্রজার ভাষা যে এক হয় না তার প্রমাণ তো আমাদের ইতিহাসেই রয়ে গেছে। বাংলা চিরকালই ছিল প্রজার ভাষা। রাজার ভাষা ছিল ভিন্ন-সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরেজি। এখন অবশ্য রাজা নেই, কিন্তু শাসক শ্রেণি তো আছে। তারা কেউ কেউ *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

বাংলা এখন আমাদের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা যাদের মাতৃভাষা, পৃথিবীতে আজ তাদের সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি। সেই হিসাবে বাংলা এখন চতুর্থ স্থানে। বাংলায় রয়েছে উৎকৃষ্ট সাহিত্য। অন্তরায়টা কোথায়? বলা হবে অভাব আছে সদিচ্ছার। কিন্তু কার ইচ্ছার কথা বলা হচ্ছে? ব্যক্তি, নাকি প্রতিষ্ঠানের?

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

তকমার রাজনীতি : ক্ষমতা বদলায়, মানসিকতা নয়

ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ

সমাজে মানুষকে আলাদা করে দেখার সবচেয়ে সহজ কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক উপায় হলো তাকে একটি তকমা দিয়ে ফেলা। একবার কোনো মানুষ একটি তকমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলে তাকে আর পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখা হয় না; সে হয়ে যায় একটি পরিচয়, একটি পক্ষ অথবা একটি সন্দেহের প্রতীক। 'এই দলের লোক', 'ওই মতের মানুষ', 'ওরা', 'আমরা' এ ধরনের বিভাজনের ভাষা ধীরে ধীরে আমাদের সামাজিক সম্পর্কের জায়গা দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল সমাজে তকমা দেওয়া বা ট্যাগিং সংস্কৃতি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; সামাজিক আচরণেরও একটি অংশ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, তকমা দেওয়ার সংস্কৃতি সবসময় ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে শক্তি ক্ষমতায় থাকে, সেই প্রায়ই নির্ধারণ করে কোন পরিচয়টি 'গ্রহণযোগ্য' আর কোনটি 'অগ্রহণযোগ্য'। ফলে তকমাগুলো কখনো স্থায়ী নয়; ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তকমার ভাষা, লক্ষ্য এবং ব্যবহারও বদলে যায়। ঔপনিবেশিক সময়ে শাসকরা সমাজকে বিভক্ত রাখার জন্য ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতির পার্থক্যকে বাড়িয়ে তুলে মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করত। 'সভ্য' ও 'অসভ্য', 'বিশ্বস্ত' ও 'অবিশ্বস্ত' এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস শুধু প্রশাসনিক ভাষা ছিল না; এগুলো ছিল শাসনের কৌশল। ধীরে ধীরে এ বিভাজনের ভাষা সমাজের ভেতরেও প্রবেশ করে এবং মানুষ একে অন্যকে বোঝার বদলে পরিচয়ের ভিত্তিতে বিচার করতে শুরু করে। বিশ্ব ইতিহাসেও তকমা দেওয়ার এ প্রবণতার বহু উদাহরণ রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় ইউরোপে, অনেক নারীকে 'ডাইনি' তকমা দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেও এ প্রবণতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন তকমা রাজনৈতিক ভাষায় প্রবেশ করে, যেমনড় 'রাজাকার', 'স্বাধীনতাবিরোধী', 'দেশদ্রোহী', 'বিদেশি এজেন্ট', 'নাস্তিক', 'মৌলবাদী', 'উগ্রপন্থি' ইত্যাদি। এসব শব্দের অনেকগুলোর গভীর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কে অনেক সময় সেগুলো প্রকৃত অর্থের বাইরে গিয়ে ভিন্নমতের মানুষকে আঘাত করার সহজ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতাও এ প্রবণতার বাইরে নয়। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর লক্ষ করা যাচ্ছে, অস্তিত্ব সংকটে ভোগা এবং যোগ্য ও সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি ভীতি পোষণকারী এমন কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আবারও মানুষকে তকমা দেওয়ার পুরোনো সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। যে ধরনের ভাষা ও আচরণ আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভিন্নমত বা সমালোচনাকে যুক্তির মাধ্যমে মোকাবিলা করার বদলে মানুষকে দ্রুত কোনো না কোনো তকমার ঘরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা এখনো চোখে পড়ছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা কাজ করে। অনেক সময় স্থানীয় পর্যায়ের কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যই তকমার ভাষা ব্যবহার করে। তারা মনে করে কাউকে দ্রুত একটি সন্দেহজনক পরিচয়ের মধ্যে ফেলে দিলে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করা সহজ হয়। ফলে তকমা দেওয়া একটি রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়, যার উদ্দেশ্য সত্য অনুসন্ধান নয়, বরং প্রতিপক্ষকে দ্রুত দুর্বল করা।

এ প্রবণতা শুধু রাজনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না; এটি সমাজের পারস্পরিক আস্থা ও সম্পর্কের ভিত্তিকেও দুর্বল করে। সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে 'সামাজিক পুঁজি' বলেন, অর্থাৎ পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সম্পর্কের শক্তি, তকমা দেওয়ার সংস্কৃতি সেটিকেই ধীরে ধীরে ক্ষয় করে। যখন একজন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট তকমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়, তখন তার ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও মানবিকতা আড়াল হয়ে যায়। আমরা তখন আর একজন মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখি না; দেখি শুধু একটি পরিচয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এ প্রবণতাকে আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছে। একটি পোস্ট, একটি মন্তব্য বা একটি মতের ভিত্তিতে মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে একটি তকমার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যুক্তি বা সংলাপের জায়গায় অনেক সময় শুরু হয় পরিচয়ের বিচার। ফলে আলোচনা সংকুচিত হয় এবং মেরুকরণ বাড়তে থাকে।

একটি সমাজ দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে পারে না যদি তার নাগরিকরা একে অন্যকে শুধু তকমার চোখে দেখে। গণতন্ত্রের শক্তি হলো মতের বৈচিত্র্যকে সহ্য করার ক্ষমতা এবং ভিন্ন মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের সংস্কৃতি। তকমা দেওয়ার রাজনীতি এ দুই ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়।

এ কারণেই এখন হয়তো সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটি নতুন করে ভাবা দরকার আমরা কি মানুষকে তকমার মাধ্যমে চিনতে চাই, নাকি মানুষ হিসেবে চিনতে চাই। মতের ভিন্নতা একটি সুস্থ সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই ভিন্নতাকে যদি আমরা শত্রুতার ভাষায় রূপ দিই, তাহলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদেরই সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক আস্থা এবং ভবিষ্যৎ।

সম্ভবত এখন সময় *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

আমেরিকান ড্রিম এবং অভিবাসন প্রতারণার গোলকধাঁধায় বাংলাদেশিরা

দিলওয়ার আরিফ

সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক বাংলাদেশি অভিবাসন আইনজীবীর প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বের প্রভাবশালী টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবিসির চ্যানেল ৭ একটি প্রতিবেদন প্রচার করেছে। এবিসির মতো বিশ্বের প্রভাবশালী অন্যান্য গণমাধ্যমে, যেমন এমএসএন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা চ্যানেলগুলো অভিবাসন প্রতারণার শিকার ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার প্রচার করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছে।

এসব মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে অভিবাসন আইনজীবী না হয়েও আইনজীবীর মিথ্যা পরিচয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি এবং অন্যান্য দেশের বৈধ ও অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছ থেকে ওই ব্যক্তি ও তাঁর প্রতিষ্ঠান মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছে।

প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায় যে এক ব্যক্তির কাছ থেকেই ৬০ হাজার ডলার নেওয়া হয়েছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, চক্রটি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে অভিজাত এলাকাগুলোতে সুসজ্জিত অফিস সাজিয়ে এবং চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর নামে হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করেছে। আমাদের জানামতে, কোনো বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা নিয়ে এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী কোনো গণমাধ্যম সংবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু এটি সত্যি যে

যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রায় দুই দশকের প্রবাসজীবনে বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার অনেক ঘটনা শুনেছি। অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, অনেক উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশিও প্রতারিত হওয়ার এই দলে রয়েছেন।

আমরা মনে করি যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসগুলো জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যুগপৎ কাজ করে অভিবাসনপ্রত্যাশী মানুষদের প্রতারক ও ভুয়া ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিদের প্রতারণা থেকে অনেকটাই রক্ষা করতে পারে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ইমিগ্রেশন প্রতারকেরা বিভিন্ন কারণে প্রতারণা করার সুযোগ পাচ্ছে। জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, ধনী-গরিবনির্বিশেষে সারা বিশ্বের অনেক মানুষই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে চায়। যেমনটি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্ক রুবিও, 'সুযোগ পেলে স্বাচ্ছন্দ্যে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করত।' যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করার হাজারটি কারণ থাকলেও আমি এখানে কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই যুগ বসবাস করার অভিজ্ঞতা এবং একজন বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিক হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে নানা সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সফল গণতান্ত্রিক দেশ।

এই দেশে নির্ভয়ে মানুষ তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

অনিশ্চয়তার আঁধারে নিমজ্জিত কিউবা

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিউবান সংখ্যা প্রচুর। এরা রিপাবলিকান দলকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বিভিন্ন ইস্যুতে সমর্থন করে থাকে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট কিউবা দখল করে নিতে চান- এ ঘোষণা তাদের মধ্যে উদ্বেগের পরিবর্তে এক ধরণের উল্লাসের সৃষ্টি করেছে। ফিডেল ক্যাস্ট্রোর কমুনিষ্ট শাসনের পরম্পরায় আমেরিকান-কিউবানরা আরোপিত বিধিনিষেধ কাটিয়ে সহজে মাতৃভূমিতে যেতে পারেন না। অথচ, ফ্লোরিডা থেকে অল্প সময়েই কিউবা যাওয়া যায়। তারা মুখিয়ে আছে ট্রাম্পের বদৌলতে পররাষ্ট্র সচিব রুবিও এর আনুকুল্যে এবার কিউবা যাওয়া সহজ হয়ে যাবে। ট্রাম্প নিয়তই বলেন, ভেনেজুয়েলা সুড়সুড় করে এসে গেছে, ইরান অভিযানও ভালই চলছে , শেষ হলেই কিউবা দখল চুড়ান্ত করা হবে। কাজটি তার মতে, নিতান্তই পানিভাত। আসলে কি তাই!

পুতিনের সাথে গলাগলি ভাব হলেও ইউক্রেন প্রশ্নে মতপার্থক্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। ইউরোপের মিত্রদেশগুলো হাঙ্গেরি বাদে সবাই পুতিনের সাথে ট্রাম্পের দহরম পছন্দ করছে না। একঘরে অনুভবে ন্যাটোকে অকেজো, আমেরিকা বিহনে শক্তিহীন একটি জোট বলে সমালোচনা করছে। ইরান অভিযান, অতি গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী উদ্ধার করতে সাড়া না দেওয়ায় ট্রাম্প ক্ষুব্ধ। মনে হচ্ছে দৌত্যগিরি করতে পাকিস্তান, তুরস্ক এবং মিশর যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা হবে এমন কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেছে না। তবে চরম বেকায়দায় পড়লে এক্সিট কৌশলে কাজে লাগবে মনে হয়।

উপসাগরীয় দেশগুলোর সুরক্ষার যে দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র হাজারো কোটি ডলারের বিনিময়ে নিয়েছিল তা ইরানের উপর্যুপরি আক্রমণে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। এদিকে, হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে কৃতকার্যতার সাথে তেলবাহী জাহাজ চলাচল আটকে দিয়ে যে সাহস দেখাতে পেরেছিল তাতে বলিয়ান হয়ে বেশ কিছু দিন বিরতির পর আবারও ইসরাইলে রকেট ও ড্রোন নিক্ষেপ করছে। দক্ষিণ লেবানন থেকে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা আবারো ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট হামলা শুরু করে ইসরাইলিদের দারুণ মুশকিলে ফেলেছে। শক্তিশালী, বাঁচার লড়াইয়ে সমর্পিত ইসরাইল ইরান, হুতি, লেবানন সব ফন্টেই যুদ্ধ করছে। নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কায়দা করে দলে ফিরিয়ে প্রথমত জেরুজালেমে রাজধানী স্থানান্তর এবং আমেরিকার দূতাবাস স্থাপনের মতো কঠিন কাজের পরবর্তীতে ইরানের পরমাণু প্রকল্প ধ্বংসের নামে দেশটিতে সর্বাত্মক আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার তেমন কোনো সুফল এখনো মেলেনি। তেল পরিবহনের হরমুজ প্রণালী মুক্ত করতে পারবেন বলে মনে হয়না। তিনটি বিরাটাকার যুদ্ধ জাহাজ, তিন হাজারেরও বেশি অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের পরও অত্যাধুনিক আমেরিকান যুদ্ধ প্রযুক্তি ইরানকে কাবু করতে পারেনি। ইসরাইলের গুপ্তচর বাহিনী অবশ্য ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ প্রায় এক ডজন ইরানি শীর্ষ নেতাকে হত্যা করেছে। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাসমূহে আঘাত হানায় পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে এমনটি অনেক মহলই মনে করেন। মিড টার্ম ইলেকশন, ইরান সমস্যা, আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবিশ্বে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ট্রাম্পের জন্য প্রকটভাবে চ্যালেন্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এর মধ্যে কিউবা নিয়ে জড়িয়ে পড়া সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে । ট্রাম্প কি ইরান থেকে সম্মানজনকভাবে বের হয়ে যেতে যাচ্ছেন? সবই যুক্তিযুক্ত এবং অনুমেয়।

পুতিনের সাথে গলাগলি ভাব হলেও কিউবা প্রশ্নে তা ভেনেজুয়েলার মতো নড়বড়ে নয় । মাদুরু মিত্র হিসেবে পুতিনের কাছে তেমন বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না কিন্তু ফিডেল ক্যাস্ট্রোর দেশ কিউবার সাথে মিতালী, স্বদভাব বরাবরই পরীক্ষিত। ট্রাম্প খোলাখুলি হুমকি দিয়েছেন যে ইরান সমস্যা গুটিয়ে তিনি অতি সহজেই কমুনিষ্ট দেশ কিউবা দখল করে নেবেন। একপর্যায়ে কিউবার সাথে ব্যবসা বানিজ্যে কড়া নিষেধাজ্ঞা দেন। এমতাবস্থায় দেশটিতে তেল সরবরাহ, বিদ্যুত উৎপাদন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সুপেয় খাবার পানি পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ অন্যথা করলে *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managements.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

‘উলঙ্গ রাজা’: যে যুদ্ধে সবাই হেরে যাচ্ছে

সালেহ উদ্দিন আহমদ

যারা যুদ্ধ করে, তাদের মধ্যেই কারও হার হয়, কারও জিত হয়এটাই স্বাভাবিক। যারা গোলাগুলি করে না, মিসাইল ছোড়ে না; তাদের হারও নেই, জিতও নেই। তবে ইরান যুদ্ধ এক ব্যতিক্রমী যুদ্ধএমন এক যুদ্ধ যাতে কারোই কোনো জয় নেই, জয় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এই যুদ্ধে প্রতিটি দেশই হেরে যাচ্ছে এবং প্রতিটি দেশের প্রত্যেক মানুষেরই হার হচ্ছে।

এই পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হার, যারা যুদ্ধ শুরু করেছিল তাদের। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যখন যুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন ভাবছিল দুই দিনের ব্যাপার। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বুঝিয়েছিলেন, খামেনিকে হত্যা করলেই ইরানিরা সব দলবেঁধে সরকারের বিপক্ষে রাস্তায় নামবে এবং তখন ইরানের শাহের ছেলে ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহলভি গিয়ে সরকার গঠন করবেন। তারা অল্প সময়েই যুদ্ধে জিতে জয় ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু হলোটা কী? বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ইলা ব্যারন গার্ডিয়ান পত্রিকায় ‘সম্রাটের নতুন পোশাক’ শিরোনামে একটি কার্টুন এঁকেছেন। সেখানে ট্রাম্পকে উলঙ্গ অবস্থায় একটা মিসাইল দিয়ে লজ্জা ঢেকে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, আর সামনে নেতানিয়াহু তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই একটা কার্টুন অনেক ঘটনা প্রকাশ করেছে, যা সম্ভবত এক হাজার শব্দেও প্রকাশ করা যেত না।

এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দুর্বলতাগুলোকে দারুণভাবে উলঙ্গ করেছে। পৃথিবীর সর্বশক্তিশালী রাষ্ট্র, যার যুদ্ধভান্ডারে রয়েছে সব বিচিত্র যুদ্ধ সরঞ্জাম, কিন্তু যুদ্ধের এক মাসের মাথায় তাদের অবস্থা যে কী অসহায় ও উলঙ্গ হয়ে পড়েছে, তা প্রকাশ পেয়েছে এই কার্টুনে।

ট্রাম্প ও তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সস্তা ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টমাহক মিসাইলের বিরাট অংশ এরই মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলেছেন। একটা টমাহক মিসাইলের দাম ২ দশমিক ৬ থেকে ৩ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার। সিবিএস নিউজের খবরে প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর মাত্র ৯০টি টমাহক তৈরি করে। খবরে প্রকাশ, এখন পেন্টাগন ইউক্রেনকে দেওয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম এনে ইরান যুদ্ধে জোগান দিচ্ছে।

অনেক মার্কিন নাগরিক আছেন, যদিও তাঁদের দেশ যুদ্ধ করছে, কিন্তু যুদ্ধের এত খোঁজখবর রাখেন না। যুদ্ধের খোঁজ না রাখলেও, পকেটের খোঁজ সবাইকে রাখতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র শিল্পোন্নত দেশ, এ দেশের অনেক জিনিসই হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও সেই পথেই বাড়ছে।

মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংস্থান বাজারের মন্থর গতিতে এমনিতেই দিশাহারা ভোক্তাদের কাছে এই যুদ্ধের নেতিবাচক পরিণতি এখন আরও একটি নতুন আর্থিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এমনকি আজই যদি এই সংঘাতের অবসান ঘটে, তবু এর অর্থনৈতিক প্রভাব সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

উৎপাদিত হচ্ছে জ্বালানি তেল খরচ করে।

যদিও গত দুই বছরে বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক হইচই হয়েছে, তবে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ গাড়ি বিদ্যুৎচালিত। গ্যাস স্টেশনগুলোতে তেলের দাম বেড়ে গেছে প্রায় ৪০ শতাংশ, ক্যালিফোর্নিয়াতে তারও বেশি। যুদ্ধের প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমস সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে লিখেছে, ‘ইরানে চলমান যুদ্ধের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে; এর ফলে পেট্রলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের প্রভাব আমেরিকান ভোক্তারা ইতিমধ্যেই অনুভব করতে শুরু করেছেনড়আর ধারণা করা এই যুদ্ধে নানাভাবে সবচেয়ে কোণঠাসা হয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর প্ররোচনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যুদ্ধে জড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জনমত এখন নেতানিয়াহুকে দায়ী করছে এই যুদ্ধের জন্য। ট্রাম্পের ‘মাগা’ (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) আন্দোলনের অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এখন তুমুল ইসরায়েলবিরোধী। এর মধ্যে রয়েছেন টাকার কার্লসন ও মেগ্যান কেলিড়দুজনেই সাবেক ফক্স নিউজ হোস্ট, এখন দুজনেরই রয়েছে তুমুল জনপ্রিয় টক শো।

যুদ্ধেও ইরানের সঙ্গে পাল্লা দিতে ইসরায়েল দারুণ হিমশিম খাচ্ছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী প্রধান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) জনবলসংকট প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আইডিএফ নিজেই ধ্বংস হওয়ার আগে, আমি ১০ নম্বর লাল সিগন্যাল ওঠাচ্ছি।’

তাদের বিধ্বংসী অস্ত্রের ভান্ডারও শেষের পথে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইরানের সস্তাদরি ড্রোনকে তারা আর প্রতিহত করবে না। এদিকে প্রতিদিন হাজার হাজার ইসরায়েলি নাগরিক দিনে একাধিকবার আশ্রয়শিবিরে দৌড়াচ্ছেন।

যুদ্ধ শেষে দেখা যেতে পারে যে সবচেয়ে বড় হার হয়েছে ইসরায়েলের। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এমনও হতে পারে যুদ্ধ শেষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসরায়েলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবেন। কারণ, ট্রাম্প হারা পক্ষে থাকতে পছন্দ করেন না এবং যারা তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের সাজা দিয়ে তিনি নিজের গর্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।

ইউরোপের দেশগুলো সরাসরি যুদ্ধে যোগ না দেওয়াতে ট্রাম্প দারুণ খেপেছেন। ন্যাটো জোটের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তা ট্রাম্প এখনই বলে দিয়েছেন। ইউরোপের লোকেরাও জ্বালানি তেল নিয়ে দারুণ সংকটে। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য পুরা ইউরোপ রাশিয়ার জ্বালানি বর্জন করছিল। এখন তাদের কী হবে?

রাশিয়া একসময় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সমান প্রতিযোগী; ইরান যুদ্ধে আরেকবার টের পাওয়া গেল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সামরিক প্রতিযোগিতায় তারা যে কত অপ্রাসঙ্গিক! এই যুদ্ধে চীনের হারও কম নয়। তারাও মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরশীল। তাদের উন্নয়ন থমকে গেছে এবং বিশ্বজুড়ে তাদের যে রপ্তানি বাণিজ্য তাও হুমকির মুখে।

সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলো। সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত এবং ওমানড়এই দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দিয়েছিল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল বাইরের সব প্রতিঘাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রই তাদের রক্ষা করবে। এখন হিতে বিপরীত হয়েছে। মার্কিন সামরিক ঘাঁটির জন্যই ইরান এসব দেশে হামলা করছে।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয়দের চা-শিঙাড়াতেও লাগছে ইরান যুদ্ধের আঁচ। ১৪০ কোটি মানুষের রান্নার জ্বালানি হিসেবে অপরিহার্য গ্যাস এলপিজি প্রায় ৮৫ শতাংশই আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। যুদ্ধের জন্য ভারত এলপিজির সরবরাহ বাণিজ্যিক কাজে একদম কমিয়ে দিয়েছে। তাই ক্যানটিন, হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে জ্বালানিসংকট তীব্র হয়েছে। পরিস্থিতির কারণে ভারতে অনেক খাবারের দোকানের মেনু থেকে বাদ পড়ছে জনপ্রিয় আইটেম শিঙাড়া। এমনকি ভারতের কিছু জায়গায় চিরচেনা চায়ের সেই উত্তাপ ও সুবাসও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন ঝুঁকিগুলো কী

গোলাম রসুল

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ হাজার মাইল দূরে হলেও তার অর্থনৈতিক ধাক্কা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বাজার, শিল্প ও বাড়ির রান্নাঘরে পৌঁছে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে হামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ইরানের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ২০ শতাংশ এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এই রুটে বিঘ্ন ঘটতেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১১৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

এর প্রভাব দ্রুতই এশিয়ার আমদানিনির্ভর অর্থনীতিগুলোর ওপর পড়ছেড়বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। জ্বালানি আমদানি, উপসাগরীয় শ্রমবাজার ও বৈশ্বিক শিপিং রুটের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা দ্রুতই দেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে জ্বালানির বাজারে অনিশ্চয়তা, খাদ্যপণে২ার দামে ঊর্ধ্বগতি এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। নতুন সরকারের জন্য এটি কোনো দূরের ভূরাজনৈতিক ঘটনা নয়; বরং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রথম বড় পরীক্ষা। আজকের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে দূরের যুদ্ধও শেষ পর্যন্ত কাছের বাজারের দাম নির্ধারণ করে।

জ্বালানি ধাক্কা ও মূল্যস্ফীতি

আধুনিক অর্থনীতিতে জ্বালানি শুধু একটি পণ্য নয়; এটি পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যকাঠামো নির্ধারণের একটি মৌলিক উপাদান। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত আমদানিনির্ভর হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার প্রতি এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৬৫ শতাংশ আসে আমদানি করা জ্বালানিড়তেল, কয়লা ও এলএনজি থেকে। ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বাড়লে তার প্রভাব দ্রুতই দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে পেট্রোলিয়াম আমদানির ব্যয় ছিল প্রায় ৭৯ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১১৪ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে নীতিনির্ধারকদের সামনে একটি কঠিন নীতি দ্বিধা হয়ে দাঁড়িয়েছেড়দেশে জ্বালানির দাম বাড়ানো হবে, নাকি ভর্তুকি বাড়িয়ে রাজস্ব ঘাটতির চাপ বাড়ানো হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বৈশ্বিক ভূরাজনীতি সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ধারণ করছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি খুব দ্রুত মূল্যস্ফীতিতে প্রতিফলিত হয়। পরিবহন ব্যয় বাড়ে, খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ে এবং শিল্পোৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশে পৌঁছেছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এই চাপ আরও তীব্র হতে পারে।

আধুনিক অর্থনীতিতে জ্বালানি শুধু একটি পণ্য নয়; এটি পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যকাঠামো নির্ধারণের একটি মৌলিক উপাদান।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বৈশ্বিক ভূরাজনীতি সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ধারণ করছে।

নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে। শহরের দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের আয়ের বড় অংশ খাদ্যের পেছনে ব্যয় করে। ফলে খাদ্যের সামান্য মূল্যবৃদ্ধিও তাদের খাদ্যাভ্যাসে বড় পরিবর্তন আনতে পারেড়পুষ্টিকর খাবারের পরিবর্তে ন্যূনতম খাদ্যে নির্ভরশীলতা বাড়ে। অর্থনীতির ভাষায় এটি একটি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি, যেখানে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পুরো অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে। বাস্তবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি মানে শুধু বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি নয়; এটি পুরো অর্থনীতির ব্যয়কাঠামোকেই প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানিনির্ভর জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা দেশের জ্বালানির সরবরাহকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা এখন আর শুধু সরবরাহের প্রশ্ন নয়; এটি মূল্য স্থিতিশীলতা, শিল্পোৎপাদন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

শিল্প, বাণিজ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা

জ্বালানিসংকটের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রভাব পড়ে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি খাতে। বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি তৈরি পোশাকশিল্প, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ সরবরাহ করে; কিন্তু গ্যাস সরবরাহ অনিয়মিত হলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং উৎপাদন ব্যয় দ্রুত বেড়ে যায়। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি ধাপে খরচ বাড়িয়ে দেয়ড়বিদ্যুৎ, পরিবহন, কাঁচামাল আমদানি ও সরবরাহ শৃঙ্খলড়সব ক্ষেত্রেই চাপ সৃষ্টি করে।

বর্তমান বৈশ্বিক উৎপাদনব্যবস্থায় শিল্পগুলো একটি জটিল সরবরাহশৃঙ্খলের অংশ। ফলে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি শুধু কারখানার বিদ্যুৎ ব্যয়ই বাড়ায় না; এটি আন্তর্জাতিক শিপিং, লজিস্টিক ও কাঁচামাল পরিবহনের খরচও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

সিমেন্ট, ইস্পাত ও সিরামিকের মতো জ্বালানিনির্ভর শিল্পগুলোও একই ধরনের চাপের মুখে রয়েছে। অনেক ছোট ও মাঝারি শিল্প ইতিমধ্যে উৎপাদনের সময় কমিয়ে দিয়েছে অথবা নতুন অর্ডার গ্রহণে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। পরিবহন খাতে ডিজেলের দাম বাড়লে পণ্য পরিবহনের খরচও বেড়ে যায়, যা পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত পণ্যের দামে প্রতিফলিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই চাপ বহন করতে হয় সাধারণ ভোক্তাকেই। এই বাস্তবতা একটি বড় অর্থনৈতিক সত্য তুলে ধরেড় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি মানে শুধু বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি নয়; এর অর্থ পুরো উৎপাদনব্যবস্থার ব্যয়কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া।

কৃষি খাতেও একই ধরনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের সেচব্যবস্থার প্রায় ৮০ শতাংশই ডিজেলচালিত পাম্পের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১১৪ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

শেখ মুজিবকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের বহুমুখী পাঁয়তারা

মাহমুদুর রহমান

মোবায়েদুর রহমান

রাজপথে বা মাঠে এই মুহূর্তে কোনো রাজনীতি নাই। কিন্তু তার পরেও রাজনীতি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ডিস্টার্বিং খবর পাওয়া যাচ্ছে। কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। এটির ইংরেজি হলো, অ ংঃরপয রহ ঃরসব ংধাবং হরহব. সময় মতো অশুভ সঙ্কেত অ্যাড্রেস না করলে সেটি চূড়ান্ত পরিণামে সূচ হয়ে ঢোকে আর ফাল হয়ে বের হয়। এই ধরনের কয়েকটি ডিস্টার্বিং নিউজ নিচে দিচ্ছি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ১৫-২০ জনের একটি দল আগারগাঁওয়ের বিটিআরসি ভবন এলাকা থেকে মিছিল বের করে। মিছিলটি আইডিবি ভবনের সামনে গেলে পুলিশ তাদের ধাওয়া দেয়। এ সময় পাঁচজনকে আটক করা হয়, বাকিরা পালিয়ে যায়। একইদিনে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার মডেল সিমু আক্তার বৃষ্টি ওরফে মিষ্টি সুবাসসহ দুজনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আশুলিয়া থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বৃষ্টির দুদিন এবং রফিকুল ইসলাম ওরফে দুর্জয়ের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্মৃতিসৌধে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেয় তারা।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে দুই আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা হলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত জেলা ছাত্রলীগের সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক জিয়াউর রহমান শামীম ও সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি মনীষ কান্তি দে মিন্টু। আদালতের নির্দেশে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। এছাড়া জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সুনামগঞ্জে থেকে ২০ জনেরও বেশি আইনজীবীকে আসামি করে মামলা করা হয়।

এবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের ব্যানারে এই আইনজীবীরা মিছিল করে শহরের কালেক্টরেট প্রাঙ্গণের স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়। মিছিলে ছিল ২৩ থেকে ৩০ জন। তারা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'স্বাধীনতার এই দিনে মুজিব তোমায় মনে পড়ে' ইত্যাদি স্লোগান দেয়। পরে মিছিল ও স্লোগানের ভিডিও-ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

শরীয়তপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের একটি অংশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থকেরা রাতের আঁধারে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মহসিন মাদবর শুক্রবার রাতে তাঁর ফেসবুক পেজে ভিডিওটি শেয়ার করে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দেখা যায়, জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা, সদরের পালং মডেল থানার কর্মকর্তা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, এনসিপির যুব শক্তির নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছে। জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের মাঝ বরাবরে চারদিক দিয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখা গেছে। স্মৃতিস্তম্ভটি হালকা কমলা রঙের। তার ওপরে জুলাই ৩৬ ও জুলাই বিপ্লবের নানা স্লোগান লেখা রয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভটির মাঝ বরাবরে চারপাশে চারটি স্থানে কালো পোড়া দাগ রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজিরের মতে, 'একটি ব্যস্ততম ও জনবহুল এলাকার মধ্যে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে কীভাবে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আগুন ধরিয়ে দিল, তা আমাদের ধারণায় আসছে না। নিশ্চয়ই তাদের কেউ সহায়তা করেছেন। প্রশাসনের নীরবতার কারণে সন্ত্রাসী ওই সংগঠনটি এমন কাজ করার সাহস দেখিয়েছে।'

এই ঘটনাটি সবচেয়ে উদ্বেগের। ১৪ শত শহীদ এবং ২৬ হাজার আহত মানুষের রক্তের ওপরে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অমান্য করার স্পর্ধা দেখালো ছাত্রলীগ।

॥দুই॥ : মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করায় পটুয়াখালী জেলা জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি মওলানা আব্দুল হককে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছেন পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক। এসম্পর্কিত ভিডিওটির ফুল ট্রান্সক্রিপশন থেকে দেখা যায় যে, মওলানা আব্দুল হক সঠিক কথা বলেছেন এবং সেটা ছিলো টু দি পয়েন্ট। ঐ ভিডিও মোতাবেক জমিয়ত নেতা বলেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করেন। তবে মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের সরাসরি কোনো অবদান ছিলো না। তিনি বলেন, ২৫ মার্চ রাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত শেখ মুজিবের কোনো অবদান নাই। কারণ, ২৫ মার্চ রাতেই শেখ মুজিব পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং ঐ রাতেই তাকে পাকিস্তান নেওয়া হয়। মওলানা আব্দুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অবদান ছিলো শহীদ জিয়াউর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানির।

মওলানা আব্দুল হক এই কথা বলার সাথে সাথে কয়েক ব্যক্তি নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে মওলানা আব্দুল হকের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং তাকে বের হয়ে যেতে বলেন। অবাক ব্যাপার হলো এই যে, বিএনপি আমলে ঐ জেলা প্রশাসক মওলানা আব্দুল হককে বের করে দেন।

মওলানা আব্দুল হক তো কোনো ভুল বলেননি শুধুমাত্র মওলানা আব্দুল হক কেনো, স্বাধীন বাংলা প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা শারমীন আহমদ তাজউদ্দীনের ওপর একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম, 'তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা'। ঐ বইতে তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তার পিতা তাজউদ্দীন আহমদ (তখন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী) রাতে শেখ মুজিবের ৩২ নম্বরের বাস ভবনে যান। তিনি শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুজিব যেনো ২ লাইন লিখে দেন। তাহলে সেটি আওয়ামী লীগ প্রচার করার ব্যবস্থা করবে। শেখ মুজিব উত্তরে বলেন, ঐভাবে এখন কিছু লিখে দেওয়া যাবে না। লিখলে পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করবে। তখন তাজউদ্দীন বলেন, তিনি একটি টেপ রেকর্ডার সাথে এনেছেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অসংখ্য বিদেশি সাংবাদিক রয়েছেন। যদি স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত দু চারটি কথা শেখ মুজিব এই টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করেন তাহলে তিনি সেটি ঐসব বিদেশি সাংবাদিকদের দেবেন। উত্তরে মুজিব বলেন, আপনারা এখনই চলে যান। পাকিস্তান আর্মি অ্যাকশন শুরু করে দেবে। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। ২৭ মার্চ আমি হরতাল ডেকেছি। সেই হরতাল সফল করুন।

তাজউদ্দীন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যান। শেখ মুজিব তার স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছিলেন। রাত সাড়ে ১০টার পর পাকবাহিনী তার বাসায় আসে। অতঃপর যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে তাকে পাকিস্তান নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ওপরের এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধের ঐ ৯ মাস শেখ মুজিব তো পাকিস্তান ছিলেন। সুতরাং ঐ ৯ মাসে শেখ মুক্তিযুদ্ধ করেননি, এই কথা বললে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আল কুরআনে মুনাফিকের পরিচয়

জাফর আহমাদ

নবী সা: মুনাফিকের কিছু লক্ষণের কথা তাঁর পবিত্র বাণীতে উল্লেখ করেছেন। মানুষ মুনাফিকের এই পরিচয়ই বেশী জানে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা: বলেন: চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। এক, আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; দুই, কথা বললে মিথ্যা বলে; তিন, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; চার, বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি দেয়।(বুখারী:৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, কিতাবুল ঈমান, বাবু আলামাতে মুনাফিক, মুসলিম: ৫৮, আহমাদ:৬৭৮২, আ.প্র:৩৩, ইফা:৩৩) কিন্তু আল কুরআনে মুনাফিকের একটি বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য আল কুরআনের পরিচয় এবং রাসুল সা: এর প্রদানকৃত চারটি আলামতের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং এসো রাসুলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ঐ মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।"(সুরা নেসা:৬১) এই আয়াতটি ধারাবাহিক আলোচনা পূর্ববর্তি আয়াত থেকে শুরু হয়েছে, তাই অত্র সুরার ৫৯.৬০ ভালোভাবে বুঝতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! তুমি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলেছে যে, তারা ঈমান এনছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল হরা হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহ ফায়সালা করার জন্য 'তাগুত' এর দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সাজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।"(সুরা নিসা:৬০)

তাগুত বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চুড়ান্ত সনদ হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভুমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তার কাছে উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ এ ব্যাপার আয়াতটির বক্তব্য একেবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী অনুযায়ী এ ধরণের আদালতকে বৈধ আদালত হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কুরআনের দুষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরেরসাথে অংগাঅংগিভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ

ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন," মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভাল কাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।"(সুরা তাওবা:৬৭) পৃথিবীর সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনিহা ও শত্রুতা। কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভুতিশীল হয়।তাকে পরামর্শ দেয়, তাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করে, তার সাহস যোগায়, তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করে, তার জন্য সুপারিশ পেশ করে, তার প্রশংসা করে, তার পক্ষে তথাকথিত ফতোয়া প্রদান করে। মোটকথা, তার জন্য নিজেদের সব কিছুই ওয়াকফ করে দেয়। নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থান ভুলে গিয়ে তার সাথে একাকার হয়ে যায়। অথচ বাহ্যিক বেশ-ভুশায়, চেহেরা-সুরতে পাক্কা মু'মিন ও রাসুল সা: এর সুন্নাহর অনুসারী, দেশ বরেন্য ইসলামী চিন্তাবিদ কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হোক, তাতে সে বাঁধ সাধে। তার বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করে। 'কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা' যা আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন, তা নিজেরাও করে না এবং অন্যরা প্রতিষ্ঠা করুক তাতেও বাঁধ সাধে। তারা তাসবীহর দানার মধ্যে বেহেশত খোঁজে।

মনেপ্রাণে তারা তাগুতের ঐ খারাপ কাজে শরীক হয়। অন্যদেরকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাগুত তাকে অক্টোপাসে বাঁধার জন্য তার এই তাগুতি কাজে সাহস যোগাতে থাকে। তাদের প্রতিটি আচার-আচরণ কথা-বার্তা থেকে এ কথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎ কাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হৃদয়ে শান্তি অনুভুত হবে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে কোন ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তার মনে ব্যাথা অনুভুত হতে থাকে এবং হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ কথার কল্পনা করতেই তাদের মন বিষিয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। ভালো কাজের দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সবচেয়ে মারাত্মক যে কাজটিসাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলে দেয়, তাহলো কুরআন-হাদীস থেকে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিনব ফতোয়া জারি করে। এ কাজে তাদের বাহ্যিক ভেষ-ভূষা ও চেহেরা-সুরতও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মানুষ বলে লোকটি বুযুর্গ আল্লাহ ওয়ালা, তিনি কি মিথ্যা বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে?

এদের আরেকটি স্থায়ী ও সাধারণ বৈশিষ্ট হলো, এরা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে না। এরা সাধারণত কৃপণ হয়। বরং উল্টো তাগুতের কাছ থেকে অর্থ আহরনের জন্য নিজেদের সুনাম ও খ্যতিকে ব্যবহার করে। তাদের উপার্জন হালাল কি হারাম এ ব্যাপারে তারা সামান্যতমও চিন্তা-ভাবনা করে না। অসৎ কাজের ব্যাপরে তারা যুগের কারন। সৎকাজে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে চরম দারিদ্র। আল কুরআনে বখিল শব্দের পাশাপাশি 'শুহ' শব্দ করা হয়েছে। বখিল অর্থ অত্যন্ত প্রয়োজনেও অর্থ ব্যয় না করা। আর 'শুহ' অর্থ নিজেরা তো ব্যয় করেই না বরং সেই সাথে অন্য কারোর অর্থ ব্যয় দেখলে তার শরীর চুলকায়,দাঁত কড়মড় করতে শুরু করে। তাই এরা ইসলামী আন্দোলনে অন্যের ব্যয় ও সাহায্য-সহযোগীতাকে সহ্য করতে পারে না।

মু'মিনরা যেখানে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করে থাকে এবং এটি তার ঈমানের দাবী, সেখানে মুনাফিকরা তার বিপরীতে মানুষকে অন্যায় কথা ও কাজের আদেশ দেয় এবং ন্যায় কথা ও কাজের করতে নিষেধ করে। ইদানিং এই মুনাফেকি ভিন্ন রূপে বা ভিন্ন অবয়বে প্রকাশিত হচ্ছে। আর তা হলো, এই বিশেষ গোষ্ঠী কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিরোধিতা না করে তারা মু'মিন অথচ ধর্মনিরপেক্ষবাদ বা স্থান ও কালের জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করে,তাদেরকে উৎসাহ- উদ্দীপনা দান করে, তাদের হাতকে মজবুত করার জন্য অন্যদেরকেও তাদের সহযোগী বানায়। এর বিনিময়ে এরা তাদের থেকে বিশেষ সহযোগীতা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যারা ন্যায় ও ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার : এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না

ড. মাহরুফ চৌধুরী

দেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অপমৃত্যু, তথা খুনের প্রেক্ষিতেই এই লেখাটির শিরোনাম নেওয়া হয়েছে দুটি কালজয়ী গান ও কবিতা থেকে। হায়দার হোসেন (১৯৬৩) যে আত্মগ্লানি থেকে 'নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার' উচ্চারণ করেছিলেন, এটি কেবল সেই গানের পুনরাবৃত্তি নয়; বরং আজকের বাস্তবতায় বেদনাহত অসংখ্য মানুষের মতো আমিও আমার ঘৃণা ও ক্ষোভের ভাষা খুঁজেছি এই উচ্চারণে। এই সুতীব্র ধিক্কার আসলে নিজের অক্ষমতার বিরুদ্ধে, আমাদের সম্মিলিত বিবেকের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে, এবং একই সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততা ও সরকারের উন্নাসিক মনোভাবের বিরুদ্ধে এক নৈতিক প্রতিবাদ। এখানে 'আমি' ব্যক্তিগত হলেও, এর অন্তর্গত বোধটি গভীরভাবে সামষ্টিক; এটি আমাদের সবার দায়বোধের প্রতিফলন।অন্যদিকে, 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'- এই উচ্চারণ কেবল একটি কবিতার শিরোনাম বা পঙ্ ক্তি নয়; এটি এক গভীর রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রত্যাখ্যান। এই পঙ্ ক্তিটি উচ্চারণ করতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হয়। যদি এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না-ই হয়, তবে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আমি কি এর বাইরে, নাকি এই নির্মম বাস্তবতার নীরব অংশীদার? নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪) যে 'মৃত্যু উপত্যকা'র কথা বলেছেন, তা কোনো ভৌগোলিক সীমানা নয়; বরং একটি নির্লিপ্ত রাষ্ট্র ও সমাজের ভীতিকর অবস্থার প্রতীক।

আজকের লেখার শিরোনাম হিসেবে এই প্রতিবাদী উচ্চারণ আর কেবল গানের কলি ও কবিতার পঙ্ ক্তি নয়; এটি আমার নিজের বিবেকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই দেওয়া এক তীব্র ধিক্কার।

আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে মৃত্যু আর ব্যতিক্রম নয়; বরং ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠা এক নির্মম বাস্তবতা। এখানে মানুষের জীবন নিরাপদ নয়; মৃত্যু হয়ে ওঠে দৈনন্দিন ঘটনা, আর জীবনের মূল্য ধীরে ধীরে অবমূল্যায়িত হচ্ছে। মানুষের মৃত্যুতে মানুষ এতটা আবেগহীন, অনুভূতিহীন ও প্রতিক্রিয়াহীন থাকতে পারে- এই ভাবনাই হৃদয়কে শঙ্কিত ও স্তম্ভিত করে।রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৈতিক দর্শনের ভাষায় বললে, এটি সেই পর্যায়,যেখানে রাষ্ট্র তার মৌলিক 'সামাজিক চুক্তি' (সোস্যাল কন্ট্রাক্ট) রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়এবং নাগরিকের জীবন রক্ষার ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও পালন করতে পারে না। ফলে সামষ্টিক কল্যাণের বোধ থেকে জন্ম নেওয়া 'দেশ' ধারণাটিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ যে ভূখণ্ডে জীবন অনিরাপদ, তা মানচিত্রে একটি রাষ্ট্র হতে পারে, কিন্তু নৈতিক অর্থেসেটাএকজন নাগরিকেরকাছে 'আমার দেশ' হয়ে উঠতে পারে না।রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী, রাষ্ট্রের জন্মই হয়েছে মানুষের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। ইংরেজচিন্তকথমাসহবস (১৫৮৮-১৬৭৯) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভিয়াথান'-এ রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী'প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অবস্থা'র যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সেখানে মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, নিকৃষ্ট, হিংস্র এবং সংক্ষিপ্ত' (সলিটারি, পুওর, নাস্টি, ব্রুটিস এন্ড শট) তথা অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। যেখানে মানুষের জন্য জীবন ছিল অনিরাপদ, বিশৃঙ্খল এবং টিকে থাকার সংগ্রামে ভরপুর। সেই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করে, সেটিই 'রাষ্ট্র'যার মূল ভিত্তি একটি অলিখিত 'সামাজিক চুক্তি', যেখানে নাগরিক তার কিছু স্বাধীনতা ত্যাগ করে নিরাপত্তার বিনিময়ে।কিন্তু এখানেই মৌলিক প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠে: যদি রাষ্ট্র সেই ন্যূনতম দায়িত্বঅর্থাৎ নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ব্যর্থ হয়, তবে সেই সামাজিক চুক্তির বৈধতা কোথায় দাঁড়ায়?

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ভিত্তি একটি অলিখিত সামাজিক চুক্তি, যেখানে নাগরিক তার কিছু স্বাধীনতা ত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিনিময়ে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানেই এক মৌলিক প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যদি রাষ্ট্র সেই ন্যূনতম দায়িত্ব তথা নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ব্যর্থ হয়, তবে সেই সামাজিক চুক্তির বৈধতা কোথায়?রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এটি কেবল রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; বরং রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তির গভীর সংকট। কারণযে চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র তার বৈধতা অর্জন করে, সেই চুক্তির প্রধান শর্তই যদি ভঙ্গ হয়, তবে নাগরিকের আনুগত্য, আস্থা ও কর্তব্যবোধসহসবকিছুই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্র কেবল একটি ক্ষমতার কাঠামোতে পরিণত হয়;কিন্তু ন্যায়, নিরাপত্তা ও মানবিকতার আশ্রয়স্থল হিসেবে তার অস্তিত্ব ক্রমেই ফাঁপা হয়ে যায়।আমাদের দেশের বাস্তবতায় মৃত্যুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতারধারণা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'দুর্ঘটনা', 'আত্মহত্যা', 'গণপিটুনি', 'গণধোলাই', 'ক্রস ফায়ার', 'রাজনৈতিক সংঘর্ষ'-এই শব্দগুলো যেন একেকটি বিশেষ পর্দা বা চাঁদর, যার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক নির্মম সত্য।সাধারণ মানুষের 'সিস্টেমিক' ও 'সিস্টেম্যাটিক' অপমৃত্যুকে ধীরে ধীরে 'স্বাভাবিক' হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।কারণ শব্দের নির্বাচন বাস্তবতাকে আড়াল করতে পারে, এমনকি সহিংসতাকেও এক ধরণের নীরব বৈধতা দিতে পারে।ফলে ঘটনাগুলো আর বিচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডি হিসেবে প্রতিভাত হয় না; বরং সেগুলো একটি অভ্যস্ত, পুনরাবৃত্ত সামাজিক বাস্তবতায় রূপ নেয়।কিন্তু এই স্বাভাবিকীকরণ আসলে এক ধরনের 'কাঠামোগত সহিংসতা',যেখানে হত্যার দায় কোনো একক ব্যক্তি বা ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা একটি সমগ্র সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর বর্তায়।

> প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ভিত্তি একটি অলিখিত সামাজিক চুক্তি, যেখানে নাগরিক তার কিছু স্বাধীনতা ত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিনিময়ে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানেই এক মৌলিক প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যদি রাষ্ট্র সেই ন্যূনতম দায়িত্ব তথা নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ব্যর্থ হয়, তবে সেই সামাজিক চুক্তির বৈধতা কোথায়?

নরওয়েজিয়ান সমাজবিজ্ঞানী জোহানগালতুং (১৯৩০-২০২৪) যে 'কাঠামগত সহিংসতা'র (স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স) ধারণা দিয়েছেন, তার সঙ্গে এই বাস্তবতার গভীর সাযুজ্য রয়েছে। এখানে সহিংসতা সবসময় দৃশ্যমান না হলেও তার প্রভাব প্রতিনিয়ত জীবনহানির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎএখানে হত্যা কোনো আকস্মিক বিচ্যুতি নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতার অবধারিত পরিণতি।এই প্রেক্ষাপটে ফরাসীই-তিহাসবিদ ও চিন্তকমিশেলফুকোর (১৯২৬-১৯৮৪) 'জৈব-রাজনীতি' *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

এইসব ভালো লাগে

সোহেল মাহমুদ

ভালো লাগে ভায়োলেন্স,
কান্নার জলে করা স্নান!
ভালো লাগে বাল চুল,
ছিঁড়ে ফেলা ঠোঁটের স্লোগান!

ভালো লাগে শিশ্নের
উলঙ্গ উগ্র উত্থান!
ভালো লাগে জঙ্ঘার
ভাঙচুরে নির্মিত গান!

ভালো লাগে গুম খুন,
ভালো লাগে শৈল্পিক ত্রাস!
ভালো লাগে অপঘাত,
সভ্যতার শুভ সর্বনাশ!

আলো আর আঁধারের
কানামাছি, মনের মতন!
এইসব ভালোলাগা
আমাদের ঐতিহ্য এখন!

নির্বাক বৈরিতা

দেওয়ান নাসের রাজা

মূলের জন্য নেই মানিব্যাগে টাকা
সিন্দুকে জমা আছে স্বর্ণের বার
ল্যাম্বোরগিনির চাকা
দ্রুত ছুটে চলে
বোঝে না সে গহিনের হাহাকার

ঈদুল ফিতরে কেন নির্বাক বৈরিতা
টেবিলে সাজানো থাকে মাটন-রেজালা
নদীর ওপারে বালুময় মরুভূমি
হাওরের পারে তার শস্যের ভান্ডার

প্রিয়জন কেন আজ অদ্ভুত চুপচাপ
লোহার প্রাচীরঘেরা স্বপ্নের ঘর
ডালাসের রাস্তায় ঝিলমিল বাতি
সুরমার পাড়ে জমে নীরব আকুতি

দুস্থের বিলাপ কেউ শুনে না
নির্জন দুপুরে–ক্রমাগত রিংটোন বাজে!

পাঁজর ভাঙা সমুদ্র

তুহীন বিশ্বাস

পাঁজর ভাঙা সমুদ্রে লাল রঙা রক্তস্রোত
অতিউৎসাহী বাহ্যিক দর্শনার্থীদের উচ্ছ্বাস,
অন্তর পোড়া গন্ধ পৌঁছে না কোনো ইন্দ্রিয়ে
আর্তচিৎকার জমে থাকে হৃৎপিণ্ডের কোণে।

মানুষ খেকো মানুষের সংবিধানটা প্রতিষ্ঠিত
সর্বহারা পিষ্ট হয় অনুচ্ছেদের পাতায় পাতায়,
সব বন্দী হই সামাজিকতার পারিপার্শ্বিকতায়
আমিও ভেসে যাই সমুদ্রের ও-ই লাল স্রোতে।

দিগন্তে নিরবে নিভৃতে কাঁদে অপেক্ষমাণ স্বপ্ন
একটি নতুন সূর্যোদয় হয় না অন্ধকার পেরিয়ে,
স্বার্থপর স্বার্থে অগ্নিসংযোগ করে আপন ধামে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি পথ খুঁজি ডানে - বামে।

ভাঙনের সুর

মোর্শেদা মৌ

ভাঙনের সুরে বুক কাঁপে থরথর
দুরন্ত হাওয়া আর ভারী কালো মেঘ,
লড়াই চলে আত্মাবন্দী পাখির মতো
ছটফট করে হাওয়ার ঘূর্ণিপাকে।
ভীতিবিহ্বল অনুচ্চারিত শব্দপুঞ্জ-
সীমাহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত।

ক্রমশ জটিলতায় অদৃশ্য হয়ে যাই
আতঙ্ক আর শিহরণে অস্তিত্ব সংকট,
তীব্র দহনেও অন্তর্ময় তীক্ষ্ণ সংরাগ
তবু বাকরুদ্ধ কণ্ঠ, ছাইচাপা আর্তনাদ।

বৃক্ষ হতে পারে না মানুষ

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

ত্যাগের গৌরবে উজ্জ্বল বৃক্ষ
ফল দেয়
ফুল দেয়
ছায়া দেয়
অবশেষে সার স্বত্ব বিকায় আসবাবে
বিসর্জনের এমন তরতাজা ইতিহাস পাঠ করেও
ভোগের কাহিনি লিখে মানুষ
কখনও বৃক্ষ হতে পারে না

বৈশাখের সুর

ফারহানা সিদ্দিকা

পুরান দিনের জড়তা ভুলে
নতুন দিনের হিসাব খুলে
দিচ্ছে আবার ডাক,
সবার মাঝে যাক ছড়িয়ে
ভালবাসায় দিক ভরিয়ে
বাঙালির বৈশাখ।

হাসি খুশি শুধু থাকুক
খুশির আবির সবাই মাখুক
নতুন বছর জুড়ে,
সোহাগপ্রীতি থাক শুধু থাক
হিংসা বিভেদ যাক দূরে যাক
বৈশাখেরই সুরে।

যুদ্ধবাজ

ফেরদৌস জামান খোকন

সভ্য মানুষ ভাবছি যাদের
তারা দেখছি পাজি,
যুদ্ধ করে মানুষ মারে
বিশ্বের মোড়ল সাজি!
নির্বিচারে মারছে মানুষ
বিশ্বের মাঝে কত!
বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়েছে
নেতাদের ঠিকমতো।
বিশ্বশাসন করতে গিয়ে
দেখায় তারা পেশী,
কেমন করে মারবে মানুষ
এটাই ভাবে বেশি।
মানবতা অসহায় আজ
মুখ লুকিয়ে কাঁদে,
শেষ জামানায় এসে তারা
পড়ে গেছে ফাঁদে।
এমন করে চলে যদি
ধ্বংস হবে বিশ্ব,
মানুষগুলো সব হারিয়ে
হয়ে যাবে নিঃস্ব ।

সুবর্ণ কাঁটাতার

সাদ্দাম বিশ্বাস

তোমাকে ছোঁবো না
শুধু দূর থেকে দেখে
ফিরে আসব কাঁটাতারের ভেতরে
সুবর্ণ কাঁটাতারে ঘেরা আমার ঘর উঠান
আমার হাজার বছরের অশ্বত্থ বট
এই কাঁটাতার ছিঁড়ে উদ্যানে যাবে না বাতাস
।

যুদ্ধের মাঠে যে যুবক-যুবতী
লেনদেন করেছিল মন,
যুদ্ধ জয়ের পর
একটুকরো লিখিত প্রতিশ্রুতির অভাবে
তারা আজ ঝুলছে কনক কাঁটাতারে।
আহত যুবকের কামুক চোখ জোরা
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে
মানিক মিয়া এভিনিউয়ের
দীঘল উলঙ্গ মিছিলের দিকে।

শান্ত মেয়েটির
জিহ্বায় নেই মুক্তির শপথ
কণ্ঠে নেই বিপ্লবের আর্তনাদ
মানচিত্রে নেই পৈতৃক অংশ।
শুধু শরীর জুড়ে রক্ত ক্ষুধা আর
আঁচড়ের দাগ
নিশ্বাসে হতাশার তোপধ্বনি
বেগানা পুরুষের হাতে
খোয়া গেছে
স্বাধীনতা।

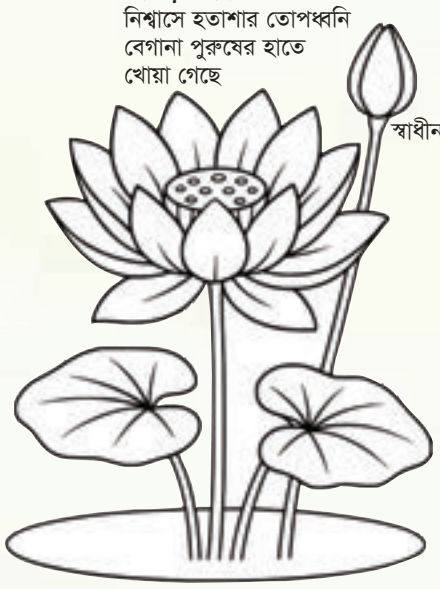

রক্তে লেখা মুক্তির ভোর

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

২৬শে মার্চ আমাদের বুকের ভেতর এক চিনচিনে ব্যথা আর অসীম গর্বের নাম,
শিমুল ফুলের লালে আমি আজও খুঁজে পাই আমার সেই হারানো ভাইয়ের মুখ।
ভয়ংকর সেই রাতে হঠাৎ বাঙালিদের উপর হানা দিয়েছিল ঘাতকের দল।
ঘুমন্ত মানুষের আর্তনাদে সেদিন ফেটে পড়েছিল বাংলার শান্ত আকাশ।
বাড়ির পুরনো দেয়ালে আজও সেই বুলেটের
গভীর ক্ষত রয়ে গেছে।
অত্যাচারীরা চেয়েছিল আমাদের এই চেনা মুখগুলো চিরতরে বন্ধ করে দিতে।
তখনি গ্রাম থেকে শহর, সব সাধারণ মানুষ এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।
মাঠের কৃষক আর ঘরের ছাত্রটি অবলীলায় হাতে
তুলে নিয়েছিল অস্ত্র।
এক মুঠো মুক্তির জন্য সেদিন তারা তুচ্ছ করেছিল নিজের তরুণ প্রাণ।
আমার মা তার আদরের মানিককে চোখে লুকানো অশ্রু নিয়ে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলেন।
বাবার সেই শেষ বিদায় আর ভাইয়ের রক্তে কেনা আমাদের এই স্বাধীনতা।
একটি তর্জনীর ইশারায় সেদিন এক হয়ে গিয়েছিল কোটি মানুষের বুক।
নয়টি মাস আমরা শুধু মৃত্যুর সাথে
পাঞ্জা লড়ে দিন কাটাইনি।
আমরা লড়েছিলাম নিজের মাতৃভূমি
আর একটা পতাকার জন্য।
আজকের এই রোদেলা সকাল আমার বাবা আর ভাইয়ের জীবনের দান।
বিনম্র শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করি আমার সেই অকুতোভয় শহীদদের কাছে।

বিক্রি

ফয়জুন নাহার

বসেছিলাম আকাশের দিকে মুখ করে নিমগ্ন,
তারায় নিজের মুখ খুঁজে দেখব
হঠাৎ ছুটে এলো আগুনের ফুলকি
একপাশ ছুঁয়ে রক্তের নকশা আঁকা হলো
নাম স্বাধীনতা!
আবার ছুটে এলো গরম বুলেট
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে গেল
চিত্রল আঁকিবুঁকি উজ্জ্বল হলো আরও
নাম স্বাধীনতা!
এবার একত্রে অনেক বুলেট ছুটে এলো
ঝাঁঝরা করলো আমার প্রিয় দেহ
পড়নের ফিনফিনে পাতলা সাদা পোশাকটা
অসাধারণ নকশায় ভরে উঠলো
বলল তুমি ধন্য!
নাম স্বাধীনতা!

অনেক দিন পর আবার বুলেট গজরে উঠলো
কোকিল রাতদিন গলা ফাটিয়ে জানালো
স্বাধীনতা বিক্রি হয়ে গেল!!

করালগ্রাস

মাসুম মোরশেদ

খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ আলো চোখে পড়ে না
রসায়নে ঘাটতি দেখি ভীষণ
আর আকাশে বাড়ে শকুনের বিচরণ।
এক হবার জো নাই কারো,
উদ্ভট সমীকরণে উল্টো বয় সমীরণ।
আলাপ কমে। বাড়ে বিলাপ। বাড়ে রক্ত ক্ষরণ।
গোয়ার্তুমি প্রকট।
কথা বাড়ে। তর্ক চলে। কাজের কাজ কেউ করে না।
দলে দলে ভাগ হয়। সামনে ঠেলে দেয়। কেউ লড়ে না।
বাড়ে অযত্নে বাগান। বাহুল্য ডালপালা।
বাড়ে হানাদার কীটও।
হিসেব কষে দেখি, কেউ খুলেনি কোনো গিঁটও।
ও মা, সে কী কাণ্ড, শুয়োর দেখি সব।
অন্ধকার বাড়ে। নিশিরাতে ঘোঁট পাকায় কেউ।
তারা করে ভাগাভাগি। আর সব ফেউ।
ধরো, কেউ বিদ্যুৎ। কেউ থানা। কেউ পোর্ট।
এমনতর অনেকে আর কি।
আমজনতা ভুগছে প্রতিনিয়ত, কার কী?

স্বর্গ দেখেছি আমি

গাজী আবু হানিফ

স্বর্গ দেখেছি আমি- দেখেছি এশাল,পারিজাত
কত যে রকমারি ফোটেছে শোভিত গোলাপ -
ধীরে ধীরে বইছে ঘোরে ঘোরে নৃত্য করে হাওয়া
নাচিছে সুরসুন্দরী অপ্সরী,শাকিরা,উর্বশীগণ।
কতো মোহিনী সৌম্য দৃষ্টি নেত্র যুগল হাসি
মনপ্রাণ নিচ্ছে কাড়ি,ভুলিয়ে চিন্তা ধ্যান।
স্বর্গ দেখেছি আমি- রঙিন পত্র শোভা জাফরান মাটির
স্বর্ণ,মনি মুক্তা,হীরা,জহরত খচিত আসবাব,প্রাসাদ
সহস্রাধিক রঙিন আলোর কি যে সিঞ্জিণী কোমলাভ
হিরন্ময় আনন্দ-ময়ুর, হামিংবার্ড,মথুরার ডাকাডাকি
ডাকিছে নাচিছে ষোড়শী সহস্রাধিক সুপশর পরি
গাইছে স্রস্টার প্রশংসার সঙ্গীত সুরেলা কুহকিনী গান।
স্বর্গ দেখেছি আমি-বইছে ফল্গু, সালসাবিল, জুনজালাল
কাউসার, সাইহান, জাইহান,নীলনদ,মন্দাকিনী, ফোরাত
বইছে যে কেলি করে হংসমিথুন চলায়,শান্ত ঢেউয়ে
নন্দন, ইডেন, মোহিনী, দোলন, সুধাকর কানন সে তীরে তীরে
করেছে বর্ণিল মৌমাছি, প্রজাপতি উড়ে উড়ে বিচরণ
দানিছে যে মধুকর সুখ,আনন্দ জাদুকরী আলোয়।
আমিও সে স্বর্গ শরাব পানে হয়েছি বিমোহিত শরাবি।

যুদ্ধের মধ্যেই প্রতিদিন ১৪ কোটি ডলার আয় করছে ইরান

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত প্রায় এক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে তীব্র সংঘাত চলা সত্ত্বেও থেমে নেই ইরানের বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন। এই যুদ্ধের মধ্যেই প্রতিদিন গড়ে ১৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার আয় করছে পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটি এবং এই অর্থের পুরোটাই আসছে তেল থেকে। গোয়েন্দা তথ্য ও জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষক বিভিন্ন সংস্থার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ। হরমুজে অবরোধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোকে তাদের পণ্য পাঠানোর জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে হচ্ছে, বেশির ভাগ দেশ তেলের দৈনিক উত্তোলন অনেকাংশে হ্রাসও করেছে।

আর এই সংকটের পুরো সদ্ব্যবহার করছে ইরান। হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধে বহির্বিশ্বে যাচ্ছে ইরানের ফ্ল্যাগশিপ জ্বালানি তেল ইরানিয়ান লাইট। গোয়েন্দা সূত্র ও আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোর তথ্য অনুসারে, ইরান থেকে প্রতিদিন গড়ে ১০ লাখ ৬০ হাজার ব্যারেল তেল বহির্বিশ্বে যাচ্ছে। ইরানের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রথমে এই তেল খার্গ দ্বীপের টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে হরমুজ প্রণালি ও পারস্য সাগর দিয়ে বহির্বিশ্বে যায় ইরানি তেল। সূত্র : ব্লুমবার্গ

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

PRIME HEALTH NYC

FAMILY HEALTH & WELLNESS

- Total Family Health
- Vitamin Infusion
- Regenerative Therapy
- Anti-Aging & Wellness Clinic

PROVIDE HIGH QUALITY CARE AND BEST OFFICE EXPERIENCES

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES

JAMAICA OFFICE
167-10 highland Ave, Jamaica, NY 11432
(929) 998-3971, (929) 998-3972
(929) 998-3995

BRONX OFFICE
1444 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462
(516) 960-3030, (516) 960-3020
(516) 960-3028

www.primehealthnyc.com
Email: primehealthnyc@hotmail.com

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হ্যালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street (CF2)
Jamaica NY 11432

- বিয়ে
- জন্মদিন
- আকিকা
- বেবি সাওয়ার
- বিবাহ বার্ষিকী
- সভা-সেমিনার

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং নেওয়া হয়

যোগাযোগ
347-440-2317

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

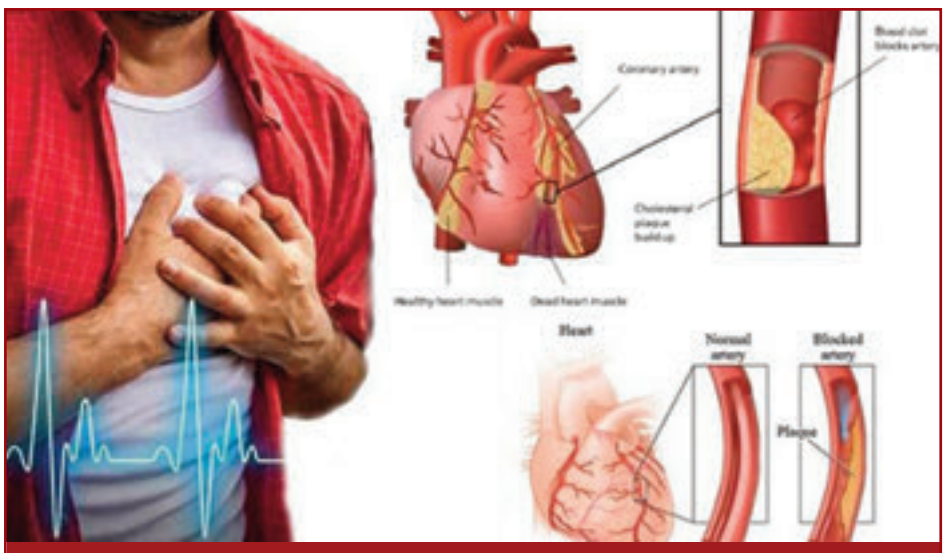

হার্ট ব্লক প্রতিরোধের উপায়

ডা. এম শমশের আলী : হার্ট ব্লক প্রতিরোধ করার জন্য হার্ট ব্লক সম্পর্কে একটা সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা থাকা খুবই জরুরি। সচেতন ব্যক্তিরা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, হার্টে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালিগুলির নাম করোনারি আর্টারি। এসব করোনারি আর্টারিরির (নল/টিউব) ভিতর দিকে বিভিন্ন পদার্থ স্তূপাকারে জমা হয়, এসব পদার্থের মধ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ সর্বাধিক বিরাজমান থাকে, তবে কোলেস্টেরল ছাড়াও অনান্য পদার্থ তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বস্তু স্তূপাকারে জমা হওয়ার ফলে নলের ভিতরে রক্ত প্রবাহে পথ সংকুচিত হয়ে যায়। নলের মধ্যে স্তূপ হওয়ায় রক্ত প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে বলে এ অবস্থাকে ইংরেজিতে ব্লক বলা হয়। ফলশ্রুতিতে ব্লকে ভাটি অংশে রক্ত সরবরাহ কমে যায় এবং ওই ভাটি অংশের মাংসপেশি পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত না পাওয়ায় রশদ (খাদ্য) ও অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে বা অক্সিজেন ও রসদের অভাবে অসুস্থ মাংসপেশির কিছু অংশ নষ্ট (মৃত) হয়ে যায় এবং অন্য অসুস্থ মাংসপেশি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তাতে হার্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ সংকোচন (কাজ) করতে না পারায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বহুবিদ গবেষণার মাধ্যমে যা কিছু অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পেরেছে তা-ই হার্ট ব্লকের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ব্লকে প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো পরিবারে হার্ট ব্লকের প্রবণতা অন্য পরিবার থেকে বেশি পরিলক্ষিত হয়। তার মানে রক্তের সম্পর্ক আত্মীয়দের মধ্যে প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, ওপরের কারণ দুটি থাকলে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়, আপনি সচেতনতার মাধ্যমে ও চিকিৎসকের পরামর্শে হার্ট ব্লক হওয়া বন্ধ না করতে পারলেও হার্ট ব্লকেও আক্রান্ত হওয়াকে বিলম্বিত করতে পারে। যার মানে হলো আপনার যদি ৫০ বছর বয়সে হার্ট ব্লকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে হয়তো আপনি ৬০ অথবা ৭০ বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবেন। যেহেতু রক্তনালিতে জমা হওয়া পদার্থের মধ্যে কোলেস্টেরলের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় এবং যেসব ব্যক্তির রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বা পরিমাণ বেশি থাকে তাদের মধ্যেও হার্ট ব্লকের প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। যারা হাইপ্রেসারে ভুগছেন, যদি তাদের প্রেসার অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাদের ক্ষেত্রে হাইপ্রেসারের প্রভাবে রক্তনালিতে ইনজুরি সৃষ্টি হয় এবং ইনজুরির ফলে স্থানে স্থানে হার্ট ব্লক সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেসব ব্যক্তি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে রক্তের সুগারের মাত্রা যত বেশি থাকে, হার্ট ব্লক তত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তুলনামূলকভাবে তত অল্প বয়সে হার্ট ব্লকে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল হার্ট ব্লকের সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে থাকে। যারা ধূমপান করে অথবা তামাক জাতীয় বস্তু সেবন করেন তাদের বেলায়ও হার্ট ব্লক সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি উভয়ই দ্রুত হওয়ায় মানুষ অল্প বয়সেই হার্ট ব্লকে আক্রান্ত হন। কাজের অত্যধিক চাপ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, একাকিত্বে থাকা ইত্যাদিতে ভোগেন তাদের শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। রক্তে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকলে হার্ট ব্লকের মাত্রা বৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হয়। যাদের রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা কম থাকে যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় হাইপোথাইরয়েডিজম বলা হয়, তাদের ক্ষেত্রেও অল্প বয়সে হার্ট ব্লকের সমস্যা হতে দেখা যায়। যারা শারীরিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকেন বা কায়িক শ্রম করার সুযোগ পান না, তারা প্রায় সময়ই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে অধিক মাত্রায় কোলেস্টেরলের সমস্যায় অধিক হারে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে শারীরিক ওজন বৃদ্ধি পায়। হার্টের অসুস্থতা হাইপ্রেসার এবং ডায়াবেটিসকে লাইফ স্টাইলজনিত অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হার্ট ব্লক থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বেশ কিছু পরামর্শ মেনে চলতে হবে। যেমন অতিরিক্ত পশুর চর্বি খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, তবে নির্দিষ্ট মাত্রায় বা পরিমাণে চর্বি ছাড়া মাছ, মাংস অবশ্যই খেতে হবে, এতে আপনার শারীরিক যোগ্যতা বজায় থাকবে এবং অনেক ধরনের অসুস্থতা প্রতিরোধে সাহায্য করবে। ধূমপান ও তামাকজাতীয় বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। শাক সবজি ও ফলমূলে প্রচুর পরিমাণে এন্টি অক্সিজেন নামক রাসায়নিক থাকে যা হার্ট ব্লক প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। শাকসবজি ও ফলমূলে বিভিন্ন খনিজ লবণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন বিদ্যমান থাকায় শারীরিক যোগ্যতা বৃদ্ধি ও অনেক ধরনের অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখে-যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল বিভিন্ন উপায়ে হার্ট ব্লক প্রতিরোধে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় কায়িক শ্রম সম্পাদনের ফলে, হাইপ্রেসার, ডায়াবেটিস, ওজন বৃদ্ধি, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা, হরমোনের ভারসাম্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে হার্ট ব্লক বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে পারেন যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। যারা তার শারীরিক প্রয়োজনের চেয়ে অধিক মাত্রায় কার্বোহাইড্রেড বা শর্করা বা শ্বেতসারজাতীয় খাবার গ্রহণ করেন, তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরে চর্বি হিসেবে মজুত থাকে এবং শারীরিক ওজন বৃদ্ধিসহ আরও অনেক ধরনের অসুস্থতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। হার্ট ব্লক প্রতিরোধে হরমোনাল ভারসাম্য বজায় রাখা, থাইরয়েড হরমোনের সমস্যায় হরমোন থেরাপি চিকিৎসা হার্ট ব্লক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখে ব্লক প্রতিরোধ করে থাকে। হরমোনাল ভারসাম্য রক্ষার্থে সঠিক পরিমাণে ঘুম হওয়া খুবই জরুরি। তাই এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করে সচেতন হতে হবে।

লেখক : চিফ কনসালটেন্ট, শমশের হার্ট কেয়ার, শ্যামলী, ঢাকা।

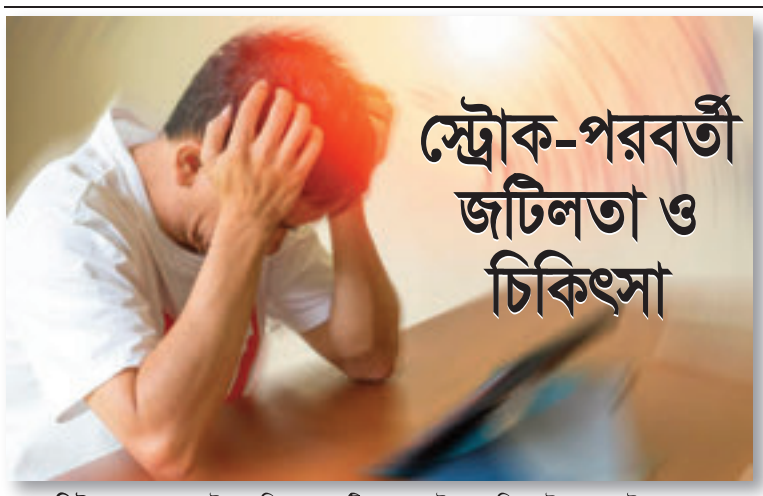

স্ট্রোক-পরবর্তী জটিলতা ও চিকিৎসা

মো. সফিউল্যাহ প্রধান : স্ট্রোক মস্তিষ্কের একটি রোগ। আমাদের মস্তিষ্কের রক্তনালিতে জটিলতার কারণে এই রোগ দেখা দেয়। প্রতি বছর বিশ্বে ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ স্ট্রোক করেন। প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ স্ট্রোকের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ৫০ লাখ মানুষ স্ট্রোকের কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। প্রতি ৬ জনে ১ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। অনেকেই স্ট্রোককে হার্টের রোগ মনে করেন, যা একদমই ভুল। এই ভুল ধারণার কারণে রোগীরা বাড়তি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

স্ট্রোকের যত কারণ : ১. উচ্চরক্তচাপ, ২. ডায়াবেটিস ৩. উচ্চ কোলেস্টেরল, ৪. হৃদরোগ (করোনারি হৃদরোগ, ধমনি ফাইব্রিলেশন, হার্টের ভালভ রোগ, ক্যারোটিড ধমনি।) ৫. অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ, ৬. ধূমপান ৭. বেশি ওজন, ৮. অপুষ্টি, ৯. কায়িক পরিশ্রম না করা, ১০. হেমোরেজিক স্ট্রোকে পূর্ববর্তী স্ট্রোক বা টিআইএ, ১১. কোয়াগুলোপ্যাথি, ১২. প্রদাহ (দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে), ১৩. ধমনি বিকৃতি, ১৪. অ্যানিউরিজম ১৫. স্থূলতা, ১৬. প্রি-একলাম্পসিয়া ১৭. ভাইরাল সংক্রমণ : রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, লুপাস, ১৮. উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং মানসিক চাপ।

লক্ষণ বা উপসর্গ : ১. শরীরের একদিক দুর্বল বা অবশ হয়ে যায়। ২. মুখের একপাশ বেঁকে যায়। ৩. কথা অস্পষ্ট হয়ে যায় বা জড়িয়ে যায়। ৪. চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

স্ট্রোক-পরবর্তী জটিলতা : ১. পক্ষাঘাত বা চলাফেরা করতে অসুবিধা। ২. পেশির ও অস্থিসন্ধির কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলা বা পঙ্গুত্ব। ৩. কথা বলতে বা গিলতে অসুবিধা। ৪. অবশ অংশে ক্ষত বা বেড সোর হওয়া। ৫. শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা। ৬. মানসিক ও আচার-আচরণে অসুবিধা।

জটিলতার চিকিৎসা : স্ট্রোক-পরবর্তী সময়ের চিকিৎসা কী হবে এটা নিয়েও রয়েছে নানা জটিলতা। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষই জানেন না স্ট্রোকে যদি কেউ প্যারালাইজড হয়ে পড়ে তবে তাকে কী চিকিৎসা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে অন্যতম কার্যকর একটি পদ্ধতি ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন। রোগী যদি খুব দ্রুত ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসার আওতাধীন হয়, তবে প্রায় ৯৫ ভাগই আগের জীবনে ফিরে আসতে পারে।

স্ট্রোকের পর রোগীর মাংসপেশি অবশ বা শক্ত হয়ে যায়। এসব রোগীর শারীরিক কার্যক্ষমতা বাড়াতে ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসার গুরুত্ব অপরিসীম। স্ট্রোকের কারণে অধিকাংশ রোগীর শরীরের যে কোনো একপাশ অবশ বা প্যারালাইজড হয়ে যায়। এ সময় রোগী তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। তাই যত দ্রুত ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা শুরু করা যাবে, রোগী তত তাড়াতাড়ি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। তাই স্ট্রোক-পরবর্তী চিকিৎসা নিয়ে যত্নবান হতে হবে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক (আইআইএইচএস) ও কনসালটেন্ট, ডিপিআরসি, শ্যামলী, ঢাকা।

ডায়াবেটিস নিয়ে যেসব ধারণা ঠিক নয়

ডা. শাহজাদা সেলিম : ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। অথচ ডায়াবেটিস বিষয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তিসহ অজ্ঞতার কারণে কুসংস্কার বিরাজ করছে।

ষকেউ কেউ ভাবেন, ডায়াবেটিস একটি ছোঁয়াচে রোগ। এটি ঠিক নয়। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়।

ষকেউবা মনে করেন, মিষ্টি খেলে বা টেনশন করলে ডায়াবেটিস হয়। এ ধারণাও সঠিক নয়। তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর মিষ্টি বা গ্লুকোজসমৃদ্ধ খাবার খেলে ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

ষঅনেক সময় চিকিৎসক বলতে পারেন 'আপনার হালকা ডায়াবেটিস হয়েছে।' অথচ 'হালকা বা মাইল্ড' ডায়াবেটিস বলে কোনো কথা নেই। বলতে হবে ডায়াবেটিস আছে কি নেই।

ষকেউ কেউ ডায়াবেটিস রোগীদের খেলাধুলা করতে বা গাড়ি চালাতে নিষেধ করেন। এটিও ভুল ধারণা; বরং ডায়াবেটিসে খেলাধুলা করাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এতে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা প্রতিরোধে সহায়ক হয়। দায়িত্বশীল হলে ও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকলে গাড়ি চালাতেও কোনো বাধা নেই। তবে বিশেষ কিছু সতর্কতা নেওয়া জরুরি।

ষঅনেকে ভাবেন, ডায়াবেটিসে আস্তে আস্তে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের পর খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম মানলে, নিয়মিত হাঁটলে ও ডায়াবেটিসের প্রয়োজনীয় ওষুধ খেলে কিংবা ইনসুলিন নিলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে শুধু চোখ কেন; হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু বা নার্ভ, ত্বকসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন হতে পারে।

ষকেউ কেউ বলেন করলা, উচ্ছে, মেথি বা নিমপাতা খেলে ডায়াবেটিস সারে। এমন ধারণাও ভুল। কারণ, ডায়াবেটিস

সারাজীবনের একটা রোগ। একবার হয়ে গেলে কোনোভাবেই এটিকে সারানো যায় না। সঠিক নিয়ম মেনে রোগটি নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় মাত্র। তবে এ কথা সত্যি করলা, উচ্ছে, মেথি বা নিমপাতা ডায়েটারি ফাইবারযুক্ত। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমে সহায়তা করতে, নানা ধরনের চর্মরোগ প্রতিরোধে বিভিন্নভাবে এসব খাবার উপকারী। তবে চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে নয়।

ষকেউ কেউ দাবি করেন, স্পেশাল ডায়াবেটিক ডায়েট ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো। এ কথাও সত্য নয়। বাজারে 'ডায়াবেটিক' সন্দেশ, বিস্কুট, জ্যাম, চকলেট ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। এসব খাবারের গায়ে চমকপ্রদ কিছু লেখা আর চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে স্বাভাবিকভাবেই একজন ডায়াবেটিস রোগীর খেতে মন চায়। অথচ ব্রিটিশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ডায়াবেটিক খাবারে বাড়তি তেমন উপকার কিছু নেই। এমন খাবার পরিহার করা উচিত।

লেখক : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

মানসিক চাপ যেভাবে শরীরে প্রভাব ফেলে

নাফিসা আবেদীন : বর্তমানের চাপযুক্ত জীবনে মানসিক চাপের মধ্যে পড়েন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অফিসের কাজের চাপ, অর্থনৈতিক চাপ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সন্তানের পড়ার চাপ ইত্যাদি কারণে সবাইকে কমবেশি চাপে থাকতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ অনেক সময় স্বল্প মেয়াদে মানুষকে অন্য কাজের প্রতি অনুরাগী হতে সহায়তা করে। ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী অ্যাডাম বোরল্যান্ড বলেন, সীমিত মানসিক চাপ আমাদের প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সহায়তা করে।

মানসিক চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে আপনি যত বেশি পড়বেন, তা সামলানোর দক্ষতাও আপনার মধ্যে তত বাড়বে।

মানসিক চাপ বা উদ্বেগ মানুষের মধ্যে আবার দীর্ঘমেয়াদি সমস্যারও জন্ম দেয়। যেমন ঘুমের ব্যাঘাত, বিরক্তি বা খিটখিটে মেজাজ, কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া, খাদ্যের প্রতি অনীহা, অ্যালকোহল, তামাক বা মাদকাসক্তি ইত্যাদি। এ ছাড়া দীর্ঘদিন মানসিক চাপ অনুভবের কারণে মানুষের অগোচরে জন্ম নিতে পারে গুরুতর এক সমস্যা। উদ্বেগের মুহূর্তে দেহের সহানুভূতিশীল নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে মানুষের দেহ উদ্বেগ দমনে নিজের অজান্তেই শারীরিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ রকম পরিস্থিতিতে দেহে যেসব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, পেশিতে টান অনুভব করা ইত্যাদি।

এ পরিবর্তনগুলোর মূল কারণ কর্টিসোল। এই স্টেররয়েড হরমোন বেড়ে গেলে বা কমে গেলে দেহে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে অতিরিক্ত ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, ঘন ঘন প্রস্রাব, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা লাগা, ত্বক ফেটে যাওয়া, পেশির দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপের ক্ষেত্রে দেহ কর্টিসোল উৎপাদন অব্যাহত রাখে এবং তা বিভিন্ন শারীরিক ব্যাধি যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিপাক-সংক্রান্ত রোগের জন্ম দেয়।

মানসিক চাপ এড়ানোর উপায়: মানসিক চাপবিষয়ক প্রবন্ধটি যদি ইতোমধ্যে আপনার মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে জেনে নিন কীভাবে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তাকে সহজেই জীবন থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন নিয়মিত ব্যায়াম, মেডিটেশন বা ধ্যান, স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ, পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কাজকর্ম করা, আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলাফেরা করা ইত্যাদি। তারপরও সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। **লেখক : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।**

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

INDIAN VISA

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
- মোয়াল্লেম

আমরাই দিচ্ছি

সবচেয়ে কম দামে

Emirates KUWAIT AIRWAYS السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES

718-721-2012

নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181

IATA Approved

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে রাউন্ড টেবিল : স্বাধীনতার মার্চ, বিপ্লবের জুলাই ও মানবাধিকার

নিউইয়র্ক :স্বাধীনতার চেতনা, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুই সংগঠন–প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ফোরাম–নিউইয়র্কে একটি রাউন্ড টেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। "স্বাধীনতার মার্চ (৭১) আর বিপ্লবের জুলাই (২৪): অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এই আলোচনায় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা জনগণের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, অরক্ষিত স্বাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। জুলাই আমাদের শিখিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকতে এবং মানুষের অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে। বর্তমান বাস্তবতায় একটি কার্যকর গণতন্ত্র, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা ছাড়া সেই চেতনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ফোরামের সদস্য সচিব এমদাদ চৌধুরী দীপু। সঞ্চালনা করেন প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের আবদুল কাদের এবং বাংলাদেশ ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক মিসবাহ উদ্দীন। সভাপতির বক্তব্যে এমদাদ চৌধুরী দীপু বলেন, "স্বাধীনতা শুধু একটি ঐতিহাসিক অর্জন নয়; এটি একটি চলমান দায়িত্ব। মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা এখন জরুরি। জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে রাষ্ট্রগঠনের নতুন পথ ভাবতে হবে।"

বাংলাদেশ ফোরামের নেতা আজিজুর রহমান বলেন, "মানবাধিকার লঙ্ঘন কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নাগরিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।" তিনি আরও বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হলে তা জাতির অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে।

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের আবদুল কাদের বলেন, "আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক বাংলাদেশ চাই–যেখানে প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর সম্মান পায়।" তিনি নতুন প্রজন্মের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জাগপা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রহমতুল্লাহ বলেন, "গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ এখন সময়ের দাবি।" তিনি যুবসমাজকে পরিবর্তনের নেতৃত্বে আসার আহ্বান জানান। কমিউনিটির ফিনান্সিয়াল ও অ্যাকাউন্ট কনসালটেন্ট মুখতার হোসাইন বলেন, "অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও সুশাসন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।" তিনি প্রবাসীদের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি গঠনে ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের লিটন মজুমদার বলেন, "যুবসমাজই একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রধান শক্তি।"এনসিপি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ডা. সাইমন বলেন, "মানবাধিকার একটি সার্বজনীন বিষয়–এটি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।" বাংলাদেশ ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক মিসবাহ উদ্দীন বলেন, "সংলাপ, সহনশীলতা ও আইনের শাসনের মাধ্যমেই একটি স্থিতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে।"

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের দিপন গাজী বলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধই জাতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।" কবির চৌধুরী বলেন, "স্বাধীনতার মূল চেতনা হচ্ছে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা–এটি অবহেলিত হওয়ার সুযোগ নেই।" কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন বলেন, "স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা আমাদের প্রতিদিনের দায়িত্ব।" মোহাম্মদ জহিরুল হক মুকুল বলেন, "জাতীয় ঐক্য ছাড়া কোনো সংকটের সমাধান সম্ভব নয়।"

বাংলাদেশ ফোরামের নেতা নুরুল হক চৌধুরী বলেন, "ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য।"এনসিপি নেতা রাকিব বলেন, "তরুণদের মধ্যে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে।" প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের তুহিন মালিক বলেন, "সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।" বাংলাদেশ ফোরামের নেতা আবদুল আলীম বলেন, "সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে একটি নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে।" নামুল হক তালুকদার বলেন, "গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের শক্তির ভিত্তি।" রুক-সানা পারভিন বলেন, "অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।" এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সালাউদ্দিন রহমান, বকুল আহমেদ, আবুল হোসাইন ও কাজল আহমেদ।

মার্কিন ভিসা নিয়ে ঢাকাস্থ দূতাবাসের জরুরি সতর্কবার্তা

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা থাকলেই দেশটিতে প্রবেশের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না বলে সতর্ক করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং অবস্থানের মেয়াদ নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকে প্রবেশস্থলের (পোর্ট অব এন্ট্রি) ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার হাতে। দূতাবাস জানায়, একটি ইউএস ভিসা থাকা মানেই যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের শতভাগ নিশ্চয়তা নয়। একজন ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন কি না এবং কত দিন সেখানে অবস্থান করতে পারবেন, তার শর্তাবলি নির্ধারণ করেন সংশ্লিষ্ট প্রবেশস্থলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা। অর্থাৎ ভিসা থাকা সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা চাইলে যে কাউকে প্রবেশে বাধা দিতে পারেন।

ভিসাধারীদের সতর্ক করে পোস্টে আরও বলা হয়, পারমিটের মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা বা ভিসার ধরন অনুযায়ী অনুমোদিত নয় এমন কোনো কাজে (যেমন : ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে চাকরি করা) জড়িত হওয়া গুরুতর অপরাধ। এ ধরনের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তির ওপর যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে। মার্কিন দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে, সঠিকভাবে ভিসা ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে ভ্রমণকারীর নিজস্ব দায়িত্ব। নিয়ম মেনে দেশটিতে অবস্থান এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসার ওপরই পরবর্তী ভিসা প্রাপ্তি বা ভ্রমণের সুযোগ নির্ভর করে। সম্প্রতি ভিসা জালিয়াতি এবং অতিরিক্ত সময় অবস্থানের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপের অংশ হিসেবেই দূতাবাস থেকে নিয়মিত বিরতিতে এমন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারে ইরান যুদ্ধের প্রভাব

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজার আবারও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে যাচ্ছে। গত বছর কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক দুর্বল থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করছিলেন, ধীরে ধীরে শ্রমবাজার ঘুরে দাঁড়াতে পারে।কিন্তু হাজার মাইল দূরের একটি যুদ্ধ সেই সম্ভাবনাকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে সামরিক হামলা শুরুর চার সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের অর্থনৈতিক প্রভাব দ্রুত বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে জ্বালানি খাতে। গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ কার্যত অচল হয়ে পড়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে গেছে। সরবরাহ ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়েছে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির নতুন আশঙ্কা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা।বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি শ্রমবাজারের ওপর সরাসরি চাপ তৈরি করছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নিয়োগে সতর্ক হয়ে যাচ্ছে, এমনকি কোথাও কোথাও ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিও বাড়ছে।

একজন শীর্ষ অর্থনীতিবিদ হিদার লং বলেন, 'যদি হরমুজ প্রণালী বন্ধই থাকে এবং এপ্রিলজুড়ে তেলের দাম ১০০ ডলারের ওপরে থাকে, তাহলে সেটি পুরো অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের পরিবর্তন বয়ে আনবে। তখন আমরা এক ভিন্ন অর্থনীতির কথা বলবো, যেখানে আবারও ছাঁটাইয়ের ঝুঁকি সামনে আসবে।'

সার্বিকভাবে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারকে নতুন করে চাপে ফেলছে। সম্ভাব্য পুনরুদ্ধারের যে আশা তৈরি হয়েছিল, তা এখন অনিশ্চয়তার বরফে আটকে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি করেছে। **সূত্র :** সিএনএন।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়
Sleep and Lung Center
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

সিএমএস সামিটে স্বাস্থ্যখাতে সেবার মান বৃদ্ধির আলোচনা

নিউইয়র্ক : গত ২৯ মার্চ রোববার লং আইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্যখাত ভিত্তিক 'সিএমএস অ্যাকসেস সামিট ২০২৬'। নিউ-হাইড পার্কের এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সামিটের আয়োজক ছিল মেডসিস হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট। স্বাস্থ্যসেবা খাতে আয় বৃদ্ধির আধুনিক কৌশল, বিশেষ করে পপুলেশন হেলথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে একটি প্র্যাকটিসে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভব্যতা নিয়ে ছিল এ আয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় মূল পর্ব। যেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, অন্যান্য অতিথিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও শিক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'আদভা হেলথ অ্যাডভান্সিং প্রাইমারি কেয়ার' এর ম্যানেজিং পার্টনার ও প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (সিএমও) ডা. আভিনাশ জয়াসওয়াল। তিনি তার বিস্তারিত উপস্থাপনায় আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় রোগীদের সেবার মান উন্নয়নের উপর জোর দেন। একই সঙ্গে তাদের নিবিড় সেবা দেয়ার মধ্য দিয়ে আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতি তুলে ধরেন। বিশেষ করে সিএমএস অ্যাকসেস মডেলের মাধ্যমে কীভাবে নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ধারণা দেন।

তার বক্তব্যে তিনি ক্রনিক কেয়ার ম্যানেজমেন্ট (সিসিএম), রিমোট পেশেন্ট মনিটরিং (আরপিএম) এবং বিহেভিয়োরাল হেলথ ইন্টিগ্রেশন (বিএইচআই)-এর মতো সেবাগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং এগুলোর সঠিক বিলিং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে একটি প্র্যাকটিস উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত আয় করতে পারে, তা তুলে ধরেন। এছাড়াও এমআইপিএস অপটিমাইজেশন, মেডিকেয়ার স্টার রেটিং বৃদ্ধি এবং প্রিভেন্টিভ কেয়ার সেবার মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর বিষয়েও তিনি বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ডা. জয়াসওয়াল উল্লেখ করেন, সঠিক পরিকল্পনা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বছরে অতিরিক্ত দেড় লাখ থেকে তিন লাখ ডলার পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম। তার বক্তব্য শেষে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন তিনি, যা উপস্থিতদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও এলিট সিনার্জি রিয়েলটি এর প্রেসিডেন্ট সাব্বির আহমেদ, বিশিষ্ট আইনজীবী সুপ্রীত কে পারমার, চিকিৎসক ডা. ফেনেল গান্ধী, রেডিও ব্যক্তিত্ব, লেখক ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার জেনিফার র ট্যাম্পারসাউদ, আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেডসিস হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্টের ফাউন্ডার এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল আহাদ, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান, মিয়া হোম রিয়েলটির প্রেসিডেন্ট রুহিন মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাজীব মিয়া এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শামীম আল আমিন। অনুষ্ঠানে ইজি লিভিং এন ওয়াই হোম কেয়ারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন দিকড়বিশেষ করে আইনি কাঠামো, সেবা সম্প্রসারণ এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের সম্ভাবনার কথাও এ সময় উঠে আসে আলোচনায়। পুরো অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন রাফিউল হায়দার।

চিকিৎসক, প্র্যাকটিস মালিক, হেলথকেয়ার পরিচালক এবং মেডিকেল ডিরেক্টরসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সামিটটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। অংশগ্রহণকারীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্যকর কৌশল সম্পর্কে সরাসরি ধারণা লাভ করেন, যা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে উদ্যোক্তারা মনে করেন। সার্বিকভাবে, "সিএমএস অ্যাকসেস সামিট ২০২৬" স্বাস্থ্যখাতে আধুনিক চিন্তাধারা, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং আয় বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক সিটি, নাসাও এবং সাফোক কাউন্টির চিকিৎসকরা এ বিষয়ে আগ্রহী হলে ৬৪৬-৫৪৪-৪৪৪১, ৫১৬-৫১৪-০১০১ এই দুটি নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সাবওয়ে প্ল্যাটফর্মে বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে হত্যাচেষ্টার দায়ে ১৫ বছরের কারাদণ্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : কুইন্সে সাবওয়ে প্ল্যাটফর্মে এক প্রবীণ নারীকে ট্র্যাকে ফেলে দেয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্র্যান্ডন হ্যারিসকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজের কার্যালয় সূত্রে মামলার বিবরণ অনুযায়ী জানা গেছে, ৩৬ বছর বয়সী হ্যারিস ২০২৪ সালের অক্টোবরে ফ্লাশিং-মেইন স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনে ৮২ বছর বয়সী এক নারীকে ট্রেন লাইনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। গুরুতর আহত ওই নারী মেরুদণ্ডে ভাঙনসহ একাধিক আঘাত পান এবং মাথায় গভীর ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা হয়। এই ঘটনায় গত মার্চ মাসে হ্যারিস 'সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাটেম্পটেড মার্ডার' বা হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। এরপর কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারক টোনি সিমিনো তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা শেষে আরো ৫ বছর তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ বলেন, গণ-পরিবহন ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন, 'একজন প্রবীণ নারী যখন স্বাভাবিকভাবে স্টেশন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে ট্রেনের মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া হয়। এটি অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেছেন।'

কেনটাকিতে ১৬৭ মিলিয়ন ডলারের পাওয়ারবল লটারি বিজয়ী গ্রেপ্তার

ইমা এলিস: কেনটাকিতে ১৬৭ মিলিয়ন ডলারের পাওয়ারবল লটারি জেতার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কেনটাকির এক ব্যক্তি তৃতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার হয়েছেন, এবার তার বিরুদ্ধে চুরি (বার্গলারি) ও মাদক রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জর্জটাউনের বাসিন্দা ৫১ বছর বয়সী জেমস ফার্থিং ২০২৫ সালের এপ্রিলে বিজয়ী টিকিটটি কিনে ব্লুগ্রাস অঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ লটারি জয়ের রেকর্ড গড়েন। তিনি তার জয়ের অর্থ মায়ের সঙ্গে ভাগ করে নেন। লটারি জয়ের মাত্র চার দিন পর, ফ্লোরিডার একটি সমুদ্রসৈকতে উদযাপনের সময় গভীর রাতে এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ওই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সদস্যকে মারধরের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এলইএক্স-১৮-এর প্রাপ্ত বডি-ক্যাম ফুটেজে দেখা যায়, ফার্থিং এক কর্মকর্তার মুখে লাথি মারেন, পালানোর চেষ্টা করেন এবং পরে তাকে টেজার দিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। চলতি মাসের শুরুতে তিনি দোষ স্বীকার করেন এবং ৯ দিনের কারাভোগের পর 'সময় ভোগ' হিসেবে সাজা শেষ হয়। এরপর ফেব্রুয়ারিতে আবারও তাকে জর্জটাউনে ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়, যখন এক নারী নিজের জীবনের আশঙ্কায় পুলিশে ফোন করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে স্কট কাউন্টি শেরিফের ডেপুটিরা একটি বাড়িতে পৌঁছায়, যেখানে ৯১১ কলে জানানো হয়েছিল যে সশস্ত্র লোকজন সেখানে অবস্থান করছে। ঘটনাস্থলে একটি .৩৮০ ক্যালিবার আগ্নেয়াস্ত্র ড্রায়ারের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়।

ওই নারী তদন্তকারীদের জানান, পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাতের জন্য ফার্থিং তাকে লেক্সিংটন থেকে নিয়ে যান এবং তাকে একটি 'গামি' (খাদ্যযোগ্য পদার্থ) খেতে চাপ দেন। অন্যদিকে ফার্থিং পুলিশকে জানান, ওই নারী 'আগে পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিলেন' এবং তিনি তাকে খুঁজছিলেন যখন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ মামলার আইনি প্রক্রিয়া এখনো চলমান এবং এপ্রিলে তার আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার ফায়েট কাউন্টি ডিটেনশন সেন্টারের তথ্যমতে, ফার্থিং তৃতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার হন। এবার তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডিগ্রির চুরি এবং গাঁজা রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। লটারি জয়ের পর ফার্থিং এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি আমার মাকে অনেক দুশ্চিন্তায় ফেলেছি। জীবনে কিছু খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে আমি বিশ্বাস ধরে রেখেছি, আর ভালো কিছু আমার জীবনে ঘটেছে।'

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি

বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

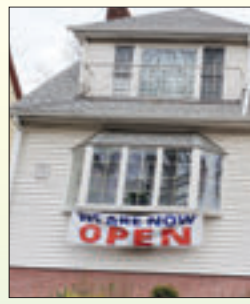

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED,MD, FACP

INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

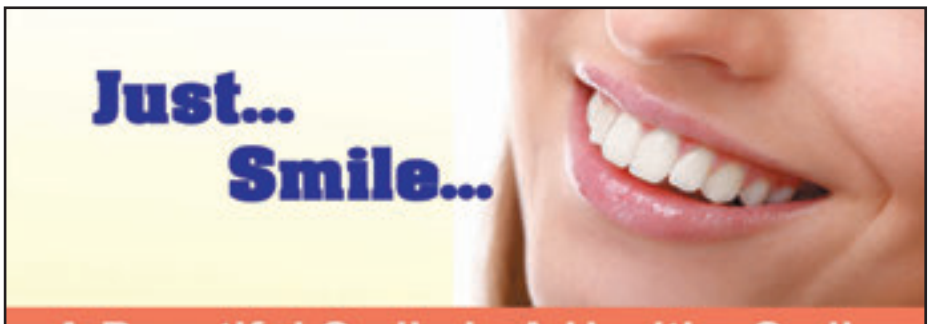

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

VISA MasterCard

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

ঊনবাঙালের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ শানুর একক সঙ্গীত

নিউইয়র্ক : গত ২৮ মার্চ শনিবার শিল্প সাহিত্যের সংগঠন ঊনবাঙাল আয়োজন করে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ উদযাপন, ঈদ পুনর্মিলনী এবং সংগঠনের শিল্পী মোহাম্মদ শানুর একক সঙ্গীত সন্ধ্যা। লং আইল্যান্ডের হিক্সভিলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা গানের ভীষণ জনপ্রিয় শিল্পী বাদশাহ বুলবুল। লাল-সবুজ রঙের পোশাক ও উত্তরীয় পরে অনুষ্ঠানে আসেন শিল্পীরা। স্বাধীনতার কবিতা পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়, শেষ হয় মধ্যরাতে। কবিতা পড়েন কাজী জহিরুল ইসলাম, রেণু রোজা, আহসান হাবিব, সুমন শামসুদ্দিন, মুক্তি জহির, আরিফ আহমেদ অর্ণব, শান্তনু সাজ্জাদ, রওশন হক, নজরুল ইসলাম, মুন্না চৌধুরী, শাহীনূর শাণু নদী প্রমূখ। দ্বিতীয় পর্বে ঊনবাঙালের নিজস্ব শিল্পীরা দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারা প্রথমে কাজী জহিরুল ইসলাম রচিত এবং সুজিত মোস্তফা সুরারোপিত "রাঙা রাজপথ শত শহীদের রক্তের আল্পনা" গানটি করেন, এরপর আব্দুল লতিফের কথা ও সুরে "সোনা সোনা লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাঁটি" পরিবেশন করেন। সবশেষে শিল্পীরা গোবিন্দ হালদার রচিত ও সমর দাস সুরারোপিত, "পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল" গানটি পরিবেশন করেন। দলীয় সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় মুগ্ধ দর্শদের ভিন্ন তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন নজরুল ইসলাম এবং বুলা আফরোজ।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল শিল্পী মোহাম্মদ শানুর ১ ঘন্টার একক পারফর্মেন্স। তিনি জনপ্রিয় ব্যান্ডের গান এবং কিন্তু জনপ্রিয় ইংরেজি গান পরিবেশন করেন। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা আশির ও নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় ব্যান্ডের গানের সুরে ভেসে তাদের ফেলে আসা সেইসব দিনে ফিরে যান। মুহুর্মুহু করতালি ও দর্শকদের দেহ দোলানোর তালে হলঘরে এক মুগ্ধতার উন্মাদনা তৈরি হয়। ঊনবাঙাল প্রতি মাসে একজন শিল্পীর একক পারফর্মেন্সের আয়োজন করে এবং শিল্পীকে বিশেষ সম্মাননা জানায়। শিল্পী মোহাম্মদ শানুকেও এইদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। শিল্পীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন শিল্পী বাদশাহ বুলবুল এবং সংগঠনের কর্মকর্তারা। ঊনবাঙাল সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক মিতা হোসেনের নেতৃত্বে দলীয় সঙ্গীতে অংশ নেন মোহাম্মদ শানু, বুলা আফরোজ, নজরুল ইসলাম, মুক্তি জহির, শাহীনূর নদী, শান্তনু সাজ্জাদ, আরিফ আহমেদ অর্ণব, দেলোয়ারা কামাল, চমক ইসলাম, দানিয়েল ইসলাম, রেনু রোজা, আবিদা সুলতানা, মুন্না চৌধুরী।

প্রবাসী বাংলাদেশি প্যারাপ্রফেশনালদের ঈদ পুনর্মিলনী

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির পিএস ১৩১ অ্যাবিগেল অ্যাডামস স্কুলে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি প্যারাপ্রফেশনালদের উদ্যোগে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদ পুনর্মিলনী ও আগাম বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ স্কুলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি প্যারাপ্রফেশনালদের পাশাপাশি স্কুল এডমিনসহ অন্যান্য কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। উৎসবমুখর এ আয়োজনে ছিল পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় এবং বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমাহার। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগির পাশাপাশি সবাই বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে খাবারের পাশাপাশি হাতে মেহেদি দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

প্রবাসের মাটিতে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আয়োজকরা। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয় বলেও তারা জানান।প্যারাপ্রফেশনালরা বলেন, কর্মব্যস্ত জীবনের বাইরে এমন মিলনমেলা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে এবং নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ অটুট রাখতে সহায়তা করে। সবশেষে অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং সবাইকে ঈদ ও আসন্ন বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্গানাইজার আমেনা আক্তার, শামীমা আহমেদ, সৈয়দা আক্তার, মতিয়ারা বেগম, ফারজানা আক্তার, আলাকা চক্রবর্তী, সুতিপা চৌধুরী, ন্যান্সি গোমেজ, হামিদা হোসেন, জেরিন ইসলাম, পলা প্যাসলে, রেহানা রব, পারমিতা সজিব, শম্পা শামসুন, ফৌজিয়া শারমিন, তামান্না শারমিন, আলিফ স্মৃতি, তানভিনা সুলতানা, জে. সুলতানা, নিয়াসিয়া উইনহাম, তাসমিয়া জামান, টিফানি সিঙ্কার, মিসেস চৌধুরী, মো. হাবিব, মিসেস আলম, মিসেস মিন প্রমুখ।

দুর্বল বৃক্ষের বেড়ে ওঠা অসম্ভব

(৬ পাতার পর)

অনেক ক্ষেত্রে জনগণ থেকে নিজেদের আলাদা মনে করেন। সেই যে তাদের দূরত্ব তার প্রকাশ নানাভাবে ঘটে। ধনসম্পদ, ক্ষমতা, শিক্ষা, পাহারাদার, পোশাকপরিচ্ছদ, আহারবিহারসহ বহু ক্ষেত্রে শাসকরা জনগণ থেকে আলাদা। আলাদা তারা ভাষাতেও। তারা ইংরেজিই পছন্দ করে, কেননা ওই ভাষা ব্যবহার করলে তারা যে বাংলাদেশের মানুষ হয়েও সাধারণ মানুষ নয়, সেটা প্রকাশ পায়। ব্যাপারটা তাই স্পষ্ট। বাংলা ভাষার শত্রু অন্য কেউ নয়- শত্রু হচ্ছে দেশের প্রশাসক শ্রেণি এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভু। জনগণের ভাষা এখানে ততটাই অসহায়, জনগণ নিজেরা যতটা দুর্দশার ভিতর পতিত। ভাষার লড়াইটা আসলেই একটা রাজনৈতিক লড়াই, আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। এ দেশে বাংলা তখনই সর্বস্তরে ও সর্বপর্যায়ে সদর্পে চালু হবে, যখন এ রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তার আগে নয়। ভাষা প্রচলনের চেষ্টাকে তাই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এর বাইরের কাজগুলো হবে সংস্কারমূলক, তাতে অর্জন কিছু ঘটলেও তা বিস্তৃত হবে না, তাদের ধরে রাখাও সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে যে ধরনের মৌলবাদী তৎপরতা চলেছে, তার সঙ্গেও বাংলার অপ্রচলন সরাসরি জড়িত। মৌলবাদীদের প্রায় সবাই মাদ্রাসায় শিক্ষিত। অর্থাৎ বাংলা ভাষার শিক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার যে বিস্তার, সেটাও কিন্তু খড়ে-ঠাসা কৃত্রিম মানুষ তৈরি করছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টির জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই নেই।

মোট কথা আমরা কিছুতেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারব না, এগোতেও পারব না সামনের দিকে, যদি না বাংলার দাপিয়ে চলা-বলা শতভাগ নিশ্চিত করতে পারি। বিশ্বায়নের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানোর জায়গাটাও কিন্তু ওই মাতৃভাষার চর্চাই। ওইখানে দাঁড়িয়েই আমাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক হওয়া সম্ভব। যে বৃক্ষের শিকড় দুর্বল সে কী করে আকাশের দিকে বেড়ে উঠবে? তার পক্ষে তো টিকে থাকাটাই অসম্ভব।

বাংলা ভাষার অবস্থা ও অবস্থানই বলে দিচ্ছে যে স্বাধীনতা সর্বজনীন হয়নি, তার তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ ঘটেনি। যার অর্থ হলো সংগ্রামটা চলবে। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু। তার একটি পর্যায় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। কিন্তু অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নটা রয়েই গেছে। সে মুক্তির জন্য সর্বস্তরে ও ক্ষেত্রে মাতৃ ভাষার প্রয়োগ চাই। যাতে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি এবং আরও বড় কথা সুস্থ, স্বাভাবিক এবং ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।

আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।

আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নতুন কোভিড ভ্যারিয়েন্ট ‘সিকাডা’ নিয়ে উদ্বেগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে আবারও উদ্বেগ তৈরি করেছে কোভিড-১৯-এর নতুন এক উচ্চমাত্রায় মিউটেটেড ভ্যারিয়েন্ট– BA.3.2, যার ডাকনাম দেয়া হয়েছে ‘সিকাডা’। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই ভ্যারিয়েন্টটি বিদ্যমান ভ্যাকসিন সুরক্ষাকে আংশিকভাবে এড়িয়ে যেতে পারে এবং আগের তুলনায় বেশি সংক্রামক হতে পারে।নতুন ভ্যারিয়েন্ট BA.3.2 মূলত ওমিক্রন পরিবারের একটি শাখা, যা দীর্ঘদিন কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকা BA.3 ভ্যারিয়েন্ট থেকে উদ্ভূত। ‘সিকাডা’ নামটি এসেছে ঠিক সেই কারণেই– যেমন সিকাডা পোকা বহু বছর মাটির নিচে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তেমনি BA.3 দীর্ঘ সময় অদৃশ্য থাকার পর আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভ্যারিয়েন্টে উল্লেখযোগ্য জেনেটিক

পরিবর্তন রয়েছে, যা সাম্প্রতিক JN.1 এবং LP.8.1 ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় ভিন্ন। উল্লেখ্য, ২০২৫-২০২৬ সালের কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছিল এই দুই ভ্যারিয়েন্টকে ভিত্তি করে। ফলে নতুন মিউটেশনগুলো ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে– এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা অঙ্গরাজ্যের কার্ক কেরকোরিয়ান স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসক ডা. মার্ক জে. কাহন জানিয়েছেন, এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে BA.3.2 ভ্যাকসিনকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারবে কিনা, তবে এ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। একই সঙ্গে এটি আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় বেশি সংক্রামক হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

প্রথমবার এই ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয় ২০২৪ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায়। পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এটি ধরা পড়ে গত বছরের জুনে– নেদারল্যান্ডস থেকে আগত এক যাত্রীর শরীরে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এর প্রথম ক্লিনিক্যাল শনাক্তকরণ হয়।বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এই ভ্যারিয়েন্ট এখনো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি। দেশটিতে মোট সংক্রমণের মাত্র ০.৫৫ শতাংশ এই ভ্যারিয়েন্টের বলে জানিয়েছে সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)। তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে এটি প্রায় ৩০ শতাংশ সংক্রমণের জন্য দায়ী বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২৫টি অঙ্গরাজ্যে এই ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যার মধ্যে রয়েছে– নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাসসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বিশেষ করে বর্জ্য পানির নমুনা পরীক্ষায় এর উপস্থিতি বেশি ধরা পড়ছে, যা কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।লক্ষণগুলোর দিক থেকে ‘সিকাডা’ ভ্যারিয়েন্ট এখন পর্যন্ত অন্যান্য কোভিড ভ্যারিয়েন্টের মতোই আচরণ করছে। জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, স্বাদ বা গন্ধ হারানো, ক্লান্তি, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি ভাব কিংবা ডায়রিয়া– এসবই সাধারণ উপসর্গ হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইনফেকশাস ডিজিজেসের মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. রবার্ট এইচ. হপকিন্স জুনিয়রের মতে, এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, যা বলছে এই ভ্যারিয়েন্ট বেশি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করছে। তবে সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট হওয়া উপসর্গ হচ্ছে গলা ব্যথা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন মিউটেশন থাকলেও বর্তমান ভ্যাকসিন গুরুতর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি কমাতে কার্যকর থাকবে। তাই টিকাগ্রহণ, মাস্ক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর জোর দিচ্ছেন তারা।বিশ্ব যখন কোভিড-পরবর্তী স্বাভাবিকতায় ফিরতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই ‘সিকাডা’ ভ্যারিয়েন্ট নতুন করে সতর্কতার বার্তা দিচ্ছে। এখনই আতঙ্ক নয়, বরং সচেতনতা ও প্রতিরোধই হতে পারে এই নতুন ঝুঁকি মোকাবিলার প্রধান উপায়।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এশিয়ান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

ফ্লোরিডা : ফ্লোরিডার টেম্পা সিটির উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ শনিবার কার্টিস হিক্সন ওয়াটারফ্রন্ট পার্কে চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক "এশিয়ান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল"। দিনব্যাপী এই আয়োজনে ৪০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যের এক বর্ণিল মিলনমেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে অংশগ্রহণ করে "ইন্টার কালচারাল পারফর্মিং আর্টস অ্যান্ড হেরিটেজ" (আই.পি.এ.এইচ)-এর শিল্পীবৃন্দ। সংগীত পরিচালক শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় শিল্পীরা তিনটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন, যা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সঙ্গীতে অংশ নেন শফিকুল ইসলাম, তানজিন আখতার, অজেয় অর্ক, অনন্ত প্রত্যয়, নাসির উদ্দিন, নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি এবং অদিতি দত্ত। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন নিশাত লায়লা লাবিবা ও সাবরিনা হাসান।

বাংলাদেশ দলের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন অরিজিৎ ঘোষ এবং তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইসরাত জাহান মিতা।

উৎসবে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে দিনভর দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। পাশাপাশি প্রায় ৯০টি স্টল এই মেলার আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। উৎসবে আগত দর্শনার্থীরা বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার উপভোগ করেন এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগের সুযোগ পান। আয়োজকরা জানান, বহুসাংস্কৃতিক এই উৎসব পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। ভবিষ্যতেও আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তকমার রাজনীতি : ক্ষমতা বদলায়, মানসিকতা নয়

(৬ পাতার পর)

এসেছে তকমার ভাষা থেকে বেরিয়ে সংলাপের ভাষায় ফিরে যাওয়ার। কারণ, একটি সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজের ভিত্তি তকমায় নয়; বরং মানুষের প্রতি মানুষের আস্থায়। এ ক্ষেত্রে আশার বিষয় হলো, ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে যথেষ্ট সংযত ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। এটি একটি ইতিবাচক লক্ষণ। কিন্তু সমস্যা হলো, এ সংযম এখনো পুরো রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়নি। নিচের স্তরে, বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মী, সমর্থক ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে তকমা দেওয়ার চর্চা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আশা করি, দলীয় নেতাকর্মীদের এ তকমার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শীর্ষ নেতৃত্ব দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন। মনে রাখা দরকার, এ দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্ষম মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অকারণে তকমা দিয়ে যদি সেই মুষ্টিমেয় মানুষদেরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার চেয়ে বড় আত্মঘাতী ভুল আর হতে পারে না।

লেখক : অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-**5904802001546**
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :**+8801711-628762** (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

কিশোরগঞ্জ জেলা সমিতির স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): একাত্তুরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ৫৫তম মহান স্বাধীতা দিবস পালন করেছে কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক। এ উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদ। সভার শুরুতে একাত্তরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি, ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল, উপদেষ্টা ছাইদুর খান ডিউক, উপদেষ্টা আজিজুর নাহার মুকুল, এক্সিকিউটিভ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জুবায়ের আহম্মেদ রানা, ট্রেজারার বিশ্বজিত পাল, মাহবুবুর রহমান মনু প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির। সভায় প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় এবিএম ওসমান গণি স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ একাত্তুরের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হবে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তা নাহলে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে না এবং আমরা স্বাধীন দেশের স্বাদও পাবো না। তিনি বলেন, দেশের মানুষ ভালো না হলে দেশের উন্নয়ন হবে না। দু:খজনক হলেও সত্য দেশের রাজ-নীতিবীদরা নিজের আর দলের স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝে না। মফিজুর রহমান দুলাল একাত্তুরের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে কিশোরগঞ্জের মানুষও অবদান রেখেছে। আগে আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। সবার মনে রাখতে হবে একাত্তুরে আমাদের বিজয়, গৌরবের বিজয়। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রেরণা হচ্ছে স্বাধীনতা। সভাপতির বক্তব্যে এবাদুল হক এবাদ তার বক্তব্যে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মু-জিবুর রহমান সহ কিশোরগঞ্জের কৃতি সন্তান ও দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জাতীয় চার নেতা এবং শহীদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার আহ্বান জানান।

আমেরিকান ড্রিম এবং অভিবাসন প্রতারণার

(৬ পাতার পর)

বর্তমান প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে নির্মিত সিনেমা অস্কারের মতো পুরস্কার জিততে পারে। এই দেশে মানুষ তাঁর মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ক্যারিয়ারের চূড়ায় উঠে যায় এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা চাচা, মামা, খালার খুঁটির জোর লাগে না। অনেকের কাছেই মনে হতে পারে, এগুলো তো মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই অনেক সময় অনেক মানুষের এসব মৌলিক অধিকার ভোগ করার 'বিলাসিতা' থাকে না।

অনেক উন্নয়নশীল ও সুশাসনবিহীন দেশের তুলনায় উন্নত প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা অথবা বৈজ্ঞানিক উন্নতির কথা না হয় বাদই দিলাম, শুধু ওপরে বর্ণিত মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা আছে বলে তাবৎ দুনিয়ার বিলিয়ন মানুষ চোখের পলকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করতে এক পায়ে খাড়া।

আর সে কারণেই প্রতারক, মানব পাচারকারী ও ভুয়া ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির মতো লোকজন সারা পৃথিবীর মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছ থেকে ট্রিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। এটি শুধু বাংলাদেশে কিংবা বাংলাদেশি ভুয়া অ্যাটর্নিদের মাধ্যমেই যে হচ্ছে, তা নয় বরং সারা দুনিয়ার প্রতারকদের কাছে এটি একটি লোভনীয় ইন্ডাস্ট্রি ও শিল্প।

এখানে অবাক হওয়ার কোনো বিষয় নেই, বিশ্বের অনুন্নত দেশের কোনো গরিব মানুষের পক্ষেই ৫০ থেকে ৭০ হাজার ডলার মাফিয়া, কার্টেল, মানব পাচারকারী অথবা ভুয়া ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিদের দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সম্ভব নয়। তাই শুধু অনেক ধনী ও দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের পক্ষেই মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করা সম্ভব। আর এটি অধিকাংশ বাংলাদেশি অভিবাসীর বেলায় প্রযোজ্য। অন্তত যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশি অভিবাসীদের কাছ থেকে শোনা গল্প তাই বলে।

আমি ও আমার সহধর্মিণী যুক্তরাষ্ট্রের দুটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবারপ্রতি গড় বার্ষিক আয়ের হিসাব অনুযায়ী আমাদের পরিবারের আয় ওপরের দিকের ২০ ভাগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অধিকাংশ বাংলাদেশি আয়ের দিক থেকে নিম্ন আয় কিংবা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করলেও বাংলাদেশে তাঁরা কিন্তু কোটিপতি। এ রকম অনেক কোটিপতি হয়তো দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা উপার্জন করেছেন বা করছেন। তাই তাঁদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য ৫০ থেকে ৭০ লাখ টাকা খরচ করা কোনো ব্যাপারই নয়।

এই গোষ্ঠীর লোকজনই ইমিগ্রেশন প্রতারণার অন্যতম টার্গেট। তাই প্রতারকেরা মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। প্রতারকদের বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখলেই তা বোঝা যায়: 'আপনি কি আমেরিকায় স্থায়ী হতে চান?' 'মাত্র ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে আমেরিকায় গ্রিন কার্ড লাভ করুন।' প্রতারকেরা জনপ্রতি ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা নেয় শুধু যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ কিংবা উত্তর সীমান্ত দিয়ে একজনকে নিয়ে আসার জন্য। এসে কী করল, ধরা পড়ল কি না, সে ব্যাপারে দালাল ও মানব পাচারকারীদের মাথাব্যথা নেই। সাধারণত অনুন্নত দেশগুলোকে, যারা অত্যধিক জনসংখ্যা ও চরম দারিদ্র্য নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, এ ব্যাপারে প্রতিরোধ করার জন্য তেমন জোরালো ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে আমরা দেখি না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের মতো দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসগুলো কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। এটি হবে অনেকটা রোগ হওয়ার পর ওষুধ দেওয়ার চেয়ে রোগ হওয়ার আগে রোগের প্রতিরোধ করা।

অবৈধ অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করা এবং অবৈধ অভিবাসনের দুঃখজনক পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচার ও প্রচারণা চালাতে হবে। মার্কিন দূতাবাস সংশ্লিষ্ট দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে অভিবাসন প্রতারকদের বিচারের আওতায় আনতে পারে।

ড. দিলওয়ার আরিফ, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কেনিসাস ইউনিভার্সিটির মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজমের সহযোগী অধ্যাপক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ঐতিহাসিক মুসা খাঁ মসজিদ সংস্কারে অনুদান দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা অফিস : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় অবস্থিত মুঘল স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন ঐতিহাসিক 'মুসা খাঁ মসজিদ' সংস্কার ও সংরক্ষণে প্রায় তিন কোটি টাকার অনুদান দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যাম্বাসেডর ফান্ড ফর কালচারাল প্রিজারভেশন' (এএফসিপি) প্রকল্পের আওতায় এ অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবছরের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০২৯ সালের মার্চ পর্যন্ত তিন বছরব্যাপী এ প্রকল্পের কাজ চলবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে দুই লাখ ২৫ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার।

মুঘল আমলের এই সুউচ্চ প্ল্যাটফর্মের মসজিদের আদি নকশা এবং নির্মাণ উপকরণের সঠিকতা বজায় রেখে সংস্কার করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় মসজিদের একটি ফটোরিয়ালিস্টিক থ্রি-ডি মডেল তৈরি করা হবে। এছাড়া স্থাপত্য বিষয়ক নথিপত্র তৈরি এবং মসজিদের কাঠামোগত শক্তি বিশ্লেষণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল সংলগ্ন এই মসজিদ এলাকায় পর্যটন কার্যক্রম উন্নত করাও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় মসজিদের সামনে এ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ১৭শ শতাব্দীর মুসা খান মসজিদের সংস্কার ও সংরক্ষণের এই উদ্যোগটি সত্যিই একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এবং আমি এর অংশ হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য 'অ্যাম্বাসেডরস ফান্ড ফর কালচারাল প্রেসারভেশন' প্রজেক্টের মাধ্যমে উদার সহযোগিতার জন্য আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ চমৎকার ও অর্থবহ সহযোগিতা বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অটুট বন্ধুত্বের একটি নিদর্শন এবং মানবতার অমূল্য ঐতিহ্য রক্ষার প্রতি আমাদের অভিন্ন অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

তিনি বলেন, আমাদের জাতির গর্ব ও সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন নগর জনপদ থেকে শুরু করে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশ, এরপর সুলতানি ও মুঘল আমল, ঔপনিবেশিক যুগ এবং সবশেষে আমাদের আজকের স্বাধীন বর্তমান পর্যন্ত–আমাদের সভ্যতা হাজার হাজার বছর ব্যাপী বিস্তৃত। প্রতিটি সভ্যতা ও শাসন আমলের নিজস্ব ঐতিহ্যের স্থান রয়েছে, যা বিভিন্ন সময় ও ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এই বৈচিত্র্যময় উপাদানগুলো আমাদের জাতীয় পরিচয়, একতা ও সংহতির প্রতীক।

এ সম্পদগুলো রক্ষা করা কেবল একটি দায়িত্ব নয়, এটি একটি পবিত্র কর্তব্য যা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিনি বলেন, মুঘল স্থাপত্যশৈলীর এই মুসা খান মসজিদ প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের এক অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে এটি তার ঐতিহাসিক পরিচয় ও মর্যাদা ফিরে পাবে। আগামী দিনগুলোতেও আমাদের এ সম্মিলিত সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে, যা সাংস্কৃতিক পর্যটনকে উৎসাহিত করবে, গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণ করবে এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় আমাদের তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, মুসা খাঁ মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যশৈলী এবং স্থানীয় রূপান্তরের এক অনন্য সংমিশ্রণকে ফুটিয়ে তোলে। ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটি একটি জীবন্ত ঐতিহ্যে পরিণত করেছে, যা শিক্ষার্থী, গবেষক এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ফলে এ প্রকল্পটি একাডেমিক গবেষণা, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এ সময় বক্তব্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশের কয়েকটি প্রকল্পে মার্কিন সহযোগিতায় কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত দুই দশক ধরে 'অ্যাম্বাসেডর ফান্ড ফর কালচারাল প্রিজারভেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করতে পেরে আমরা গর্বিত। এ ফান্ডের অধীনে এটি আমাদের ১৩তম প্রকল্প। আমরা স্থাপত্য এবং সংস্কৃতির ওপর বেশ কিছু প্রকল্প সম্পন্ন করেছি। আমি নিজেই এ পর্যন্ত তিনটি প্রকল্প পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এই সংস্কার কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ২৩৫ হাজার মার্কিন ডলার প্রদান করবে। পাশাপাশি সংস্কার কাজে আমেরিকার কারিগরি বিশেষজ্ঞ দলও সহায়তা করবে। এটি কেবল এই সুন্দর স্থাপত্য পুনরুদ্ধারের একটি প্রকল্প নয়, বরং এটি বাংলাদেশি প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সংস্কারকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও কাজ করবে এবং একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করবে যা বিশ্বজুড়ে গবেষকরা ব্যবহার করতে পারবেন। আমরা ভবিষ্যতে এখানে (বাংলাদেশে) আরও প্রকল্প হাতে নেওয়ার প্রত্যাশা করছি।

প্রসঙ্গত, মুসা খাঁ মসজিদটি বাংলার বারো ভূঁইয়াদের প্রধান ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁর নামে পরিচিত, যা মুঘল স্থাপত্যশৈলীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা এ মসজিদটি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাবিহা আলম।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ঈদ মোবারক

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে
বাংলাদেশি মালিকানাধীন

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট

সম্পূর্ণ নতুন ও আকর্ষণীয় সাজে
উদ্বোধন হয়েছে

পরিবার নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে দেশীয় স্বাদের খাবার
উপভোগের জন্য সাদর আমন্ত্রণ।

718-262-9100

GHOROA
SWEETS & RESTAURANT
the taste of home

JAMAICA BRANCH
16841 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
718-262-9100

BROKLYN BRANCH
478 McDonald AAve
Brooklyn, NY 11218
718-438-6001

Web : www.ghoroa.com

CATERING

* Authentic Bangladeshi Catering for All Occasions Celebrating 20+ Years of Flavor, Trust & Tradition
* Over 20 years of catering excellence
* Served up to 3,000 guests per event
* Perfect for Weddings, Corporate Events,
* Religious Gatherings & Family Parties
* Tri-State & East Coast Delivery - NY, NJ, PA, CT, MA, VA, DC
* Full-service catering team with chefs, setup & support

Trusted to cater weddings and exclusive events at numerous renowned venues and hotels.

Sheraton Hilton MARRIOTT TERRACE PARK

এক/এগারো : নজরদারিতে অনেকে, চাঞ্চল্যকর তথ্য

দীর্ঘ হচ্ছে কুশীলবদের তালিকা

ঢাকা : এক/এগারোর সময়ে আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক দলের নেতাদের হয়রানি, ভোট কারচুপি, গুম, খুন, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়সহ নানা অপকর্মের হোতাদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। তালিকাভুক্তদের মধ্যে যারা দেশে আছেন তাদেরকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরে তাদের বিষয়ে তথ্য দেয়া হয়েছে যাতে তারা দেশত্যাগ করতে না পারেন। এছাড়া যারা বিদেশে আছেন তাদের বিষয়ে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত তিনজন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও জেনারেল শেখ মামুন খালেদকে ইতিমধ্য রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। জিজ্ঞাসাবাদে তারা চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। প্রথমদিকে তারা মুখ না খুললেও ধীরে ধীরে ওই সময় ঘটে যাওয়া নানা বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন গোয়েন্দাদের। এ সব তথ্য নিয়ে তদন্ত সংশ্লিষ্টরা এগোচ্ছেন। এদিকে ডিজিএফআই'র সাবেক পরিচালক মো. আফজাল নাছেরকে রাজধানীর পল্লবীর ডিওএইচএস এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। আদালত ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

সূত্র জানিয়েছে এক- এগারোর কুশীলবদের যার যার অপরাধের ভিত্তিতে আইনের মুখোমুখি করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপকর্মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গ্রেপ্তারের পর তাদেরকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে নানা অপকর্মের তথ্য বের করা হচ্ছে। গোয়েন্দারা ইতিমধ্যে বড় একটি তালিকা তৈরি করে তাদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য নিয়েছেন। কারণ এক-এগারো পরবর্তী সময়ে অনেক কুশীলব আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় নির্বাসনে গিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। আবার অনেকেই দেশে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সামনে উঠে এসেছে ২০০৭-২০০৮ সালের ঘটনা। গোয়েন্দাদের তালিকায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা, আমলা, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, কতিপয় বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন রয়েছেন। যারা বিদেশে আছেন তাদের বিষয়ে পুলিশ সদরদপ্তরের এনসিবি শাখা থেকে কয়েকজনের নামে তথ্য চাওয়া হয়েছে ইন্টারপোলের কাছে। তাদের মধ্যে সাবেক সেনা-প্রধান মইন ইউ আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন। তারা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। এসব ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র ও সেনা-বাহিনীকে ব্যবহার করে নানা অপকর্ম করেছেন। তারা দেশকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। সামনের সারির নেতাকর্মী ও ব্যবসায়ীদের অবৈধভাবে ধরে এনে টর্চারসেলে রেখে নির্যাতন করতেন। কোনো মামলা ছাড়া অবৈধভাবে দিনের পর দিন আটকে রেখেছেন। যারা তাদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা এখনও এসব নিয়ে চিন্তা করলে আঁৎকে ওঠেন। গোয়েন্দারা বলছেন, এক-এগোরো দীর্ঘদিনের

পরিকল্পনার একটি অংশ। তখন অর্থনৈতিক ও নীতিনির্ধারণী যে পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছিল, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের নির্দিষ্ট কিছু খাতের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়া। এর পেছনে গভীর ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন জড়িত রয়েছে। আগে যে বিষয়গুলোকে 'জাতীয় স্বার্থ'– বলে প্রচার করা হয়েছিল, বর্তমান নথিপত্রে সেগুলোর পেছনে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রমাণ মিলছে। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এক-এগারো সরকারের আলোচিত দুই কুশীলব- লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুখ খুলতে শুরু করেছেন ভুক্তভোগীরা। ওই সময়ে দুর্নীতি দমনের নামে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ওপর চালানো নির্যাতনের বিচার চেয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের কাছে এরই মধ্যে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন অনেকে। তবে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে ভুক্তভোগীদের মামলার পরামর্শ দিয়েছে ডিবি। গোয়েন্দারা বলছেন, মামলা হলেই ওই দুই সাবেক সেনা কর্মকর্তার বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু হবে। মানবপাচার ও হত্যা মামলায় মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও শেখ মামুন খালেদকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এক-এগারো ও আওয়ামী লীগের আমলের নানা অপকর্ম নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, গুম, খুন, দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। গোয়েন্দাদের জেরার মুখে মাসুদ ও খালেদের মুখে অনেকের নাম বেরিয়ে এসেছে। গ্রেপ্তার সাবেক দুই কর্মকর্তা নিজেদের অপরাধ স্বীকার না করে দোষ দিচ্ছেন সাবেক সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ এবং সাবেক ডিজিএফআই প্রধান মেজর জেনারেল এটিএম আমিনের ওপর। মামুন খালেদ দাবি করেছেন, মইন ইউ আহমেদ নির্দেশ দিতেন এটিএম আমিনকে। আমিন ওই সময় ডিজিএফআইতে কর্মরত কর্মকর্তাদের বাধ্য করেছিলেন তার আদেশ বাস্তবায়ন করতে। যদিও সবকিছুর কলকাঠি নেড়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আমিন এবং লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। তবে বহুল আলোচিত চরিত্র জেনারেল (অব.) মইন ইউ আহমেদ অধিনায়কের ভূমিকায় থাকলেও তাকে সার্বিক সহায়তা করেছেন তৎকালীন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) শাহ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান এবং নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস এডমিরাল (অব.) সরওয়ার জাহান নিজাম। এক-এগারোর পরবর্তী সময়ে সেনাপ্রধান হয়েছিলেন জেনারেল আবদুল মুবীন। তিনি ২০০৯ সালের ১৫ই জুন থেকে ২০১২ সালের ২৪শে জুন পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

তার সময়েই ২০১০ সালের ১৩ই নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়াকে শহীদ মইনুল রোডের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ওই সময় বাড়ি ভাঙার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকের আস্থাভাজন তৎকালীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের এক্সিকিউটিভ অফিসার নাজমুছ সাদাত সেলিম। ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি সেনাবাহিনীর একটি অংশের সমর্থনে ওই সময় গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন ফখরুদ্দীন আহমেদ। তবে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। পরবর্তী সময়ে তদন্তসহ সব ঝামেলা এড়াতেই আওয়ামী লীগের সহায়তায় নির্বাসিত জীবন বেছে নিয়েছেন এক-এগারোর অনেক কুশীলব। ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। গ্রেপ্তার মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী অবশ্য দেশে অবস্থান করছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে সামরিক অ্যাটাশে হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার আরেক আলোচিত কর্মকর্তা ব্রি. জে. (অব.) চৌধুরী ফজলুল বারী। গণতান্ত্রিক সরকারের জমানায় এক-এগারোর ঘটনাবলির তদন্তের প্রয়োজনে তাকে ডাকা হলেও আর দেশে ফেরেননি। এর পর থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে। এক-এগারোর সময় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ব্রি. জেনারেল (অব.) এ টি এম আমিন। বর্তমানে তিনি দুবাইয়ে অবস্থান করছেন। সূত্র বলছেন, গোয়েন্দা চ্যানেলে তাকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। তৎকালীন ডিজিএফআইয়ের আরেক ক্ষমতাধর কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) সাঈদ জোয়ার্দার দুবাই-কানাডা যাওয়া-আসার মধ্যে আছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

প্রোহেলথ হোমকেয়ার

মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।

প্রোহেলথ হোমকেয়ার
ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117

আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ

(শেষ পাতার পর)

লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। একজন ঈমানদার ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির অপরিহার্য দাবি হলো আত্মশুদ্ধি। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র নিউ-ইয়র্ক নর্থ জোনের এডুকেশন ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন এসব কথা বলেন। গত ২৯ মার্চ দিনব্যাপী এডুকেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় কুইন্সে অবিস্থত মুনা সেন্টার অফ জ্যামাইকায় (মসজিদ আর রাইয়্যান)। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

দুই শতাধিক সিনিয়র মেম্বার ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু উবাইদা, আব্দুল্লাহ আল আরিফ, নাহার এর চেয়ারম্যান বিশিস্ট চিকিৎসক আতাউল হক ওসমানী, এমডি। দুপুরে খাবার উদ্বোধন করেন বিশিস্ট আইনজীবি ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এটর্নী মঈন চৌধুরী। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক সমাধান এর সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান, বিশিস্ট ব্যবসায়ী আবু নোমান মোহাম্মদ শাকিল, মুনা ন্যাশনাল ফাইনান্স এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর শেখ জালাল উদ্দিন, মুনা আলবেনী চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট জিয়া উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, তাজ-কিয়া নফস আত্মিক পরিশুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভের এমন পথ যা

পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত। আল্লাহর রাসুস (সা:) এর অনুসারী ও সৎকর্মশীলরাই এ পথে চলতে পারে। তিনি বলেন, আরবি তাজ-কিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। একই সঙ্গে যে পথ মুক্ত হবে সব ধরনের বিদআত, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিকৃতি থেকে। যে পথে চললে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, হৃদয় প্রশান্ত হয়, মনে সজীবতা আসে, ঈমান দৃঢ় হয়, আমলের সৌন্দর্য বাড়ে, চরিত্র সুন্দর হয়, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব তৈরি হয়। ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কোনো পথ ও পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন, বস্তুবাদী পৃথিবীর নৈরাজ্যের মধ্যেও আল্লাহর বহু বান্দা তাঁর আনুগত্য, ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন ঈমানে পরিশুদ্ধার ফলে। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে বিশুদ্ধ ঈমান, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ও নিখাঁদ ভালোবাসার দীক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালিত করতে হবে। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরবারের সকলের দৃঢ় ঈমান এবং আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য দোয়া করেন।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ বলেন, রহমানের বান্দারা হবে, সর্বদা বিনয়ী, নম্র, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত। তারা গর্ব ও অহঙ্কারসহ সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক উন্নয়নে রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইলে) অভ্যস্ত হতে হবে। আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা আরো বলেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোনের কার্যকরী কমিটির সদস্য, মাওলানা তোয়াহা আমিন খান, দিদারুল আলম, প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, মঞ্জুর আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কায়কোবাদ কবির, সামসুল আলম প্রমুখ

NORTH BENGAL FOUNDATION INC.
নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক

ELECTION COMMISSION 2026

Date: April 1, 2026

প্রিয় নর্থ বেঙ্গলবাসী, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক এর নতুন কার্যকরী কমিটি ২০২৬-২০২৭ গঠনের লক্ষ্যে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নর্থ বেঙ্গলবাসীর বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ও বিধিমালা ঘোষণা করছে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিলসাইড ট্যাক্স এন্ড মাল্টিসার্ভিস ইনক (১৬৫-১৯ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২) - এ অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনী তফসিল ও আচরনবিধি

মনোনয়নপত্র বিতরণঃ
০৪-০৫-২০২৬, রবিবার, বিকাল ৪টা - রাত ৯টা

মনোনয়নপত্র গ্রহণঃ
০৪-১২-২০২৬, শনিবার, বিকাল ৪টা - রাত ৯টা

মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রত্যাহার ও চুড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশঃ
০৪-১৩-২০২৬, রবিবার, বিকাল ৪টা - রাত ৯টা

নির্বাচনের তারিখঃ ০৪-১৯-২০২৬, রবিবার, সময়ঃ সকাল ১১টা - সন্ধ্যা ৭টা

স্থানঃ হিলসাইড ট্যাক্স এন্ড মাল্টিসার্ভিস ইনক
১৬৫-১৯ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
ফোনঃ ৭১৮-২৫১-৫৬৪৪, ৩৪৭-২৫১-৯৯২১

নির্বাচনী নিয়মাবলীঃ

১। নির্বাচন সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত হবে।
২। নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের ভিতরে কোন নির্বাচনী প্রচার, পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরন করা যাবে না।
৩। ফটো আইডি ছাড়া এই নির্বাচনে ভোট প্রদান করা যাবে না।
৪। প্রত্যেক প্রার্থীকে সাম্প্রতিক কালের পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।
৫। নির্বাচনের দিন কেন্দ্রে প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থকরা নির্বাচন কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সীমানায় কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানানো হবে।
৬। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে নির্বাচন সমাপ্তির সাথে সাথে লিখিতভাবে অফেরতযোগ্য ২৫০ ডলার ফি (ক্যাশ) সহ তা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জানাতে হবে।
৭। নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠ, সুন্দর, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে যে কোন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা রাখে।
৮। একজন প্রার্থী একাধিক পদে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন না।
৯। কার্যকারী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে।
১০। শুধুমাত্র নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে।
১১। নির্বাচন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১২। নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচনী কেন্দ্রে ঘোষণা করা হবে।

অফেরতযোগ্য নমিনেশন ফি নিম্নরূপ (শুধুমাত্র ক্যাশ)

পদের নাম	পদের সংখ্যা
সভাপতি	১
সিনিয়র সহ-সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৫
সাধারণ সম্পাদক	১
যুগ্ম সম্পাদক	১
সহ-সাধারণ সম্পাদক	৩
কোষাধ্যক্ষ	১
সহ-কোষাধ্যক্ষ	১
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	১
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১
প্রচার সম্পাদক	১
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১
ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক	১
সহ-ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক	১
ইমিগ্রেশন ও আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৮
জেলা প্রতিনিধি	১৬

ড. রুহুল কুদ্দুস	দবিরুল ইসলাম	মোঃ আহসানউল্যাহ (ফিলিপ)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	নির্বাচন কমিশনার	নির্বাচন কমিশনার
৩৪৭-৩৪১-২৯৯২	৯১৭-৫৪৭-০৪০১	৯২৯-৭৩৮-৭৪৬৫

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশির ১৮ মৃত্যু

ঢাকা : নানান চেষ্টা সত্ত্বেও ইউরোপ যেতে ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশিদের মরণযাত্রা থামছেই না। দিন যাচ্ছে আর স্বপ্নে বিভোর যুবকদের ভিড়ও বাড়ছে লিবিয়ায়। জীব-নবাজি রেখে এই পথে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে প্রায়ই। লিবিয়ার 'গেম ঘর' থেকে গ্রিসে রাবারের নৌকায় যাওয়ার পথে অন্তত ১৮ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। কয়েকজন সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। অবশ্য লিবিয়ায় বাংলাদেশিদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু নতুন নয়। আর স্থানীয় পুলিশ ও কোস্টগার্ডের অভিযানে লিবি-য়ায় প্রায় প্রতিদিনই আটকও হচ্ছে বাংলাদেশিরা। সাগর থেকে উদ্ধারও হচ্ছে নিয়মিত। খাটতে হচ্ছে জেল। বেঁচে থাকা অনেককে ফিরতে হচ্ছে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। কিন্তু তবুও ইউরোপের হাতছানি থেকে ফেরানো যাচ্ছে না বাংলাদেশিদের। বরং নৌকায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার এই মরণযাত্রায় বাংলাদেশিরা এখন শীর্ষে অবস্থান করছে। গত শনিবার ভূমধ্যসাগরে ভাসমান একটি রাবারের নৌকা থেকে ২১ বাংলাদেশিসহ ২৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নৌকাটিতে থাকা ১৮ বাংলাদেশির যাত্রাপথে খাবার ও পানির অভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে জীবিত উদ্ধার হওয়া একজন জানান, একটি ছোট নৌকায় তারা ৪৩ জন ছিলেন, যার মধ্যে ৩৮ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। তাদের একটি বড় নৌকায় পাঠানোর কথা বলে শেষ মুহূর্তে ছোট নৌকায় তুলে দেয় পাচারকারীরা। যাত্রাপথে তাদের কোনো জিপিএস বা যোগাযোগের ডিভাইস দেওয়া হয়নি। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তিনি জানান, দীর্ঘ সময় সমুদ্রে ভাসতে থাকায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে মৃতদের লাশ সাগরে ছুড়ে ফেলা হয়। পাচারকারী চক্রের অনেকের বাড়ি সিলেটে বলেও তিনি দাবি করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম ঢাকায় ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, ছয় থেকে সাত দিন ধরে তাদের কাছে খাবার ছিল না। যারা নৌকায় মারা গিয়েছিল, তাদের ফেলে দেওয়া হয়েছে পানিতে। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতা এমনিতেই কঠিন। তার ওপর তারা এমন অমানবিক কাজে লিপ্ত। যারা এটা করেছে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক বলেন, ঘটনার পর সরকারের কাছে ১৮ জন বাংলাদেশির মৃত্যুর পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধারের খবর আসে। তাদের গ্রিসের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ মিশন ইতোমধ্যে গ্রিসের কোস্টগার্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সহযোগিতা এবং নিহতদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার উপায় খোঁজা হচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষের জীবনকে টাকা বা সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় অবৈধ পথে যায়, সেখানে সরকারের আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ফ্রন্টেক্সের চলতি মাসের তথ্যানুসারে, ২০২৬ সালের প্রথম দুই মাসে শুধু ভূমধ্যসাগর হয়ে রাবারের নৌকায় চেপে ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করেছেন ৩৩৯৫ জন অবৈধ অভিবাসী। এসব অভিবাসীর বেশির ভাগ বাংলাদেশি, সোমালিয়া ও পাকিস্তানের নাগরিক। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নৌ ও সড়কের বিভিন্ন অবৈধ পথে প্রায় ১২ হাজার অবৈধ অভিবাসী ২০২৬ সালের প্রথম দুই মাসে ইউরোপে প্রবেশ করেছেন। এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৫২ শতাংশ কম হলেও সমুদ্রপথের এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় মৃত্যুর হার আগের তুলনায় বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসেই ভূমধ্যসাগরে প্রায় ৬৬০ জন অভিবাসী মারা গেছেন। খারাপ আবহাওয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ নৌযান ব্যবহারের কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটছে। এই পথ দিয়েই লিবিয়া ও তিউনি-সিয়া হয়ে ইতালি ও গ্রিসে যাওয়ার চেষ্টা করেন বাংলাদেশিরা। লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তা ও লিবিয়ায় যাওয়া বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ২১ মার্চ লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরনগরী তবরুক থেকে নৌকাটি গ্রিসের উদ্দেশে রওনা হয়। তবরুকসহ লিবিয়ার বিভিন্ন 'গেম ঘরে' এখনো অনেক

বাংলাদেশি আটক থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্রপথে ইউরোপ যাওয়ার জন্য লিবিয়া থেকে কাঠের নৌকা ও ফাইবারের নৌকায় যাত্রা করাকে তাদের ভাষায় 'গেম' বলে ডাকা হয়। গ্রিস বা ইতালি পৌঁছানো মানে গেম জেতা। যাত্রাপথে মারা যাওয়া বা গ্রেপ্তার হওয়া মানে হেরে যাওয়া। অনেকটা খেলার মতো তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে গেম। অন্যদিকে যেকোনোভাবে লিবিয়া পৌঁছানোর পর শুরু হয় এই গেম এ অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষা। বাংলাদেশি দালালরা লিবিয়ার দালালদের মাধ্যমে করে এই 'গেম'। অর্থাৎ লিবিয়ার দালালদের নৌকাগুলোই মূলত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়। নৌকায় ওঠার জন্য চলে নানান দেনদরবার। এই সময়টা রাখা হয় দালালদের আশ্রয়ে। দালালদের আশ্রয়গুলোকে বলা হয় 'গেম ঘর'। লিবিয়ার উপকূলজুড়ে থাকা গেমঘরগুলোতে থাকাদের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও এগুলোতে এই মুহূর্তে অন্যান্য দেশের নাগরিকদের সঙ্গে হাজারো বাংলাদেশি আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব গেম ঘরে ঢোকে না দিনের আলো। নেই বাতাস চলা। গরমে সিদ্ধ হওয়ার দশা হয়। তিন বেলা খাবার তো জোটে না, পাওয়া যায় না পানিও। খাবার পানি চাইলে জোটে অকথ্য নির্যাতন। দালালদের লাঠির বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে অহরহ। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, যারা এই মানব পাচার করে, তারা লিবিয়ারও আছে এবং বাংলাদেশিও আছে। ধারণা করছি যে এটা একটি চক্র, যারা সবসময় বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের বিপদে ফেলে, তাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। এখানে বেশ কিছু দেশের নাগরিক ছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশেরও নাগরিক ছিল। নারী ও একটি শিশুও ছিল। এ মানব পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। কীভাবে তাদের শনাক্ত করা যায়, সে বিষয়ে আমরা মন্ত্রণালয় থেকে চেষ্টা করছি, মিশনকেও বলেছি। মানব পাচারে জড়িতদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের শাস্তি হোক বা বাংলাদেশি আইনের শাস্তি হোক, তাদের প্রথমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কতটা অমানবিক ও অপরাধী হলে তারা এটা করতে পারে বলে মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

১২ জন সুনামগঞ্জের : লিবিয়া থেকে গ্রিস যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে অন্তত ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। এদের মধ্যে ১২ জনই সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। তবে দায়িত্বশীল কোনো কর্তৃপক্ষ অফিশিয়ালি এই তথ্য নিশ্চিত করেনি। স্থানীয়ভাবে পরিবার, প্রতিবেশী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে এ পর্যন্ত ১২ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটের কারণে তারা প্রাণ হারিয়েছেন। ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। জানা গেছে, মারা যাওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ৬ জন, জগন্নাথপুরের ৫ জন ও দোয়ারাবাজারের ১ জন রয়েছেন। তারা হলেন-দিরাই উপজেলার তারাপাশা গ্রামের আবু সাঈদ সরদারের ছেলে নুরুজ্জামান সরদার ময়না, আব্দুল গণির ছেলে সাজিদুর রহমান, ইসলাম উদ্দিনের ছেলে শাহান মিয়া, রনারচর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মুজিবুর রহমান, বাসুরি গ্রামের মো. সুহ-ানুর রহমান ও মাটিয়াপুর গ্রামের তায়েফ মিয়া। জগন্নাথপুরের চিলাউড়া গ্রামের সোহানুর রহমান, টিয়ারগাঁওয়ের শায়েখ আহমেদ, চিলাউড়া কবিরপুরের মো. নাঈম, পাইলগাঁওয়ের আমিনুর রহমান, ইছগাঁওয়ের মোহাম্মদ আলী। দোয়ারাবাজার উপজেলার কবিরনগর গ্রামের ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে ফাহিম আহমেদ মুন্না। প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের স্বজনরা বলেন, দালালরা ১২ লাখ টাকার চুক্তিতে বড় নৌকা দিয়ে ইতালি কিংবা গ্রিসে পাঠানোর কথা থাকলেও পরে ঝুঁকিপূর্ণ ছোট প্লাস্টিকের নৌকায় তাদের সাগরপথে ছেড়ে দেয়। ২ দিনের মধ্যে তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে এমনটি বলা হলেও যাত্রাপথে ভুল রাস্তায় গিয়ে ৬ দিনেরও বেশি সময় সাগরে কাটানোর কারণে তারা খাবারের অভাব ও পানির পিপাসায় কাতর হয়ে মারা যায়। সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন সরকার বলেন, সুনামগঞ্জের মারা যাওয়া ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে। সুন-ামগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া বলেন, আমরা সুনামঞ্জের ৩টি উপজেলায় মোট ১২ জনের প্রাণহানির তথ্য জানতে পেরেছি। তবে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জগন্নাথপুরের পাঁচ যুবকের পরিবারে বুকফাটা কান্না : জগন্নাথপুর প্রতিনিধি জানান, নৌকাডুবির ঘটনার পর জগন্নাথপুরের পাঁচ তরুণের পরিবারে চলছে শোকের মাতম। এ ঘটনায় পুরো উপজেলাবাসী শোকে মুহ্যমান। রোববার সরেজমিন মারা যাওয়া নাঈম মিয়ার বাড়ি চিলা-উড়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, তার মা আকি বেগম ছেলের মৃত্যুতে হাউমাউ করে কাঁদছেন। তার বুকফাটা কান্নায় কাঁদছেন স্বজনরাও। একই গ্রামের ইজাজুল হক রেজার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পিনপতন নীরবতা। এদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের খোঁজ নিচ্ছেন জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরকত উল্লাহ।

দালালরা কথা রাখেনি : দিরাই প্রতিনিধি জানান, দালালরা কথা রাখেনি, দোতলা জাহাজ না হলে একতলা জাহাজে নেওয়ার কথা, তা না করে প্লাস্টিকের নৌকায় নেয়। দালাল বলছিল খাদ্যের কোনো অভাব হবে না কিন্তু খাদ্যের অভাবে আমার ছেলে মারা গেছে। আমার ছেলেকে আমি বৈধপথে বিদেশ পাঠাতে পাসপোর্টসহ এক লাখ টাকা একটি ট্রাভেলসে জমা রাখি। কিন্তু জগদল গ্রামের মাও আব্দুল ওয়াসিরের ছেলে ইতালি প্রবাসী দালাল সালেহ আহমদের প্রলোভনে পড়ে আমার ছেলে ইউরোপ যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। ২২ মার্চ আমার ছেলের সঙ্গে শেষ কথা হয়, সে বলছিল আব্বা আমার কষ্ট হলেও তুমি কোনো চিন্তা করিও না। এরপর থেকে আমি দালাল সালেহ আহমদকে ফোন দিলে ফোন ধরেনি। ক্ষোভে-দুঃখে এসব কথা বলছিলেন সোহানুর রহমান এহিয়ার বাবা সালিকুর রহমান। এছাড়া উপজেলায় মারা যাওয়া অন্য ব্যক্তির স্বজনরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বেঁচে গেলেন কিশোরগঞ্জের কাদির : কিশোরগঞ্জ ব্যুরো জানায়, মানব পাচার চক্রের খপ্পরে পড়ে গ্রিসের পথে পাড়ি জমানোর সময় ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন কিশোরগঞ্জের এক যুবক। তার নাম আবদুল কাদির। তিনি কিশোরগঞ্জের হাওড় উপজেলা অষ্টগ্রামের দেওঘর ইউনিয়নের পশ্চিম সাবিয়া নগরের বাসিন্দা। অষ্টগ্রামের নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সিলভিয়া স্নিগ্ধা নিশ্চিত করেছেন, তিনি বেঁচে যাওয়া যুবকের বাড়িতে স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন।

একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী জবাবদিহির মুখে

ঢাকা : সরকার গঠনের এক মাস পার হতেই জবাবদিহির মুখে বিএনপির একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী। শনিবার বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তারা জবাবদিহিতার মুখে পড়েন বলে নিশ্চিত করেন একাধিক সংসদ সদস্য। তারা জানান, দলীয় সংসদীয় কমিটির ওই সভায় অন্তত ৬ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। একই সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, আলোচনার একপর্যায়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রীর কাছে তেল, বিদ্যুৎ সরবরাহের বর্তমান পরিস্থিতি ও ঘাটতি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। একই সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া বৈঠকে ঈদযাত্রাকালে সংঘটিত দুর্ঘটায় মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে সড়ক, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়। সংশ্লিষ্টদের গাফিলতি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। জানা যায়, বৈঠকে মন্ত্রী, সংসদ-সদস্যদের সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও চলমান সংকটের বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও মিডিয়ার সামনে ভালোভাবে উপস্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মিডিয়ায় অতিরঞ্জিত বক্তব্য না দেওয়ার বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদের কার্যক্রমকে গতিশীল করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে সংসদকে কার্যকর ও প্রাণবন্ত করা জরুরি।' বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি সংসদ-সদস্যদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংসদের কাজে গতি আনতে হবে। কারণ এটি জনপ্রত্যাশা।'

বৈঠকে দেশে জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম সংকট তৈরি ও চোরাচালান রোধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে সংসদ-সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় সতর্ক থাকার নির্দেশ

দেন। বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে বিএনপি কী কী অর্জন করেছে এবং সামনের চ্যালেঞ্জগুলোও তুলে ধরা হয়।' তিনি বলেন, 'পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ তেলের দাম বাড়িয়েছে। বাংলাদেশে তেলের মূল্য বৃদ্ধি না করা সরকারের সফলতা। পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এমনটি সম্ভব হয়েছে।' বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর কে কী বক্তব্য রাখবেন বৈঠকে সেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে বিএনপি কী কী অর্জন করেছে এবং সামনের চ্যালেঞ্জগুলোও তুলে ধরা হয়।' তিনি জানান, বোরো মৌসুমে কৃষকদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেটি মাথায় রেখে ভর্তুকি দিয়ে তেল সরবরাহ করছে সরকার। তেল চোরাচালানের বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে। চোরাচালান বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি সাংবাদিকদের জানান, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লেও বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে সরকার। প্রতিমাসে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে তেলের দাম ঠিক রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কিছু অসাধু চক্রের কারণে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা চলছে। এমনকি সীমান্ত দিয়ে তেল পাচারের অভিযোগও পাওয়া গেছে। এসব বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিরুনি অভিযান পরিচালন-াসহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। চিফ হুইপ আরও জানান, দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেলের কোনো ঘাটতি নেই। ইতোমধ্যে ২ লাখ টন তেল নিয়ে জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে এবং আরও ২ লাখ টন আসার পথে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সংসদ-সদস্যরা জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করেন। বিশেষ করে কেউ যাতে অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত তেল মজুত করতে না পারে এবং তেলের দাম যেন কোথাও না বাড়ে, সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। সংসদ অধিবেশনে জ্বালানিমন্ত্রী এ বিষয়ে ৩০০ বিধিতে বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। এক প্রশ্নের জবাবে চিফ হুইপ বলেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না হলেও আশা করা যাচ্ছে আগামীকালের বৈঠকে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত আসবে। এছাড়া সংরক্ষিত নারী আসন ও অন্যান্য বিল নিয়ে ৩০ মার্চের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে।

সংসদ-সদস্য আখতারুজ্জামান বাচ্চু বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে গতি আনতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত সংসদ-সদস্যদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী বলছেন যুদ্ধ চলছে, সমগ্র বিশ্ব টালমাটাল। কিন্তু বাংলাদেশে তেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়নি। ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ চলছে। সরবরাহের ঘাটতি নেই। আপনারা অহেতুক প্যানিক হবেন না। বির্তক সৃষ্টি হয় এমন কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত আছে। কতিপয় অসাধু ব্যক্তি কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করছে। সবাইকে এ বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে। বৈঠকে মূলত ৩৭ দিনে সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ, সংসদকে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু করা, জ্বালানি পরিস্থিতি, সড়ক, পরিবহণসহ বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংসদ-সদস্য ও বিএনপির যুগ্ম মহ-াসচিব আব্দুস সালাম আজাদ বলেন, বৈঠকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে ঈদযাত্রা ঘিরে সড়ক দুর্ঘটনা, রেলপথ ও নৌপথের দুর্ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরাও তাদের অবস্থান তুলে ধরেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

করোনা প্রকল্পে হরিলুট : দুদকের জালে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকসহ ১৩ জন

ঢাকা : কোভিড-১৯ মহামারির সময় জরুরি সরঞ্জাম ও সেবা ক্রয়ের নামে ভয়াবহ অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' (ইআরপিপি) প্রকল্পের কেনাকাটায় ১২ কোটি ৩ লাখ ২৮ হাজার টাকা লুটপাটের তথ্য পেয়েছে সংস্থাটির অনুসন্ধান টিম। এই দুর্নীতির সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেকসহ স্বাস্থ্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন ৩৮ জন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী ব্যক্তি হিসেবে মোট আসামি ১৩ জন, যাদের বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলা করার সুপারিশ করে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে ভুয়া বিল, অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ এবং কাজ না করেই অর্থ উত্তোলনের মতো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে। এ বিষয়ে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা (উপপরিচালক) মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, 'অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল হয়েছে। যেহেতু বর্তমানে কমিশন নেই, তাই মামলা বা পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য নতুন কমিশনের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। এর বাইরে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।' অন্যদিকে, দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ২০২০ সাল থেকে চলা এই দীর্ঘ অনুসন্ধানে নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও সরঞ্জাম সরবরাহের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের দালিলিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আশা করছি নতুন কমিশন যাচাই-বাছাই শেষে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মামলার সুপারিশে যা বলা হয়েছে

প্রথম মামলা : অনুসন্ধান প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম মামলায় কেএন-৯৫ মাস্ক, এন-৯৫ মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস ক্রয় বাবদ ৩ কোটি ৪৭ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় আটজনকে আসামি করার সুপারিশ করা হয়েছে। তারা হলেনড় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, প্রকল্প পরিচালক ডা. ইকবাল কবীর, এডিজি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. তাহমিনা জোহরা, অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, সহকারী পরিচালক ডা. মো. শরীফুল হাসান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মোহা. আনোয়ার সাদাত, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মেডিকেল অফিসার (প্ল্যানিং) ডা. অনির্বাণ সরকার ও জাদিদ অটোমোবাইলসের মালিক কাজী শামীমুজ্জামান।

দ্বিতীয় মামলা : অন্যদিকে, দ্বিতীয় মামলায় হাসপাতালের ইলেকট্রিক বেড ক্রয়ের প্যাকেজে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় ছয়জনকে আসামি করার সুপারিশ করা হয়েছে। তারা হলেনড় প্রকল্প পরিচালক ডা. ইকবাল কবীর, এডিজি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. তাহমিনা জোহরা, সহকারী পরিচালক ডা. মো. শরীফুল হাসান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মোহা. আনোয়ার সাদাত, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মেডিকেল অফিসার (প্ল্যানিং) ডা. অনির্বাণ সরকার এবং ইনশা ট্রেড কর্পোরেশনের মালিক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

তৃতীয় মামলা : এই মামলায় কেএন-৯৫ মাস্ক ক্রয়ের প্যাকেজে ৯৩ লাখ ৯৮ হাজার ৭৫০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এখানে মোট আটজনকে আসামি করার সুপারিশ করা হয়েছে। তারা হলেনড় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, প্রকল্প পরিচালক ডা. ইকবাল কবীর, এডিজি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. তাহমিনা জোহরা, অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, সহকারী পরিচালক ডা. মো. শরীফুল হাসান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মোহা. আনোয়ার সাদাত, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মেডিকেল অফিসার (প্ল্যানিং) ডা. অনির্বাণ সরকার এবং এসআরএস ডিজাইন অ্যান্ড ফ্যাশন লিমিটেডের মালিক মো. সাইফুর রহমান।

চতুর্থ মামলা : চতুর্থ মামলায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদার নিয়োগ এবং সচেতনতামূলক টিভিসি প্রচার না করেই ৬২ লাখ ৭৩ হাজার ৪৭০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় দুদক টিম মোট চারজনকে দায়ী করেছে। তারা হলেনড় প্রকল্প পরিচালক ডা. ইকবাল কবীর, এডিজি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. তাহমিনা জোহরা, অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এবং ই-মিউজিকের প্রধান নির্বাহী মো. হোসনী ইয়ামিন।

পঞ্চম মামলা : এই মামলায় মেডিকেল ও সার্জিক্যাল পণ্য ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ২ কোটি ১৬ লাখ ৯৭ হাজার ৬১৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এখানে আসামি হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছেড় ডা. ইকবাল কবীর, ডা. তাহমিনা জোহরা, অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, ডা. মো. শরীফুল হাসান, ডা. মোহা. আনোয়ার সাদাত ও ডা. অনির্বাণ সরকারের পাশাপাশি সিম কর্পোরেশনের ম্যানেজিং পার্টনার মো. মোস্তফা মনোয়ারকে।

ষষ্ঠ মামলা : অনুসন্ধান প্রতিবেদনে সুপারিশ করা ষষ্ঠ মামলায় করোনা বিষয়ক মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব-অ্যাপ্লিকেশন তৈরির নামে ৩ কোটি ৩২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় যাদের বিরুদ্ধে সুপারিশ করা হয়েছে, তারা হলেনড় ডা. ইকবাল কবীর, ডা. তাহমিনা জোহরা, অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, সিম কর্পোরেশনের ম্যানেজিং পার্টনার মো. মোস্তফা মনোয়ার এবং ব্রেইন স্টেশন ২৩ লিমিটেডের মালিক রইসুল কবীর।

আইনি ধারা ও বর্তমান অবস্থা : আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১২০বি/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। অনুসন্ধান টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পৃথক ছয়টি মামলা রুজুর জন্য বিষয়টি এখন কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

অনুসন্ধান টিম : দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. ফারুক হোসেন ও মো. শাহজাহান মিরাজের

সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগে যা বলা হয়েছিল : ২০২০ সালের এপ্রিলে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ যৌথভাবে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করে। এর পাশাপাশি এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (অওওই) থেকেও অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা পাওয়া যায়। 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' (ইআরপিপি) প্রকল্পের আওতায় মাস্ক, পিপিই, হাসপাতালের সরঞ্জাম, সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন ও অ্যাপ নির্মাণের ঠিকাদারি কাজে তৎকালীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ও পিডি ডা. ইকবাল কবির পদে পদে অনিয়ম করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। কাজ পাওয়া ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের প্রমাণ পায় বিশ্বব্যাংকের তদন্ত দল। সেই প্রতিবেদনটিও দুদকে জমা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। বিশ্বব্যাংকের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাড়ি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান 'জাদিদ অটোমোবাইলস'-কে অনৈতিকভাবে মাস্ক ও পিপিই সরবরাহের কাজ দেওয়া হয়, যারা অত্যন্ত নিম্নমানের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। এছাড়া, প্রকল্প পরিচালকের (পিডি) স্ত্রীর কোম্পানিকে ২৯ হাজার ৫০০ ডলার ঘুষ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার আগেই অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ এবং পরিচিত প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়াসহ নানা অসংগতির তথ্য উঠে আসে। বিশ্বব্যাংকের এই তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী দুদকে চিঠি পাঠান। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনেও ইআরপিপি প্রকল্পে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, করোনাকালে জরুরি সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের জন্য ৩২ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়েছিল নামসর্বস্ব এক অটোমোবাইল কোম্পানিকে। সাড়ে ৯ কোটি টাকা অগ্রিম পাওয়ার পরও তারা যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ করেনি। পরবর্তীতে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠলে তারা কিছু মাস্ক ও গ্লাভস দিলেও তার মধ্যে ২৪ হাজার মাস্কই ছিল ব্যবহারের অনুপযোগী। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০ সালের সেই তদন্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্পের কেনাকাটায় সরকারি ক্রয়বিধি (পিপিআর) ও ক্রয় আইন (পিপিএ) চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা যাচাই ছাড়াই জাদিদ অটোমোবাইলসকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছিল বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের গভর্নর পদে এগিয়ে ক্যাথি হোকুল

(শেষ পাতার পর)

এই জরিপ অনুযায়ী, নাসাউ কাউন্টির নির্বাহী ব্রুস ব্ল্যাকম্যানকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার সমর্থন করছেন।

জরিপে দেখা যায়, যদি আজই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে ৩৪ শতাংশ ভোটার ব্ল্যাকম্যানকে ভোট দিতেন। অন্যদিকে, বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুলকে পুনর্নির্বাচিত করতে চান ৪৭ শতাংশ ভোটার, যা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় স্পষ্টভাবে এগিয়ে রাখছে। জনমত জরিপে শুধু ভোটের সম্ভাবনাই নয়, জনপ্রিয়তার সূচকেও হোকুল ব্ল্যাকম্যানের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। হোকুলের ফেভারেবিলিটি রেটিং ৪৫ শতাংশ, যেখানে ব্ল্যাকম্যানের ক্ষেত্রে তা মাত্র ১৮ শতাংশ।

এছাড়া, জরিপে অংশ নেওয়া ভোটারদের মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি জানিয়েছেন, তারা ব্ল্যাকম্যান সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিচিত নন বা তার বিষয়ে কোনো মতামত গঠন করেননি। এই পরিচিতির ঘাটতি তার নির্বাচনী সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জরিপে আরও উঠে এসেছে, বেশিরভাগ ভোটার বর্তমান গভর্নরের কাজের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রায় ৫২ শতাংশ ভোটার হোকুলের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সমর্থন করেছেন, যা তার পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতাসীন প্রার্থীর উচ্চ জনপ্রিয়তা ও ইতিবাচক কাজের মূল্যায়ন নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই দিক থেকে হোকুল বর্তমানে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। জরিপে নিউইয়র্কের ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া গেছে। প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোটার মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়া উচিত–যা দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে জনমতের প্রতিফলন।

অন্যদিকে, অভিবাসন ইস্যুও নিউইয়র্কের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। ঋড়ী ঘবংি-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ব্ল্যাকম্যান সম্প্রতি অভিবাসন নীতি ও আইসের কার্যক্রম নিয়ে মন্তব্য করেছেন, যা নির্বাচনী আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্ল্যাকম্যানের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তার সীমিত পরিচিতি ও কম জনপ্রিয়তা কাটিয়ে ওঠা। যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে একটি উল্লেখযোগ্য ভোটভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, তবে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক পরিচিতি ও জনসমর্থন অর্জন ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, ক্যাথি হোকুল প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, উচ্চ পরিচিতি এবং তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী জনসমর্থনের কারণে এগিয়ে রয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফল নির্ভর করবে প্রচারণার কৌশল, প্রাধান্য পাওয়া রাজনৈতিক ইস্যু এবং ভোটারদের অংশগ্রহণের ওপর।

রানিং মেট হচ্ছেন অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস

গভর্নর কেটি হোকুল তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণ মেয়াদের নির্বাচনী লড়াইয়ে রানিং মেট হিসেবে সাবেক নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামসকে মনোনীত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হোকুল তাঁর নির্বাচনী টিকিটে আঞ্চলিক ভারসাম্য আনলেন। ৬৫ বছর বয়সী অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস গত ডিসেম্বর মাসে চার বছর দায়িত্ব পালনের পর সিটি কাউন্সিল স্পিকারের পদ ছাড়েন। হোকুল ও অ্যাডামস–দুজনই রাজনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত। তবে অ্যাডামসের অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে নিউইয়র্ক সিটির দক্ষিণ-পূর্ব কুইন্স এলাকার ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে হোকুলের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গভর্নর হোকুল ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন। তিনি অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামসকে "একজন যোদ্ধা" হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন, তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম। এই প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে কোনো প্রধান রাজনৈতিক দলের টিকিটে গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর–উভয় পদে দুই নারী প্রার্থী একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।এক বিবৃতিতে হোকুল বলেন, "অ্যাড্রিয়েন জানেন কঠোর পরিশ্রমের অর্থ কী এবং যারা সবচেয়ে বেশি সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করে, তাদের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে হয়। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের স্পিকার হিসেবে তিনি পরিবার সুরক্ষা, আবাসনকে আরও সাশ্রয়ী করা, শিশুদের জন্য বিনিয়োগ এবং শহরের ক্ষতি করতে চায়ড় এমন যে কারও বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নেতৃত্ব দিয়েছেন।" অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস তাঁর মনোনয়নে সম্মানিত বোধ করছেন বলে জানান। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কয়েক মাসের জল্পনার অবসান হলো। এর আগে হোকুল নিউইয়র্ক সিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক নেতাকে সম্ভাব্য রানিং মেট হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। উল্লেখ্য, নির্বাচিত হলে অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস হবেন গভর্নর হোকুলের তৃতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর। এর আগে ব্রায়ান বেঞ্জামিন ঘুষের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর পদত্যাগ করেন, যদিও পরবর্তীতে মামলার প্রধান সাক্ষীর মৃত্যুর কারণে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়।

সেনাপ্রধানের যুক্তরাষ্ট্র সফর

(শেষ পাতার পর)

লেকচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেনাপ্রধানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করল আমিরাত

বাংলাদেশ ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে ঈদুল আজহা ২০২৬ সালের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মে মাসের শেষার্ধে অর্থাৎ আগামী ২৬ মে (মঙ্গলবার) পবিত্র আরাফাত দিবস পালিত হতে পারে। এর ধারাবাহিকতায় ২৭ মে পালিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা। এদিকে ভৌগোলিক অবস্থান ও চাঁদ দেখার প্রথা অনুযায়ী, বাংলাদেশে সাধারণত সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর একদিন পর ঈদ পালন করা হয়। সেই আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও সময়ের পার্থক্য বিবেচনা করলে, যদি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২৭ মে ঈদুল আজহা পালিত হয়, তবে বাংলাদেশে ২৮ মে বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে মিল রেখে সৌদি, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও ওমানড়এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই একই তারিখে ঈদ উদযাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুসলমানদের দ্বিতীয় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও তার পুত্র হজরত ইসমাইলের (আ.) সঙ্গে সম্পর্কিত। হজরত ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানি করতে গিয়েছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আদেশ ছিল হজরত ইব্রাহিমের জন্য পরীক্ষা। তিনি পুত্রকে আল্লাহর নির্দেশে জবাই করার সব প্রস্তুতি নিয়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজের চোখ বেঁধে পুত্র ইসমাইলকে ভেবে যখন জবেহ সম্পন্ন করেন তখন চোখ খুলে দেখেন ইসমাইলের পরিবর্তে পশু কুরবানি হয়েছে, যা এসেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেই মোতাবেক প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য পশু কুরবানি করা ওয়াজিব। ইসলামে কুরবানি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্র : গালফ নিউজ

যুক্তরাষ্ট্রে 'গুরুতর অপরাধে' গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশি

(শেষ পাতার পর)

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চলমান বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা, মাদক পাচার, প্রতারণা, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, সশস্ত্র ডাকাতি-ছিনতাই এবং হামলার মতো নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ডিএইচএসের আওতাধীন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) গত এক বছরে ৪ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে ৫৬ হাজার জনই দণ্ডপ্রাপ্ত গুরুতর অপরাধী। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে থাকা ১০ বাংলাদেশিকে 'খারাপের চেয়েও খারাপ' অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি। উপসহকারী মন্ত্রী লরেন বিস এক বিবৃতিতে বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সাম্প্রতিক অভিযানে গুরুতর অপরাধে জড়িত হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছেন। এসব অপরাধী শিশুদের ওপর হামলা চালায় বা নিরীহ মানুষের ক্ষতি করে।

তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার কোনো সুযোগ থাকা উচিত নয়। কারণ তারা সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি। খারাপের চেয়েও খারাপ অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির মধ্যে কাজী আবু সাঈদ ধরা পড়েছেন ক্যানসাস অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট স্কট এলাকায়। তার বিরুদ্ধে অপ্রাপ্ত বয়স্ককে খারাপ কাজে ব্যবহার, অবৈধ জুয়া পরিচালনা এবং জুয়াসংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। আরেক বাংলাদেশি শাহেদ হাসানকে নর্থ ক্যারোলিনার র্যালি শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গোপনে অস্ত্র বহন এবং দোকান থেকে চুরির অভিযোগ রয়েছে। মোহাম্মদ আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহর থেকে। তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন এবং যৌন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমডি হোসেনকে। তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। মাহতাবউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভার্জিনিয়ার চ্যান্টিলি শহর থেকে। তার বিরুদ্ধে গাঁজা বিক্রি এবং হ্যালুসিনোজেন জাতীয় মাদক বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের মার্লিন শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নেওয়াজ খানকে। তার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক মাদকসংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। চুরির অভিযোগে শাহরিয়ার আবিরকে ফ্লোরিডা প্যানস্কলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির অভিযোগে আলমগীর চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিশিগানের মাউন্ট ক্লেমেন্স থেকে। ভার্জিনিয়ার মানাসাস শহর থেকে ইশতিয়াক রাফিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রসংক্রান্ত অপরাধ এবং সিন্থেটিক মাদক রাখার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতারণার অভিযোগে অ্যারিজোনার ফিনিক্স শহর থেকে কনক পারভেজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নেপালে নিষিদ্ধ ছাত্র রাজনীতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নেপালের নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির নেতা বালেন্দ্র (বালেন) শাহ তার প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই দেশটির শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন। রোববার প্রকাশিত নেপাল নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০০ দফার একটি বিশাল সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার, যার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা খাত। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধসহ একাধিক সংস্কার করছে নতুন সরকার। এরই মধ্যে নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে গ্রেফতার করে ৫ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়াও ওলির সমর্থকদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়েছে দেশটির পুলিশ। কাঠমান্ডু পোস্ট। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিষিদ্ধ : নেপালের শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে বালেন শাহর সরকার। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক দল অনুমোদিত সব ধরনের ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসগুলো থেকে এসব সংগঠনের অস্তিত্ব সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে অরাজনৈতিক 'স্টুডেন্ট কাউন্সিল' গঠন করা হবে, যা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দাবি তুলে ধরবে।

চরম জ্বালানি সংকটের মুখে ইউরোপ

বাংলাদেশ ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের জেরে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই চরম জ্বালানি সংকটে পড়তে যাচ্ছে ইউরোপ। জ্বালানি জায়ান্ট 'শেল' -এর প্রধান নির্বাহী ওয়ায়েল সাওয়ান এক সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর মতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যাচ্ছে যে খুব শিগগিরই ইউরোপে জ্বালানিসংকট দেখা দিতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইউরোপের দেশগুলোকে আরও কঠোর ব্যয়সংকোচনের পথে হাঁটতে হতে পারে। শেলের প্রধান নির্বাহী ওয়ায়েল সাওয়ান বলেন, 'বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহে বিরাজমান চাপ ইতোমধ্যে এশিয়ার কিছু দেশকে জ্বালানি ব্যবহার কমাতে বাধ্য করেছে। এ প্রভাব ধীরে ধীরে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ইউরোপেও তা আঘাত হানতে পারে।' সাওয়ান সতর্ক করে বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দিতে ইউরোপের দেশগুলোকে জ্বালানি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হতে পারে।' সর্বশেষ ২০২২ সালের জ্বালানি সংকটের সময় এমনটা দেখা গিয়েছিল। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এখন উপসাগরীয় অঞ্চলে আটকে রয়েছে। কারণ ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে। সামরিক সূত্র জানিয়েছেন, এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ আবার চালু করতে যুক্তরাজ্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। এজন্য বেসামরিক 'মাদারশিপ' থেকে মাইন শনাক্তকারী ড্রোন মোতায়েনের পরিকল্পনাও বিবেচনায় রয়েছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপগুলোতে সম্ভাব্য স্থল অভিযানের জন্য প্যারাট্রুপার পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, তেহরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চলছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূতদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নয়। ফলে প্রথমবারের মতো মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে আলোচক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। উপসাগরীয় সূত্রগুলো বলছেন, ইরান স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে বৈঠক করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, যুদ্ধ শুরুর আগে পারমাণবিক আলোচনায় তাঁরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছিলেন।

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সংঘাত এখন চতুর্থ সপ্তাহে পড়েছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ) দেশগুলোকে তেল ও গ্যাসের ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়েছে। এর মধ্যে বাড়ি থেকে কাজ অর্থাৎ ওয়ার্ক ফ্রম হোম বাড়ানো, সড়কে গতিসীমা কমানো এবং গণপরিবহন বেশি ব্যবহার করার মতো বিষয়ও রয়েছে। এশিয়ার দেশগুলো ইতোমধ্যে নানান ব্যয়সংকোচনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। কোথাও চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু হয়েছে, কোথাও এয়ার কন্ডিশনিং কম ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়েছে, আবার কোথাও সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর স্থগিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে এক সম্মেলনে সাওয়ান বলেন, ইউরোপকেও শিগগিরই একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। তিনি বলেন, 'এটি এক ধরনের তরঙ্গ প্রভাব। প্রথমে দক্ষিণ এশিয়ায় আঘাত করে, তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পূর্ব এশিয়া হয়ে এপ্রিল নাগাদ ইউরোপে পৌঁছাবে।' তিনি আরও বলেন, 'ইউরোপের সরকারগুলোকে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, মজুত বাড়ানো এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।' তবে জ্বালানি খাতের কিছু সূত্র বলছেন, প্রকৃত জ্বালানিসংকট 'চরম পরিস্থিতি' সৃষ্টি করবে যদি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরান সংঘাত গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত গড়ায়। -দ্য টেলিগ্রাফ ও রয়টার্স

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

আর আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওরা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এরপর ওরা তিনজন একসঙ্গে কোরাস সঙ্গীতের মত কান্না শুরু করে দেয়।

ঝড়-বৃষ্টির দিন। আমাদের বাড়িটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে বর্ষার জল। যে পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে উত্তর বাড্ডা যাওয়ার কাঁচা সড়কটিতে উঠতাম, সেই পথ এখন পানির নিচে। হাঁটুর ওপর অব্দি পানি ভেঙে প্রায় সিকি কিলোমিটার পথ হেঁটে শুকনো রাস্তায় উঠতে হয়। যেভাবে বর্ষার পানি বাড়ছে আর সপ্তাহখানেক পরে নৌকা ছাড়া ঘর থেকে বেরুনোই যাবে না। আব্বা-আম্মা যখনই ঝগড়া করতেন আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ ছিল দারিদ্র এবং দারিদ্রের কারণ হিসেবে আব্বার নির্বুদ্ধিতাকেই দায়ী করতেন আম্মা। প্রায়শই নানাজানের উপদেশ না শোনার ফলেই আজ আমাদের এই দশা, এইসব বলতেন। এতে আব্বা আরো রেগে যেতেন। এক পর্যায়ে ভাংচুর, দুজনের খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা বন্ধ। আব্বা না খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আম্মা আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে প্রতীজ্ঞা করান, আমি যেন কোনো দিন ব্যবসা না করি, যেন দরকার হলে পিয়ন-দারোয়ানের চাকরি করি, তবুও কোনোদিন ব্যবসায়ের নাম মুখে নিতে পারব না। লক্ষ্য করে দেখেছি বর্ষার পানি এসে যখন আমাদের বাড়িটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, যখন বাড়িটি একটি ছোট্ট দ্বীপ হয়ে যায়, আমরা পানি-বন্দি হয়ে পড়ি, আম্মা তখনই আব্বার সঙ্গে বেশি বেশি ঝগড়া করেন। এইরকম একটি অজ পাড়াগাঁয়ে বাধ্য হয়ে বসবাস করার জন্য তিনি আব্বাকে দায়ী করেন।

বেলা বাড়ে, বর্ষার পানি রোদের তাপে উত্তপ্ত হয়। এক হাঁটু পানি ভেঙে বন্যাদের বাসায় আসি। বন্যা অনেক আগেই পড়ালেখা থেকে ইস্তফা দিয়ে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আজ থেকে আমিও কোনো একটা কাজে লেগে যাবো। দারিদ্র্যকে জয় করতেই হবে। মৌচাক মোড়ে বন্যাদের মুদির দোকান। ও একটা নৌকা নিয়ে সাঁতারকুল, কাঁঠালদিয়া, ডুমনি, বেরাইদ চলে যায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডিম কিনে আনে। দুই টাকা, আড়াই টাকা ডজন ডিম কিনে এনে ওদের দোকানে চারগুণ দামে বিক্রি করে। এই ব্যবসা করে ওর অনেক টাকা হয়েছে। বন্যা বিপুল উৎসাহ নিয়ে ওর সাফল্যের গল্প শোনায়। কিন্তু আমাকে ব্যবসাটা শেখায় না। আমি ওকে বলি, দোস্ত আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দে।

ও বলে, যা শালা, তুই পড়ালেখায় ভালো, কবিতা লেখতে পারছ, আগে বেটা বিএ এমএ পাস কর, তারপর চাকরিতে যা। না, এখনই চাকরি নিমু। তোর চাচাকে বলে রিনা হোটেলে আমার জন্য একটা কাজ জোগাড় করে দে। বন্যা রাজি হয়। মৌচাকে ওর চাচা রুহুল আমিনের একটি বড়ো রেস্টুরেন্ট আছে, রিনা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। ওর সঙ্গে কয়েকবার গিয়েছি। আমি দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। রিনা হোটেলের মেসিয়ার জহির মহানন্দে টেবিল মুছে কাস্টমারের জন্য টেবিলে ভাত-তরকারি সাজিয়ে দিচ্ছে।

বন্যা আমাকে ফাঁকি দেয়। আমার মেসিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। আমি পড়ালেখা ছেড়ে দেবার যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম তা আর বাস্তবায়িত হলো না। এতে আমি খুব ভেঙে পড়ি। কবি নজরুল রুটির দোকানে কাজ করেছেন, আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করতে পারলে নজরুলের কাছাকাছি একটা অভিজ্ঞতা হত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে আবার স্কুলে যেতে হয়।

প্রি-টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, সামনে টেস্ট। প্রি-টেস্টে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছি। কারো কাছ থেকে একটা পুরনো টেস্ট পেপার জোগাড় করে পড়ালেখায় মনোযোগ দিই। টেস্ট পেপারে সকল বোর্ডের গত দশ বছরের প্রশ্ন এবং উত্তর আছে, আমি অধিকাংশ অংকই বেশ দ্রুত করে ফেলতে পারছি, কিছু অংক জটিল লাগছে, ইংরেজি গ্রামার ভালো বুঝতে পারছি না। আমাদের স্কুলের শিক্ষকেরা ব্যাচ করে করে কোচিং করাচ্ছেন, রেহান স্যার অংকের কোচিং করাচ্ছেন আর কাইয়ুম স্যার করাচ্ছেন ইংরেজির কোচিং। আম্মাকে বলি, রুবেল স্যার নেই, আমাকে কোচিং করতে হবে। আম্মা বলেন, কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে যাও। আমি জানি আম্মা ভর্তি হয়ে যাও বললেন বটে কিন্তু মাসের শেষে টাকাটা কোত্থেকে দেবেন এই দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হবে না।

এক মাস রেহান স্যারের কোচিং করে আমি দশম শ্রেণির অংকের মাস্টার হয়ে যাই। স্যারকে ১০০ টাকা ফি দিয়ে অংকের কোচিং থেকে গুডবাই করতে চাইলে স্যার বলেন, অত তাড়া কে রে? আরো দুই মাস পড়। রেহান স্যারের বাড়ি চান্দিনা। কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। শুধু তাই না, অনেক বাংলা শব্দও তিনি ভুল বলেন। যেমন দুষ্টামি শব্দটা তিনি বলতে পারেন না, বলেন, দুষ্টানি। আমাদের সব সময় বলেন, এই পোলাপাইন দুষ্টানি করিস না। আমরা পেছনে এটা নিয়ে হাসাহাসি করতাম, স্যার তা জানতেন, এবং হাসতে হাসতে বলতেন, খালি দুষ্টানি, না?

আমি বলি, স্যার আব্বার অবস্থা খুব খারাপ। টাকা নেই। আমাকে এখন ইংরেজির কোচিং করতে হবে। তর টেকা লাগদো না। তুই ফ্রি পড়বি। আমি স্যারের কথা শুনি নাই, সময়েরও একটা ব্যাপার আছে। বাসা থেকে দুই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে দুইবার দুই স্যারের কাছে যাওয়া কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া সারাদিন পড়ালেখায় ব্যয় করলে কবিতা লিখব কখন, খেলব কখন?

কাইয়ুম স্যারের কাছে আমাকে দুই মাস পড়তে হলো। তিনি থাকতেন দক্ষিণ বাড্ডায়। এক মাস পড়ি টেস্টের আগে, এক মাস এসএসসি পরীক্ষার আগে, ফেব্রুয়ারি মাসে। শেষ মাসের ১০০ টাকা জোগাড় করা খুব কষ্টকর হয়ে গেল। যেদিন কোচিংয়ের শেষ দিন, সবাইকে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন, সেদিন স্যারকে টাকাটা দিতে না পেরে আমি লজ্জায় মরে যাই। বাসায় এসে আম্মার সঙ্গে রাগারাগি করি। আম্মা তার অপারগতায় খুব কান্নাকাটি করেন। পরদিন সকালে তার জমানো সব টাকা এবং খুচরো পয়সা একসঙ্গে করে আশি টাকার কিছু বেশি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, যাও, কাইয়ুম স্যারকে দিয়ে আসো। বলবা বাকিটা পরীক্ষায় পরে গিয়ে দিয়ে আসবা। আমি ইতস্তত করছি, এটা কি চাল-ডালের বিল যে কিছুটা বাকি রাখেন, পরে দিব? আম্মা বলেন, শিক্ষক মানুষ, কিছু মনে করবেন না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ বাড্ডায়, স্যারের বাসায় যাই। একটা টিনশেড বাড়িতে দুইটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন স্যার। ঘরে তার স্ত্রী এবং ছোটো একটা বাচ্চা। এক ঘরে আমাদের পড়ান অন্য ঘরে তারা ঘুমান। আমি দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, টোকা দেবার আগেই শুনি স্যার তার স্ত্রীকে বলছেন, পোলাপান পড়ে চলে যায় টাকা দেয় না, আমি কী করতে পারি বলো? আমি এতে আরো বেশি বিচলিত হই। কী করবো বুঝতে পারি না। অগত্যা দরোজার কড়া নাড়ি। স্যার দরোজা খুলে খুব উচ্ছসিত একটা হাসি দিয়ে আমাকে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে বসান। আমি বিছানার ওপর বসে পকেট থেকে খুচরো পয়সাসহ আশি টাকার সামান্য কিছু বেশি, সব স্যারের হাতে তুলে দেই, বলি, আম্মার কাছে এই ছিল, বাকিটা...আমি বাক্যটা শেষ করতে পারি না। স্যার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। খুচরো পয়সাগুলো ফেরত দিয়ে বলেন, বাকি আর কী-রে, আমি কী শুধু টাকার জন্য পড়াই, তোরা আমার কেউ না?

তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, ছেলেটা অনেক দূর থেকে এসেছে, ঘরে কী আছে, ওকে খেতে দাও। স্যার নিজে পাটি বিছিয়ে দিয়ে আমার পাশে বসেন। ভাবী পুটি মাছ দিয়ে রান্না করা কচুর মুখীর তরকারি আর ঠাণ্ডা ভাত বেড়ে দেন। আমি খেতে খেতে আনন্দে কাঁদছিলাম, কাইয়ুম স্যার আমার পিঠে স্নেহের হাত বুলাচ্ছিলেন। আজও, যখনই কচুর মুখীর তরকারি দিয়ে ভাত খাই সেই সকালের দৃশ্যটিই কেবল চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ভারতে মীর জাফরের ৩৪৬ বংশধরের 'নাগরিকত্ব' বাতিল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতে বাংলার নবাব মীর জাফরের ৩৪৬ বংশধর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশালী এ বংশের উত্তরসূরিরা এবার নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণে ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন। মঙ্গলবার টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এই পরিবারটি একসময় বাংলা, বিহার ও ওড়িশা অঞ্চল শাসন করত। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থনে মীর জাফর নবাব হন। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ এলাকার একটি ভোটকেন্দ্রের তালিকায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই পরিবারের সদস্যদের নাম ছিল। তবে সাম্প্রতিক বিশেষ সংশোধনের পর তাদের নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' হিসেবে চিহ্নিত করে পরে মুছে ফেলা হয়।

'ছোট নবাব' নামে পরিচিত ৮২ বছর বয়সী সৈয়দ রেজা আলি মির্জা জানান, তার পরিবারের ৯ জন সদস্যসহ শতাধিক আত্মীয়র নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তার ছেলে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সৈয়দ মোহাম্মদ ফাহিম মির্জা বলেন, তাদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়ও ছিল। হঠাৎ করে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে, তা তারা বুঝতে পারছেন না। মির্জা পরিবার দাবি করেছে, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। তাদের পূর্বপুরুষ ওয়াসিফ আলী মির্জা দেশভাগের সময় পাকিস্তানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন তারা। লালবাগের ঐতিহাসিক কেল্লা নিজামাত এলাকার কাছে বসবাসকারী এই পরিবার জানায়, এক সময় তাদের পূর্বপুরুষরা বিচার করতেন, আর আজ তাদেরই নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও ট্রাইব্যুনালে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। তবে পরিবারটির আশঙ্কা, প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত হলে আসন্ন নির্বাচনে তারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আগামী ২৩ এপ্রিল মুর্শিদাবাদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক আর. অর্জুন জানান, নবাব পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বড় আকারে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তাদের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হবে। সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।

রাশিয়ায় বিমান বিধ্বস্তে নিহত ২৯

বাংলাদেশ ডেস্ক : রাশিয়ার ক্রিমিয়ায় একটি সামরিক পরিবহন বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে বিমানে থাকা ২৯ জনই নিহত হয়েছেন। বুধবার (১ এপ্রিল) সকালে এ তথ্য জানায় রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। বার্তাসংস্থা তাস নিউজ মন্ত্রণালয়ের বরাতে এসব তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, কৃষ্ণ সাগরের কাছে ক্রিমিয়ার একটি পাহাড়ের চূড়ায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। বিমানে থাকা ছয়জন ক্রু এবং ২৩ জন সাধারণ যাত্রী মারা গেছেন।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, মস্কোর সময় অনুযায়ী ৩১ মার্চ রাত ৮টার দিকে একটি এএন-২৬ সামরিক পরিবহন বিমান রাডার থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। ক্রিমিয়ার পূর্বনির্ধারিত ফ্লাইট অনুযায়ী উড়ছিল বিমানটি বলেও জানান তারা। এদিকে, বিমানটিতে সর্বমোট কতজন যাত্রী ছিলেন সেটি স্পষ্ট করেনি তারা। তবে কেউ বেঁচে আছে কিনা এমন তথ্য জানায়নি রাশিয়া। বার্তাসংস্থা আরআইএ জানায়, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সংসদের ভেতরে-বাইরে মুখোমুখি সরকার ও বিরোধী দল

(প্রথম পাতার পর)

আলোচনায় অংশ নিয়ে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান তাদের শর্তের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংস্কার পরিষদের ওপর যে আলোচনা হলো, তাকে একটি জায়গায় পৌঁছানোর জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তবে সেখানে আমাদের আহ্বান থাকবে-সরকারি ও বিরোধী দল, দুই দিক থেকেই সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করতে হবে। এই শর্তের বিরোধিতা করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তার ভাষ্য, ২১৯ জন এমপির প্রতিনিধিরা ৫০% আর ৭৭ জনের প্রতিনিধিরা ৫০% পাবেন-এটা বৈষম্য। বেলা সাড়ে ৩টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমান, বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই জাতীয় সনদ' বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব : জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার)' বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সমন্বয়ে একটি 'সংবিধান সংশোধন বিশেষ সংসদীয় কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এই কমিটির মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে জনপ্রত্যাশিত সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন ও পাসের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সংসদে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' শীর্ষক বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আমরা সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার প্রতিপালন করি। সেজন্য আমি আজকে এই মহান জাতীয় সংসদে প্রস্তাব রাখছি অন বিহাফ অফ আওয়ার লিডার অফ দি হাউস। জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটিতে আমরা সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা করে সমঝোতার মাধ্যমে জনপ্রত্যাশিত সংবিধান সংশোধনী বিল এই মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করি এবং সেটা সমঝোতার মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করি। সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার উত্থাপিত আলোচনার জবাব দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজকে যে নোটিশটি বিরোধীদলীয় নেতা উত্থাপন করেছেন, তার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান প্রসঙ্গে। প্রশ্ন উঠেছে, এই পরিষদের অধিবেশন কেন রাষ্ট্রপতি আহ্বান করলেন না? এই আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি অন্তহীন প্রতারণার দলিল। গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়ে তিনি বলেন, সারা জাতির মধ্যে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, বিএনপি সংস্কার চায় না বা বিএনপি জুলাই জাতীয় সনদ মানে না। আমরা জুলাই জাতীয় সনদের পক্ষে ছিলাম এবং আছি। এই সনদের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আমরা ধারণ করি। কিন্তু যে আদেশটি (সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ) নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, সেটি আমরা মানছি না কারণ এর কোনো আইনি ভিত্তি নেই।" গণভোটের ব্যালট নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গণভোটের ব্যালটে চারটি প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল এবং জনগণকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই চারটির মধ্যে তিনটি প্রশ্নের সাথে জুলাই জাতীয় সনদের মিল আছে, কিন্তু একটির সাথে নেই। আপনি জাতিকে এভাবে জোর করে কোনো আইন গেলাতে পারেন না। সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অস্তিত্বহীন একটি পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার কোনো আইনি বিধান ছিল না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই শপথের ফর্ম সংসদে পাঠানোর এখতিয়ার রাখেন না। এটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার প্রতিপালনের আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা সরকারি দল, বিরোধী দল সবাইকে নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে সমঝোতার ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংশোধনী আনতে চাই। তাই আমি সংসদ নেতার (প্রধানমন্ত্রী) পক্ষে প্রস্তাব রাখছি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হোক। ওই কমিটিতে সবার আলোচনার ভিত্তিতে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল এই মহান সংসদে উত্থাপন ও গ্রহণ করা হোক। পরে সংসদে যেকোনো বিশেষ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সমান সংখ্যক সদস্য রাখার জোর দাবি জানান বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। তিনি সতর্ক করে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিটি গঠন করা হলে সেখানে বিরোধী দলের মতামতের কোনো মূল্যায়ন হবে না এবং শেষ পর্যন্ত তা 'যে লাউ সেই কদু'-তেই আটকে যাবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা তার শর্তের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা শুধু এক লাইনে চলতে থাকলাম, এটার সমাধান কীভাবে হবে তা আমরা সবাই বুঝি। আমরাও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাধান চাই। সংস্কার পরিষদের ওপর যে আলোচনা হলো, তাকে একটি জায়গায় পৌঁছানোর জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তবে সেখানে আমাদের আহ্বান থাকবে সরকারি ও বিরোধী দল, দুই দিক থেকেই সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করতে হবে। সংসদ ও সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, দেশ এবং জাতির জন্য সংবিধান এবং এই সংসদ। আমরা কে সরকারি বেঞ্চে আর কে বিরোধী বেঞ্চে, এটা কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে যারা একসময় ওখানে বসতেন, আজ তারা কোথাও নেই। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। আমরা দলের নয়, জনগণের অভিপ্রায়কে সম্মান জানাতে এখানে এসেছি। পার্লামেন্টে নিজেকে 'চার দিনের শিশু' আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, আইন বা সংবিধান মানুষের জন্য, জনগণের জন্য; মানুষ বা জনগণ আইন কিংবা সংবিধানের জন্য নয়। এ সময় সংস্কার পরিষদের শপথ নিয়ে সৃষ্ট সংকটের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এই মহান সংসদে ওই বিষয়ে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার ছিল না। মহৎ লক্ষ্যে কাজ করতে গেলে এমন সংকট নিরসন করা সরকারেরই দায়িত্ব ছিল। সরকারকে গঠনমূলক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, আমরা প্রথম দিনই বলেছিলাম, আমরা একটি গঠনমূলক বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চাই। বিরোধিতার খাতিরে কোনো বিরোধিতা নয়; বরং যেখানে সহযোগিতা প্রয়োজন সেখানে সহযোগিতা করব এবং জাতির অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে বিরোধিতা করব।" বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে জনগণের বৃহত্তর রায়কে সম্মান জানানোর আহ্বান জানান ডা. শফিকুর রহমান। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহংকার এড়িয়ে সংসদে যেকোনো ইস্যুতে একটি সমতাভিত্তিক সমাধানে পৌঁছাতে তিনি স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, আপনারা বলছেন ৭২-এর সংবিধান মানেন না, অথচ এই সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন ওই সংবিধানের আলোকেই। জুলাই আদেশের ১২ ধারাতেই বলা আছে জুলাই সনদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। তার মানে ৭২-এর সংবিধানই আমাদের বেসিস। এই সংবিধানকে সামনে রেখেই আমরা যাবতীয় সংশোধনী আনতে পারব। তিনি আরও বলেন, আমরা যারা বিএনপি করি, আমরা জুলাই বিপ্লবীদের মতো আবেগী এবং জন-আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করি। জুলাই সনদের ২২ অনুচ্ছেদে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থীর কথা বলা আছে। বিএনপি তা পালন করেছে, কিন্তু আপনারা জুলাই সনদের কথা মুখে বললেও নির্বাচনে একজন নারী প্রার্থীকেও মনোনয়ন দেননি। এমনকি সনদের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনাদের ডেপুটি স্পিকার পদের অফার দেওয়া হলেও আপনারা তা গ্রহণ করেননি। 'জুলাই আদেশ' কেন আইন নয় তার ব্যাখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো অর্ডারের আইনি ব্যাকিং থাকতে হয়। এই আদেশের কোনো আইনি ভিত্তি নেই। এটি একটি কালারেবল লেজিসলেশন। সংবিধানে যে পাওয়ার দেওয়া নাই, সেই পাওয়ার এখানে এক্সারসাইজ করা হয়েছে। চতুর্থ তফসিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন আইনমন্ত্রী।

সরকারি দলকে জুলাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর পাঁয়তারা দেখতে পাচ্ছি : পার্থ : জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া তরুণ প্রজন্ম বা 'জেন-জি'কে (এবহ-ত) 'জামায়াত জেনারেশন' না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন বিএনপি জোটের শরিক বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ। একইসঙ্গে তিনি বলেন, রাজনীতিকরা 'জুলাই সনদের' বিরুদ্ধে নয়, বরং সংবিধান পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের আপত্তি রয়েছে। সংসদে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' শীর্ষক বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তরুণদের উদ্দেশে আন্দালিব রহমান পার্থ বলেন, আপনারা জেন-জিকে রিপ্রেজেন্ট করেন। দয়া করে 'জামায়াত জেনারেশন' হয়ে যাইয়েন না। জামায়াতের দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, সারাজীবন ভারতের বিরুদ্ধে রাজনীতি করে এখন ভারতের সঙ্গে মিটিং করছেন। আবার সারাজীবন ইসলামের নামে রাজনীতি করে ভোটের জন্য শেষে এসে বলছেন আমরা শরিয়া আইন চাই না। প্রবলেম কী? আমার কথাগুলো একটু ম্যানুভার করেন। আপনারা পজিটিভ পলিটিক্স নিয়ে আসেন। সংবিধান বাতিল বা ছুড়ে ফেলার চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন বিজেপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, আমাদের সমস্যা জুলাই নিয়ে নয়, সমস্যা হচ্ছে প্রক্রিয়া নিয়ে। আপনারা যদি সংবিধান ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে বানাতে চাইতেন, তবে সেই সময় রেভল্যুশনারি (বিপ্লবী) বা ট্রানজিশনাল সরকার গঠন করলেন না কেন? একটি সাধারণ সরকার গঠন করে, পুরোনো সংবিধানে থেকে আপনারা সংবিধান বাতিল করতে চাইছেন এটা হয় না। সংবিধানকে মুক্তিযুদ্ধের দলিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংবিধান ছুড়ে ফেলব কেন? এতে এত গাত্রদাহ কেন? আমরা চাইলে তো পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারি। এর জন্য ছুড়ে ফেলার তো দরকার নেই। কেউ যৌক্তিক কথা বললেই তাকে 'জুলাইয়ের বিপক্ষের শক্তি' বানানোর চেষ্টার সমালোচনা করেন পার্থ। তিনি বলেন, কেউ কথা বললেই তাকে জুলাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর একটা পাঁয়তারা দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাকে আওয়ামী লীগ সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্রিকেটীয় ভাষায় পার্থ বলেন, শুনেন, আপনারা ছয় বলে ১২ রান করেছেন, কিন্তু এর আগের ৩০০ রান আমরা সবাই মিলে করেছি। সুতরাং আপনারা এমন কথা বলবেন না যাতে দেশবাসী বিভ্রান্ত হয়, যেন জুলাইয়ে আমাদের কোনো কন্ট্রিবিউশনই নাই! যেদিন আবু সাঈদ শহীদ হয়েছিল, সেদিন চট্টগ্রামের ওয়াসিম আকরামও কিন্তু শহীদ হয়েছে। অবদান কারও কম নয়। জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্যের শেষে পার্থ বলেন, সংবিধানের ওপর আমাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে, একইসঙ্গে জুলাইয়ের স্পিরিটকেও তুলে ধরতে হবে। আমরা সবাই মিলে বসি, আলোচনা করি। কিন্তু কোনো সদস্যের বক্তব্যে যেন জুলাইকে আন্ডারমাইন করা না হয়। আসুন আমরা পজিটিভ কিছু নিয়ে আসি।

ক্ষমতায় গিয়ে জুলাই সনদ ও গণভোটের রায় ভুলে গেছে সরকার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে যে 'জুলাই জাতীয় সনদ' নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্য হয়েছিল ক্ষমতায় গিয়ে বর্তমান সরকার তা ভুলে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন এনসিপি দলীয় সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। একইসঙ্গে জনগণের ম্যান্ডেট বা গণভোটের রায়কে অস্বীকার করা অসাংবিধানিক বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আখতার হোসেন বলেন, ৫ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত দেশে কোনো সরকার ছিল না। ওই সময় কোন সংবিধানের বলে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেয়া হয়েছিল? অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছিল, যার কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল না। ৬ তারিখে সংসদ ভেঙে দেয়ারও কোনো সাংবিধানিক ফর্মুলা ছিল না। ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাজারো মানুষের রক্তের বিনিময়ে জনগণের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যাতে ফ্যাসিবাদ আর ফিরে না আসে। সরকারি দলের মন্ত্রীদের অতীত অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় এই এমপি বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য যে ঐক্যমত্য কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেখানে ৩০টিরও বেশি রাজনৈতিক দল দিনের পর দিন আলোচনা করেছে। আজকে সরকারি দলের বেঞ্চে বসে থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ, জুনায়েদ সাকি, নুরুল হক নুররা সেই ঐক্যমত্য কমিশনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সবার মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। অথচ আজকে সংসদে এসে তারা সেই কথা কীভাবে ভুলে গেলেন? গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারের অনীহার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, ৫ অক্টোবর বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন, গণভোটে জনগণের তরফ থেকে যে রায় আসবে, সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে তা মানতে হবে। আজ তিনি সেই অবস্থান থেকে সরে গেছেন কেন? স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৩০ জানুয়ারি রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, দয়া করে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিন। তাহলে আজ কেন আপনারা সেই গণভোটের রায় মানতে চাইছেন না?

ছাত্ররা ফ্যামিলি কার্ডের জন্য রক্ত দেয়নি, রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য দিয়েছে : জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা ফ্যামিলি কার্ড বা রাস্তা সংস্কারের জন্য রক্ত দেয়নি, তারা রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য জীবন দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার বিগত সরকারের মতোই উন্নয়নের কথা বলে জুলাইয়ের সেই আকাঙ্ক্ষা ও 'জুলাই সনদ' ভুলিয়ে দিতে বসেছে বলে মন্তব্য করেন জামায়াতের দলীয় সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। সরকার মূল কাজ থেকে সরে গেছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, গত ১৭ বছর উন্নয়নের কথা বলে আমাদের নির্বাচনকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন আমরা দেখছি আমাদের নখের কালি শুকাতে না শুকাতেই উন্নয়নের কথা বলে আমরা আবার 'জুলাই সনদ'টাকেই ভুলিয়ে দিতে বসেছি। আমাদের সন্তানেরা বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে, পা হারিয়ে, চোখ হারিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি প্লাকার্ডে লিখেছিল যে, আমরা একটা ফ্যামিলি কার্ডের জন্য দাঁড়িয়েছি? তারা লিখেছিল্ত 'রাস্তা সংস্কারের কাজ নয়, রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ চলছে' ।সংস্কারের পরিবর্তে সরকার সংশোধনীর পথে হাঁটছে জানিয়ে শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, "আমরা সংস্কারের পরিবর্তে এখন সংশোধনীর দিকে যাচ্ছি। এই সংশোধনীর জন্য আমাদের তরুণ-যুবকেরা, আমাদের জনতা কাজ করেনি। সংশোধনীর জন্য তো শেখ হাসিনাও সেদিন বলেছিলেন ২৪ ঘণ্টা দরজা খোলা আছে। কিন্তু ছাত্র-জনতা সেই সংশোধন মেনে নেয়নি, তারা সংস্কার চেয়েছিল। অথচ আমরা আজ সংস্কারটা মাথায় নিতে পারছি না। ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংস্কার করার কথা থাকলেও সরকার খাল খনন, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষি কার্ডের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। সরকারের 'সবাই মিলে বাংলাদেশ' স্লোগানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ১১টা সিটি কর্পোরেশন ও ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক বদল হয়েছে। সবাই মিলে বাংলাদেশ হলে, সরকারি দলের বাইরে একজনও যোগ্য ও সৎ মানুষ কি খুঁজে পাওয়া গেল না? স্থানীয় সরকারে নির্বাচনের দিকে না গিয়ে তড়িঘড়ি করে নিজ দলীয় লোকদের প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটা কি সবাই মিলে বাংলাদেশ?

'তন্ত্র-মন্ত্র' দিয়ে তালিকায় আসা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা শিগগিরই : 'তন্ত্র-মন্ত্র' দিয়ে বা জালিয়াতির মাধ্যমে যারা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন এবং অবৈধ সুবিধা নিয়েছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে খুব শিগগিরই জাতির সামনে উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান। একইসঙ্গে বিগত সরকারের আমলে বাদ পড়া ও হয়রানির শিকার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। অধিবেশনে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদীন ফারুক ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের করা সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। সংসদে মুক্তিযুদ্ধামন্ত্রী বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজ করছি। আশা করি, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ধরনের অমুক্তিযোদ্ধা, যারা 'তন্ত্র-মন্ত্র' দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন, তাদের সন্তানদের চাকরি দিয়েছেন এবং নিজেরাও বিভিন্নভাবে অবৈধভাবে লাভবান হয়েছেন-আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছি। শিগগিরই এর একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরার আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় আশা করে, অল্প দিনের মধ্যেই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আমরা বলতে পারব এবং জাতির সামনে তা উপস্থাপন করতে পারব।

জলবায়ু ট্রাস্টের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে : জলবায়ু ট্রাস্টের কার্যক্রমে এবং ট্রাস্ট ফান্ড হতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। অধিবেশনে সংসদ সদস্য এ. এম মাহবুব উদ্দিন খোকনের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মন্ত্রী এ কথা জানান।কৃষক কার্ডে আড়াই হাজার টাকার সার-বীজ পাবেন প্রান্তিক কৃষকরা : দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র শ্রেণির কৃষকদের জনপ্রতি দুই হাজার ৫০০ টাকার সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ দেয়া হবে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে 'কৃষক কার্ডের' মাধ্যমে এই প্রণোদনা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহাম্মেদের টেবিলে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী এসব তথ্য জানান। কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কৃষিকাজে সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে কেবলমাত্র ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র শ্রেণির কৃষকদের জনপ্রতি আড়াই হাজার টাকা সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কৃষক কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে : অবৈধ দখল হওয়া সরকারি জায়গা উদ্ধার এবং উদ্ধার হওয়া খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার পরিকল্পনাসহ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। একইসঙ্গে জমি দখলমুক্ত করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। অধিবেশনে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য এ. এম মাহবুব উদ্দিন খোকনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা জানান।

স্বাস্থ্য খাতে বিগত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে চিকিৎসা সেবা মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে : স্বাস্থ্য খাতে বিগত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে চিকিৎসা সেবা মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে এবং অনেক জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে স্বাস্থ্যখাত স্থবির হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাবোয়াত হোসেন বকুল। সংসদের অধিবেশনে সংসদ সদস্য মো. কামরুল হাসানের ৭১ বিধিতে মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের উপর আলোচনার সময় এ কথা বলেন।

ইলিয়াস আলীর লাশ ফেলা হয় ধলেশ্বরীতে

(প্রথম পাতার পর)

মামুন খালেদকে গ্রেপ্তারের পর বেরিয়ে আসছে বিএনপি'র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী গুম নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গ্রেপ্তারের পর তাকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা। জিজ্ঞাসাবাদে ইলিয়াস আলী গুম নিয়ে প্রশ্ন করা হলে নিজের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে দায় চাপাচ্ছেন অন্যদের উপর। তবে তিনি বিএনপি নেতাকে গুম, নেপথ্য, কারা জড়িত এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টদের। ডিবি তার দেয়া তথ্য যাচাই বাছাই করছে। শেখ মামুন খালেদ গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন, গুম করার সংকেত আগেই দেয়া হয়েছিল। ইলিয়াস আলী টিপাইমুখ বাঁধ এবং পার্শ্ববর্তী একটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। এই বাঁধ ও চুক্তি ওই দেশটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইলিয়াস আলী এর বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলনও করেছিলেন। এরপরই সরকারের রোষানলে পড়েন। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইলিয়াস আলীকে সরিয়ে দেয়া হয়। শেখ হাসিনা তৎকালীন ডিজিএফআই প্রধান ও র‍্যাব'র মহাপরিচালকে গুমের মিশন বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেন। গুমের পুরো প্রক্রিয়া রেকি ও বাস্তবায়ন করে র‍্যাব-১। আর র‍্যাবকে সহযোগিতা করে ডিজিএফআইয়ের কিছু কর্মকর্তা। সবচেয়ে বড় ভূমিকা ও ইলিয়াস আলী গুম মিশনের নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান। শেখ হাসিনা ঘটনার আগে পরে জিয়াউলের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেন। সব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর ২০১২ সালের ১৭ই এপ্রিল ইলিয়াস আলী ও তার ব্যক্তিগত গাড়িচালককে বনানী থেকে গুম করে নেয়া হয় র‍্যাব-১ সদর দপ্তরে। সেখানে ইলিয়াসকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে মারধর করা হয়। গোয়েন্দাদের সূত্র জানিয়েছে, তুলে নেয়ার পর ১৭ থেকে ২০শে এপ্রিলের কোনো এক রাতে ইলিয়াস আলীকে হত্যা করে ধলেশ্বরী নদীতে লাশ ফেলে দেয়া হতে পারে।

অন্যদিকে গুম হওয়া স্বামীর সন্ধান চেয়ে ২১শে এপ্রিল ইলিয়াসপত্নী সন্তানদের নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। পরে শেখ হাসিনা জিয়াউল আহসানকে ফোন দিলে ইলিয়াস আলীকে চূড়ান্ত গুম করার ইঙ্গিত দেন ওই কর্মকর্তা। এদিকে সরকারের নির্দেশনায় ইলিয়াস আলীকে গুম করা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শেখ মামুন খালেদকে গ্রেপ্তারের পর দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার ৫ দিনের রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করে ফের সাতদিনের রিমান্ড চান তদন্ত সংশ্লিষ্টরা। আদালত আবার তার ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জিজ্ঞাসাবাদে মামুন খালেদ জানান, ইলিয়াস আলীকে গুম করার জন্য কাজ করে ডিজিএফআই ও র‍্যাব'র একটি বিশেষ টিম। তাদের আগে থেকেই ব্রিফ করে তৈরি করা হয়েছিল। সার্বিকভাবে দিকনির্দেশনা মামুন খালেদ নিজেই দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আলোচিত এই গুম নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়ার পর গুমের সঙ্গে জড়িত র‍্যাব ও ডিজিএফআইয়ের সকল সদস্যকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তাদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদিও তাদের কেউ কেউ দেশত্যাগ করেছেন। কেউ আগেই গা-ঢাকা দিয়েছেন। কেউ অবসরে গেছেন। অনেকেই এখনো চাকরিতে বহাল তবিয়তে আছেন। মামুন খালেদ জানিয়েছেন, ইলিয়াস আলী গুম মিশনে ডিজিএফআইতে কর্মরত দু'জন মেজর প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছিলেন। আর ইলিয়াস গুমের বিষয়ে অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষপদধারীরা অবগত ছিলেন।

গুমের স্বীকার বিএনপি'র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলী বেঁচে আছেন নাকি তাকে মারা হয়েছে এমন প্রশ্ন চৌদ্দ বছর ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে তার কর্মী, সমর্থক ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। কিন্তু সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তো উত্তর মিলেনি বরং ওই সময় ইলিয়াস আলী গুম নিয়ে কোনো তদন্তই হয়নি বলে দাবি করেছেন তার পরিবার ও বিএনপি। একটি পক্ষ আগেই ধারণা করেছিলেন ইলিয়াস আলীকে হত্যা করা হয়েছে। আর আরেকটি পক্ষ মনে করতেন ইলিয়াস বেঁচে আছেন এবং তিনি ফিরবেন। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পর ডিজিএফআই নিয়ন্ত্রণাধীন আয়নাঘর খ্যাত বন্দিশালা থেকে গুমের শিকার অনেকেই মুক্তি পান। তখনো ইলিয়াস আলী ফিরেননি। এরপর থেকে তার ফিরে আসার আশা একেবারেই ক্ষীণ হয়ে আসে। সর্বশেষ জাতীয় সংসদে ইলিয়াসপত্নী তাহসিনা রুশদীর লুনাও এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, আমার স্বামী ইলিয়াস আলী কোথায়?

তদন্ত সূত্র জানায়, ঘটনার রাতে সন্ধ্যার পর থেকে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ইলিয়াস আলী তৎকালীন শেরাটন হোটেলে (বর্তমান ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল) বসে মিটিং করছিলেন। রাত ১১টার দিকে তিনি নেতাকর্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তখন থেকেই তাকে অনুসরণ করছিল জিয়াউল আহসানের গুম স্কোয়াডের এক সদস্য। তিনি একটু পর পর ইলিয়াস আলীর গাড়ির অবস্থান জিয়াকে জানিয়ে দেন। মহাখালী পৌঁছার পর ইলিয়াস আলীর গাড়ি সরাসরি অনুসরণ শুরু করে জিয়ার টিম। মহাখালী থেকে বনানীর ২ নম্বর সড়কে যাওয়ার পর গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে থামানোর পর ড্রাইভার আনসারসহ ইলিয়াস আলীকে অপহরণ করে এই টিমের সদস্যরা। তারপর সেখান থেকে নেয়া হয় র‍্যাব-১ সদর দপ্তরে।

ইতিহাসের প্রথম নারী আর্চবিশপ সারা মুলালি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইংল্যান্ডের চার্চ অব ক্যান্টারবেরির ১৪০০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তার নাম ডেম সারাহ মুলালি। ২০২৫ সালের ৩ অক্টোবর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের কার্যালয় থেকে 'আর্চবিশপ অব

ক্যান্টারবেরি' হিসেবে ডেম সারা মুলালির নাম ঘোষণা করা হয়। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যান্টারবেরি ক্যাথেড্রালে আর্চবিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন তিনি। ক্যান্টারবেরি ক্যাথেড্রালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক 'সেন্ট অগাস্টিন' চেয়ারে একজন নারীর আসীন হওয়ার দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের উত্তরসূরি প্রিন্স উইলিয়াম ও তার স্ত্রী ক্যাথরিন, প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারা। আর্চবিশপ হওয়ার আগে সারা মুলালি লন্ডনের প্রথম নারী বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চার্চে যোগ দেওয়ার আগে তিনি প্রায় ৩৫ বছর স্বাস্থ্য খাতে কাজ করেছেন এবং যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) প্রধান নার্সিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ক্যান্টারবেরির ১০৬তম আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। শিশু নিগ্রহের অভিযোগ আড়াল করার দায়ে প্রাক্তন আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি পদত্যাগ করার পর সারাহ মুলালি এ পদে মনোনীত হন।

বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি সদস্যের 'অ্যাঙ্গলিকান কমিউনিয়ন'-এর আধ্যাত্মিক প্রধান হিসেবে কাজ করবেন সারা মুলালি। চার্চ অব ইংল্যান্ড ১৯৯৪ সালে প্রথম নারী যাজক ও ২০১৫ সালে প্রথম নারী বিশপ নিয়োগ দিয়েছিল। সারা মুলালি এমন এক সময়ে দায়িত্ব নিলেন যখন সমকামীদের বিয়ে এবং নারী নেতৃত্ব নিয়ে গির্জার রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ধারার মধ্যে বিভেদ চলছে। বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক রক্ষণশীল চার্চ তার নিয়োগের সমালোচনা করেছে। তবে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা সবাই একই শিকড়ের একটি পরিবার।' সূত্র : রয়টার্স ও বিবিসি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

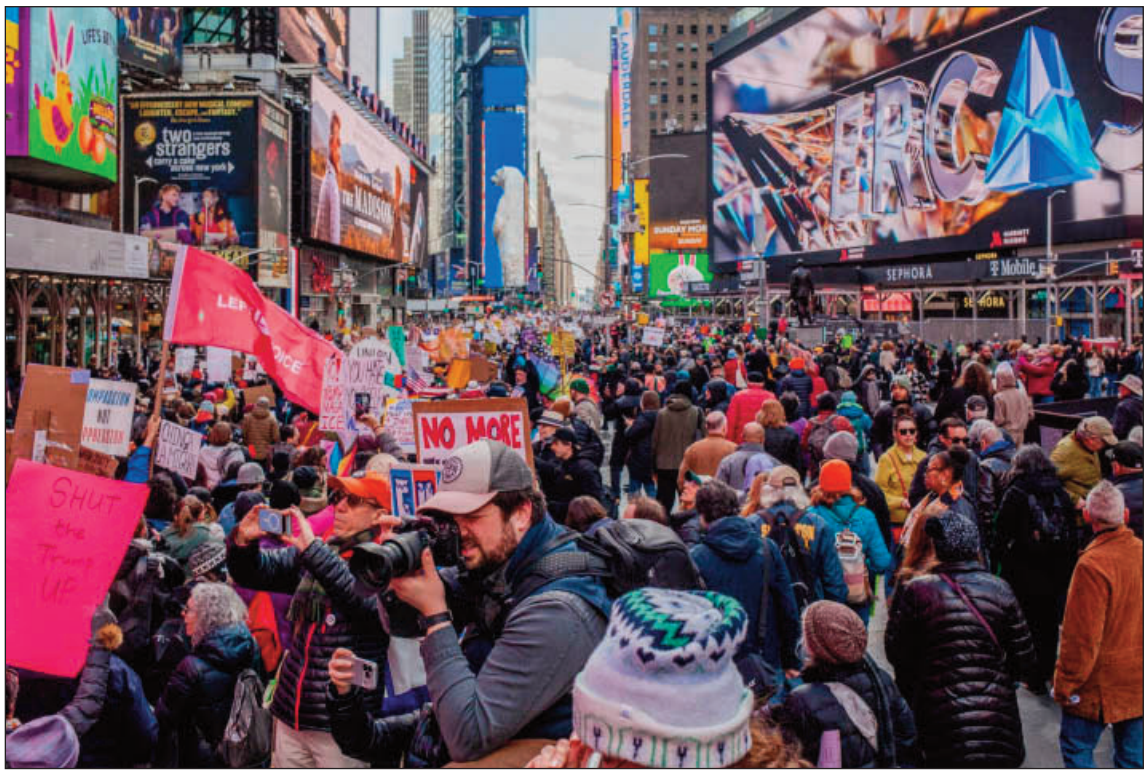

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে 'নো কিংস' বিক্ষোভে ৮০ লাখ মানুষ

(প্রথম পাতার পর)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরও কয়েকটি নীতির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। ট্রাম্পবিরোধী এ বিক্ষোভ 'নো কিংস' বিক্ষোভ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে শনিবার তৃতীয়বারের মতো 'নো কিংস' বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এদিন যুক্তরাষ্ট্রের সব অঙ্গরাজ্যের ৩ হাজার ২০০টির বেশি জায়গায় বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আগের দুটো বিক্ষোভে কয়েক লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। তবে এবার সবচেয়ে বেশি মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় মিছিল হয়েছে নিউইয়র্ক, টেক্সাসের ডালাস, পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া ও ওয়াশিংটনে, যদিও দুই-তৃতীয়াংশ মিছিলের আয়োজন হয়েছে বড় বড় শহরের বাইরে। আয়োজকেরা বলেছেন, গত বছরের জুনে প্রথমবার 'নো কিংস' বিক্ষোভের তুলনায় ছোট ছোট শহরগুলোতে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী সেন্ট পলের বাইরে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাম্পের আগ্রাসী অবৈধ অভিবাসননীতির কারণে এ অঙ্গরাজ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সেখানে বিক্ষোভ মিছিলে অনেকেই নানা ধরনের পোস্টার উঁচিয়ে ধরেছিলেন। কারও কারও পোস্টারে রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটির ছবি দেখা গেছে। এ বছর মিনিয়াপলিসে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা এই দুজনকে গুলি করে হত্যা করেন। জনসভায় মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালৎস বলেন, ট্রাম্প ও তাঁর নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রতিবাদ করছেন, সেটাই প্রমাণ করেছেন তাঁরাই যুক্তরাষ্ট্রের ভালো দিকগুলোর আসল শক্তি। ওয়ালৎস আরও বলেন, 'তাঁরা আমাদের কট্টরপন্থী বলেন। আপনারা একদম ঠিক বলেন, আমরা কট্টরপন্থী, আমরা সত্যই প্রভাবিত হয়েছিড় মানবিকতা দ্বারা প্রভাবিত, শালীনতা দ্বারা প্রভাবিত, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত, গণতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যা কিছু করা সম্ভব, তা করতে আমরা প্রভাবিত হয়েছি।' ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সও মিনেসোটায় বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা এই দেশকে স্বৈরাচার বা অলিগার্কদের দিকে পতিত হতে দেব না। এ দেশে জনগণের শাসন থাকবে।' নিউইয়র্কে ম্যানহাটানে এদিন প্রায় লাখো মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এখানে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজকদের একজন ছিলেন বিখ্যাত হলিউড অভিনেতা রবার্ট ডি নিরো। রবার্ট ডি নিরো বলেন, 'ট্রাম্পের আগে আর কোনো প্রেসিডেন্ট আমাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে এতটা অস্তিত্বের সংকটে ফেলেননি।' ৫৪ বছর বয়সী হলি বেমিস বলেন, তিনি এবং নিউইয়র্কে প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণকারী অন্যরা সেই একই চেতনায় কাজ করছেন, যেভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা আমেরিকান বিপ্লবে লড়াই করেছিলেন। এই নারী বলেন, 'আমরা রাজাদের শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছি এবং আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়েছি। এখন আমরা আবারও ঠিক সেই কাজই করছি।' ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে প্রতিবাদে জড়ো হওয়া লোকজন গণতন্ত্রের সমর্থনে স্লোগান দেন। এ সময় তাঁরা ট্রাম্পবিরোধী প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। মেরিল্যান্ডে একদল বয়স্ক মানুষ হুইলচেয়ারে বসে হাতে প্ল্যাকার্ড ধরে প্রতিবাদ জানান। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন', 'গণতন্ত্র চাইলে আওয়াজ তুলুন' এবং 'ট্রাম্পকে বিদায় দিন'।

ডালাসে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে 'নো কিংস' বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাঁদের বিপরীতে অবস্থান নেওয়া দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রতিবাদে অংশ নেন অবসর জীবনে যাওয়া টেরেসা গানের। তিনি বলেন, তিনি এতে অংশ নিয়েছেন কারণ ডজনবারই স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ ও লোভের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। টেরেসা বলেন, 'ট্রাম্প যা কিছু করছেন, তার সবই নিজেকে আরও ধনী করতে এবং সাধারণ মার্কিনদের কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নিতে।' যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, প্রায় এক হাজার 'দাঙ্গাকারী' একটি ফেডারেল ভবন ঘিরে রাখার সময় দুজনকে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছে, ফেডারেল কারাগারের আশপাশের এলাকা থেকে সরে না যাওয়ার কারণে একাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা একটি বেড়ার ওপার থেকে ইট-পাটকেল ছুড়লে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে।

রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে আলোচনায় পতিত আওয়ামী লীগ

ঢাকা : ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নজিরবিহীন পতন ঘটে পতিত আওয়ামী লীগের। দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও নানাভাবে দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছে পতিত দলটি। এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হওয়ার পরই গণ-অভ্যুত্থানের স্টেকহোল্ডার সংগঠন ও দলগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তির রেখার পরিসর দীর্ঘ হওয়ায় রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। নতুন সরকার গঠন হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগের জেলা ও মহানগর পর্যায়ে শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই জামিনলাভ করেন এবং অনেকেই কারামুক্ত হন। যার ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে পুনরায় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ফেরার গুঞ্জনের ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক বোদ্ধাদেরও কেউ কেউ বলছেন, গণ-অভ্যুত্থানের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হওয়ায় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের বিষয়টি পুনরায় প্রাসঙ্গিকতা লাভ করছে। কিন্তু ফেরার কৌশলটা কি হতে পারে, কারা পতিত দলটিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসনে সহায়তা করতে পারে কিংবা আদৌ ফিরতে সক্ষম হবে কি না- এ রকম নানা প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সূত্র বলছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরই বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস, পিরোজপুর-২ আসনের সাবেক এমপি অধ্যক্ষ শাহ আলম, বরিশাল-৫ আসনের সাবেক এমপি জেবুন্নেছা আফরোজ, বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদুল হক খান মামুনসহ তৃণমূল আওয়ামী লীগের অনেকেই জামিনলাভ করেন। বরিশাল জেলায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের একের পর এক জামিনলাভে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি পতিত দলটির নেতাদের জামিনলাভে বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জনও করেছে। এদিকে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আখলাক হায়দার কুমিল্লা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার বাসায় মিষ্টি ও ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে যান উপজেলা বিএনপির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক সোহেল আহমেদ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় বগুড়ায় সংঘটিত সহিংসতার অভিযোগে করা এক মামলায় কক্সবাজারের সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদিকে নির্বাচনের পর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকেও কয়েকটি মামলায় জামিন দেয়া হয়েছে। এদিকে জুলাই আন্দোলন চলাকালে বর্বোরচিত হত্যাকাণ্ডের মতো বড় অপরাধ করলেও গত দেড় বছরের বেশি সময় পার হলেও বিন্দুমাত্র অনুশোচনাবোধ দেখা যায়নি দলটির কোনো পর্যায়ের নেতৃত্বের মধ্যে। তারপরও ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থী, নারী-পুরুষ ও শিশু হত্যার দায় এড়াতে পুলিশ নিহত হওয়ার ঘটনাকে বারবার সামনে নিয়ে এসে দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্ব ও কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছে। এমন প্রেক্ষাপটে এসব চিহ্নিত অপরাধীদের একের পর এক জামিন দেয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, আইনজ্ঞ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, নিজেদের ভুলের কারণে আওয়ামী লীগের ইতিহাসে সবচেয়ে সঙ্কটময়কাল পার করছে পতিত দলটি। পতনের মাত্র ৪ মাসের মাথায় হওয়া বিদেশী গণমাধ্যমের এক জরিপে আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক করে দেশের মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করা হলেও অপরাধের মাত্রা এত বেশি দীর্ঘ যে গত দেড় বছরের বেশি সময় পার হলেও পতিত দলটির জন্য দেশের মানুষের মন গলেনি, তারাও ফিরে আসতে পারেনি। তথ্য অনুযায়ী, জুলাই আন্দোলনে এক হাজার ৪০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ হাজারের ওপরে আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। কিছু কিছু কতিপয় সুশীল নামধারী আওয়ামী বুদ্ধিজীবী মাঝে মধ্যে টিভি টকশোতে ভিন্ন ন্যারেটিভ উপস্থাপন করে আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। পতিত দলটির সমর্থকগোষ্ঠীর কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলছেন- 'শেখ হাসিনা আসছে, বাংলাদেশ হাসছে!'অবশ্য বিশিষ্ট রাজনীতি বিশ্লেষক ইকতেদার আহমেদ একটি রিফাইন্ড আওয়ামী লীগের কথা বলছেন। তার মতে, দল হিসেবে আওয়ামী লীগতো অপরাধ করেনি। দলের সবাইতো অপরাধী না। জুলাই আন্দোলনে গণহত্যার সাথে জড়িত দলের প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনাও যদি থাকে তাহলে তার অবশ্যই বিচার করতে হবে। তবে যারা অপরাধ করেনি তাদেরকে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে রাজনীতি বিশ্লেষক গোলাম মওলা রনি মনে করেন, আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নেতার প্রতি জনঅসন্তোষ তৈরি হয়ে আছে, যারা অন্যায় করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত, তাদের শাস্তির আওতায় আনা উচিত। শুদ্ধ রাজনীতির স্বার্থে তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়া উচিত হবে না। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের কর্মকাণ্ড, তাদের মধ্যে বিভক্তিসহ সবকিছু মিলিয়ে আওয়ামী লীগ ফেরার প্রাসঙ্গিকতা দেখা যাচ্ছে।

স্থায়ী মিশনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক : যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে 'জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন'-এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গত শনিবার নিউইয়র্কের একটি স্থানীয় হোটেলে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রায় ১৫০ টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘ সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কূটনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতাকে তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ধারণ করে আসছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি অব্যাহত মানবিক সহায়তার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠনমূলক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ কেবল একটি জাতির জন্মলগ্নই নয়, বরং এদিনটি বাঙালি জাতির অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মর্যাদা ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক। এর আগে সকালে মিশনের অডিটোরিয়ামে দিবসটি উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিশিষ্টজনদের বাণী পাঠ করা হয় এবং দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩০৪-২৫৭৯

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

এবার জ্যাকসন হাইটে আমাদের নতুন অফিসে আপনাকে স্বাগতম
Northwell Health
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Root canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
হাসপাতালে যে কোন ডাক্তারের রোগী ভর্তি করে থাকি
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারাজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা
যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭১৩-১২৮৫
kousholyema@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ

নেপালকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সেমিফাইনালে নেপালকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। বুধবার (১ এপ্রিল) মালদ্বীপের রাজধানী মালে'তে নেপালকে ১-০ গোলে হারিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। ম্যাচের একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন মানিক। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে বাংলাদেশ। শুরুতেই বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। তবে ম্যাচের ১১তম মিনিটে এগিয়ে যায় লাল-সবুজের দল। দারুণ এক হেডে বাংলাদেশকে লিড এনে দেন মোহাম্মদ মানিক। তার একমাত্র সেই গোলেই শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। প্রথম থেকেই অনেক আক্রমণ হচ্ছিল। গোল পেতে দশ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। মোর্শেদের চিপ থেকে বক্সে লাফিয়ে হেড করেন মানিক। এতে মালে স্টেডিয়ামের গ্যালারী গোল উৎসবে মাতে। মালে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি প্রবাসী দর্শক রয়েছেন অনেকে। পরের মিনিটে বাংলাদেশ আবার নেপালের জালে বল পাঠায়। আমেরিকান প্রবাসী রোনান সুলিভান দারুণ দক্ষতায় বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গোলরক্ষককে কাটিয়ে বল জালে পাঠান। তিনি যখন বল রিসিভ করেন তখন নেপালের ডিফেন্ডারের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

সহকারী রেফারি অফ সাইডের পতাকা তোলেন। বাংলাদেশের ডাগ আউট থেকে এটার প্রতিবাদ হয়েছে ব্যাপকভাবে। তাতে ১-০ গোলের লিড নিয়ে বাংলাদেশ ড্রেসিংরুমে ফেরে। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ২০-৩০ মিনিট নেপাল বাংলাদেশের উপর যথেষ্ট চাপ রাখে। গোলের কয়েকটি আক্রমণ করলেও গোলরক্ষক মাহিন অবশ্য ভালো সেভ করেছেন। বাংলাদেশও পক্ষান্তরে আক্রমণ করেছে। দুই দলই দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক খেলোয়াড় পরিবর্তন করেছে। রোনানের ভাই ডেকলানকে ম্যাচের শেষের দিকে নামিয়েছেন কোচ মিশু। ডেকলান ভাই রোনানকে বক্সের মধ্যে ভালো পাস দিয়েছিলেন। রোনানের শট নেপালের ডিফেন্ডারে প্রতিহত হয়ে কর্ণার হয়। ৬ মিনিট ইনজুরি সময়ে দুই দলই গোলের জন্য মরিয়া ছিল। আর কোনো গোল না হওয়ায় বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। রোনান-মোর্শেদরা ফাইনালে উঠায় মালে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি প্রবাসীরা উল্লাস করেন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ সাফের এই টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবারও বাংলাদেশ নিজেদের শিরোপা ধরে রাখার মিশন নিয়েই দেশ ছেড়েছিল।

খেলোয়াড় বন্ধুরা রাজনীতি না করে খেলায় মন দিন : প্রধানমন্ত্রী

স্পোর্টস ডেস্ক : কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি না হয়ে মাঠের খেলায় মন দেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার তেজগাঁওয়ে নিজের কার্যালয়ে ক্রীড়া কার্ড ও ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনটি বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'খেলোয়াড় বন্ধুরা, আপনাদের সবার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ,পেশাদার খেলোয়াড়ি জীবনে আপনারা কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নন এবং হবেন না। বরং ক্রীড়ানৈপুণ্য দিয়ে দেশের প্রতিনিধি হয়ে উঠবেন, দেশের জন্য গৌরব ও সম্মান বয়ে আনবেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সময়ে ক্রীড়া শুধু শখ, বিনোদন বা ব্যায়ামের অংশ নয়; বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বে ক্রীড়া এখন পেশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ইঞ্জি-নিয়ারিং বা লিগ্যাল প্রফেশন যেমন পেশা, ঠিক একইভাবে স্পোর্টসও একটি পেশা। পৃথিবী যখন এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই বাংলাদেশও পিছিয়ে থাকতে পারে না; আমরা ইনশা আল্লাহ পিছিয়ে থাকব না।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের স্কুলে যেমন অঙ্ক, ইংরেজি, ভূগোল ও ইতিহাস আবশ্যিক হিসেবে পড়তে হয়, আমরা চাচ্ছি, শিশু যে খেলাটিই পছন্দ করুক, সেটি তাকে খেলতে হবে। সেটাতে তাকে দক্ষ হতে হবে, নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি আমরা খেলাধুলাকেও আবশ্যিক করব।'

ক্রিকেট বোর্ডের অবৈধ নিয়োগ নিয়ে তদন্ত শুরু হচ্ছে

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) দীর্ঘদিনে অবৈধ নিয়োগের মাধ্যমে যারা সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন তদন্ত করে সেগুলো সামনে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। রোববার সংসদ অধিবেশনে এমনটি জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমি-নুল হক। তিনি বলেন, ২০০৮ সাল থেকে যারা দলীয় সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে ক্রিকেট বোর্ডে অবৈধ নিয়োগ হয়েছে, সে সব আমরা দ্রুতই তদন্ত কমিটি করে কারা জড়িত ছিল, ইনশা আল্লাহ জাতির সামনে নিয়ে আসব। সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে আমিনুল বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় থেকে ২০০৮ সাল থেকে ক্রিকেট বোর্ডসহ দলী-য়করণ এবং রাজনীতিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে যে স্থবিরতা নিয়ে এসেছিল এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন যেভাবে ধ্বংসের পথে চলে গেছে, সেই ধ্বংসস্তূপ ক্রীড়াঙ্গনকে নতুনভাবে দলীয়করণমুক্ত, রাজ-নীতিকরণমুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছি।

বগুড়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোশাররফ হোসেন জিজ্ঞেস করেন, বিসিবি নিয়ে কী ভাবছেন। উত্তরে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের যে অর্থ কিংবা জনবল, তারা বিগত সময়ে যে ভোটের অধিকার হরণ করতে একটি গ্রুপকে সহযোগিতার মাধ্যমে এ ধরনের অপকর্ম করেছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই বোর্ডের যারা অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইনশা আল্লাহ।

'তারকাখ্যাতি কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়'

স্পোর্টস ডেস্ক : খেলোয়াড়দের মাসিক ভাতা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, সাবেক পরিচালক মাহবুব আনাম, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল, বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ আরও অনেকেই ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।ক্রিকেটারদের আসলে খেলা চলাকালীন অবস্থায় রাজ-নীতিতে আসা উচিত নাড় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কথার সঙ্গে একমত কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ফারুক বলেন, 'আমি অবশ্যই মনে করি একমত। দুইটা জিনিসড় আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত দিচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তারটা বলেছেন। আমি মনে করি তারকাখ্যাতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করা উচিত না।'

বিসিবির এই সহসভাপতি আরও বলেন, 'রাজনীতি তো একটা মানুষের অধিকার। মনে করেন আপনি হয়তো কোনো না কোনো দলের সমর্থক। আপনি হয়তো কোনো দলের কর্মী না। আমাকে যদি বলেন, আমি একটা দলের সমর্থক, বাট আমি কিন্তু কোনো দলে নাম লেখাইনি। সো এরকম তো আপনি হবেনই, কেননা আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকবে। তবে সত্যি আপনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় যেতে চান, খেলার সময় এটা একদম আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় তিনি যেটা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত।' খেলা ছেড়ে বরং রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন ফারুক। বিসিবি সহসভাপতি সাংবাদিকদের বলেন, 'খেলা ছাড়ার পরে রাজনীতিতে আসার দুনিয়ায় অনেক উদাহরণ আছে। আপনি খেলা ছাড়বেন, এক সময় রাজ-নীতি করবেন। আমাদের কিছু খেলোয়াড় যাঁরা এই সমস্যায় ভুগছেনড় আপনারা সবাই জানেন, নাম বলার প্রয়োজন মনে করি না আমিড় এটা যাতে আর

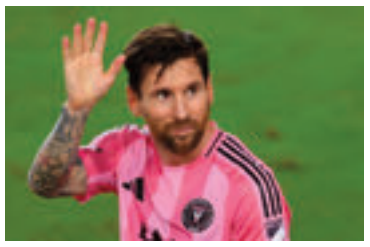

বার্সা যা দেয়নি, মেসিকে সে সম্মানই দিচ্ছে মিয়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক : ইন্টার মিয়ামি তাদের নতুন স্টেডিয়ামের একটি অংশের নাম রাখছে 'লিও মেসি স্ট্যান্ড'। ক্লাবটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি বৈশ্বিক ক্রীড়াজগতে এক বিরল ঘটনা, যেখানে একজন খেলোয়াড় এখনো নিজের মাঠে নিয়মিত খেলছেন এবং সেই মাঠেই তার নামে একটি স্ট্যান্ড রয়েছে।ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সাধারণত এই ধরনের সম্মান অতীতের দিকে তাকিয়ে দেওয়া হয়। আর সে কারণেই আমাদের এই কাজটি সবার চেয়ে আলাদা। কারণ আমরা এই কাজটা করেছি বর্তমান খেলোয়াড়ের জন্য। লিও যখন মাঠে নামেন তখন আপনি যা অনুভব করেন সে অনুভূতি থেকে আমরা এই স্ট্যান্ডের নামকরণটা করেছি।'

লিওনেল মেসির জীবনে বার্সেলোনা এক সোনালী অতীত, বার্সার জন্য মেসিও ঠিক তাই। অতিসম্প্রতি নতুন স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেছে এই ক্লাবও। তবে কাতালান এই ক্লাব অবশ্য মেসির নামে কোনো স্ট্যান্ড রাখেনি। বর্তমান খেলোয়াড় হলেও ইন্টার মিয়ামি ঠিক সে সম্মানটাই দেখিয়েছে মেসির প্রতি। লিও মেসি স্ট্যান্ড স্টেডিয়ামের নিচের স্তরের ১১৭ থেকে ১২১ নম্বর এবং উপরের স্তরের ২১৭ থেকে ২২৩ নম্বর সেকশন জুড়ে বিস্তৃত হবে। ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে মেসি দলকে সেই মৌসুমের লিগস কাপ, ২০২৪ সালের সাপোর্টার্স শিল্ড ও ২০২৫ সালের এমএলএস কাপ জিতিয়েছেন। পাশাপাশি দলটি এমএলএসের ইতিহাসে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ পয়েন্টের রেকর্ডও করেছে। ব্যক্তিগতভাবে মেসি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে পরপর দুবার এমএলএসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন, যা আগে কেউ করেননি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৯৪ ম্যাচে ৮২ গোল ও ৫৩ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।

৭ বছর কারাদণ্ড হতে পারে নাসির দম্পতির

স্পোর্টস ডেস্ক : তালাক না দিয়ে বিয়ে করার অভিযোগ অস্বীকার করে আদালতে সাফাই সাক্ষ্য দিলেন জাতীয় দলের সাবেক তারকা ক্রিকেটার নাসির হোসেনের স্ত্রী তামিমা সুলতানা তাম্মি। সোমবার (৩০ মার্চ) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে নিজেদের নিরাপরাধ দাবি করে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান তিনি। ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি উত্তরার একটি রেস্তোরাঁয় জাতীয় দলের এক সময়ের ক্রিকেটার নাসির ও তামিমার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

কিন্তু তামিমা তার আগের স্বামীকে তালাক না দিয়েই এই বিয়ে করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় তামিমার আগের স্বামী রাকিব একই বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি তামিমা সুলতানা ও নাসিরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। একই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর নাসির ও তামিমার বিরুদ্ধে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এরপর ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অভিযোগ গঠন করে আদালত। এই মামলায় দোষ প্রমাণিত হলে ৫ থেকে ৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন ক্রিকেটার নাসির ও তার স্ত্রী তামিমা।

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকবেন বাংলাদেশি আম্পায়ার

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি বছরের জুনে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যেখানে অংশ নেবে বাংলাদেশ নারী দলও। বাছাইপর্বের লড়াই সফলভাবে পেরিয়ে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল ইতোমধ্যে মূলপর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছে। একই সঙ্গে এই আসরে বাংলাদেশ থেকে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছেন সাথিরা জাকির জেসি।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ইতোমধ্যেই জেসিকে বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের জন্য মনোনীত করেছে। টুর্নামেন্ট শুরু হতে এখনও কিছু সময় বাকি থাকায় নিজের প্রস্তুতি আরও ভালোভাবে নিতে পারবেন তিনি। এর আগে ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন জেসি। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ 'এ'-তে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডস। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে মোট চারটি দল মূলপর্বে উঠেছে। বাংলাদেশ পড়েছে 'এ' গ্রুপে, আর বাকি তিন দল–আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস আছে 'বি' গ্রুপে। আগামী ১২ জুন এজবাস্টনে স্বাগতিক ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের উদ্বোধন হবে। একই মাঠে ১৪ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গ্রুপপর্ব চলবে ১২ থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত। এরপর ৩০ জুন ও ২ জুলাই দ্য ওভালে অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল, আর ৫ জুলাই ঐতিহ্যবাহী লর্ডসে হবে ফাইনাল ম্যাচ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

একাধিক নায়িকার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন রাজ

বিনোদন ডেস্ক : ক্যারিয়ারের বয়স খুব বেশি না হলেও, নায়িকাদের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে বরাবরই আলোচনায় ছিলেন অভিনেতা শরিফুল রাজ। তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি আসে, যখন কয়েকজন পরিচিত নায়িকার সঙ্গে তার একটি ব্যক্তিগত ভিডিও অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে। এবার সেই বিতর্কিত ভিডিও ফাঁস এবং একাধিক নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন আলোচিত এই অভিনেতা। সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উপস্থাপক সরাসরি রাজের দিকে নাজিফা তুষি, তানজিন তিশা, সুনেরাহ বিনতে কামাল, শিরিন শিলা, বিদ্যা সিনহা মিম এবং বুবলীর মতো তারকাদের নাম ছুড়ে দেন।

এতগুলো নাম শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে রাজ হাসতে হাসতে সরাসরি বলেন, কোনো মানুষের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলো সম্পর্ক বয়ে বেড়ানো একেবারেই অসম্ভব। তিনি জানান, এই নায়িকাদের সঙ্গে তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং তারা সবাই তার খুব ভালো বন্ধু। বিশেষ করে 'আইসক্রিম' সিনেমার সহশিল্পী নাজিফা তুষির সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে রাজ বলেন, 'ওরা আমার বাসায় আসে এবং আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিই।'

'নেটওয়ার্কের বাইরে' ও 'হাওয়া' সিনেমার মতো সফল কাজের পর, সেই ভিডিও ফাঁসের ঘটনাটি রাজের ক্যারিয়ারে বড় প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়ে রাজ সরাসরি দাবি করেন, কেউ তাকে সামাজিকভাবে নিচে নামানোর জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজটি করেছে। তার মতে, কেউ একজন তার দুর্বল জায়গা খুঁজে পেয়ে, তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ভিডিওটি জনসমক্ষে এনেছে।

বিনোদন দুনিয়া থেকে কর্পোরেট জগতে মাধুরী

বিনোদন ডেস্ক : রূপালি পর্দার সাফল্যের পর এবার ব্যবসায়িক জগতে পা রাখলেন অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। মুম্বাইয়ের একটি প্রিমিয়াম এলাকায় 'ওয়ান লোধা প্লেস'-এ দীর্ঘমেয়াদি কমার্শিয়াল অফিস স্পেস লিজে নিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, অফিস ইউনিটের আয়তন প্রায় ৭৩১ বর্গফুট এবং সঙ্গে রয়েছে একটি পার্কিং স্পেস। চুক্তিতে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি সিকিউরিটি ডিপোজিটও জমা রাখা হয়েছে। লিজ চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর এবং প্রাথমিক মাসিক ভাড়া ধরা হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। প্রতি বছর ভাড়া বাড়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

এই অফিস স্পেসে মাধুরী কর্পোরেট উদ্যোগ, নতুন ব্যবসায়িক প্রজেক্ট বা ব্র্যান্ড সংক্রান্ত কাজ শুরু করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে। অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এই পদক্ষেপটি তার বিনোদন থেকে ব্যবসা জগতে সম্প্রসারণের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

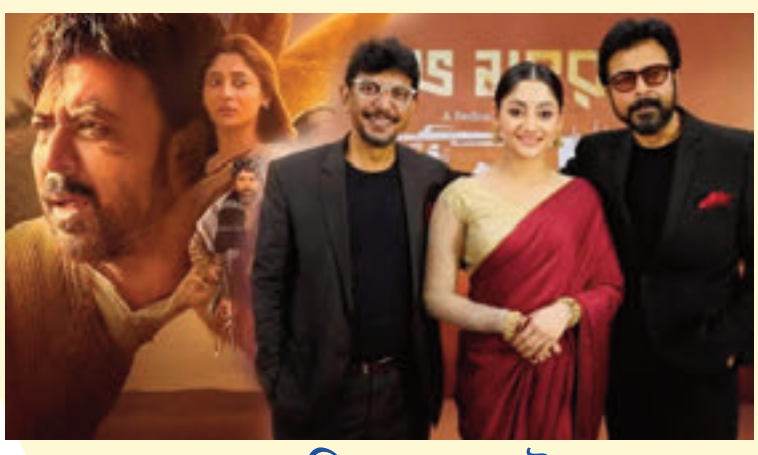

দেশ ছাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে 'দম'

বিনোদন ডেস্ক : ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলে 'দম' এবার সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। আগামী ১০ এপ্রিল থেকে নিউ ইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে 'দম'। ছবির প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশনা সংস্থা বায়োস্কোপ ফিল্মসের রাজ হামিদ গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রযোজক শাকিল জানান, নিউ ইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলেসে এক সপ্তাহ চলার পর ১৭ এপ্রিল থেকে কানাডার বিভিন্ন শহরে 'দম' মুক্তি দেওয়া হবে। বায়োস্কোপ ফিল্মসের রাজ হামিদ বলেন, 'উত্তর আমেরিকার দর্শক বাংলা সিনেমাকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। এটি আমাদের ৫৩তম পরিবেশনা। দর্শকদের ভালোবাসার কারণেই আমরা এতদূর আসতে পেরেছি।'

বর্তমানে সিনেমাটি দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে দাপটের সাথে চলছে এবং এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সিনেপ্লেক্সগুলোতে প্রবাসী দর্শকদের নজর কেড়েছে। উল্লেখ্য, সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত 'দম' সিনেমাটির একটি বড় অংশের শুটিং হয়েছে কাজাখস্তানে। এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড প্রযোজিত এবং চরকি সহপ্রযোজিত এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আফরান নিশো ও পূজা চেরী। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। এবার দেখার বিষয়, সুদূর লস অ্যাঞ্জেলেস আর নিউ ইয়র্কের দর্শকদের হৃদস্পন্দন কতটা বাড়িয়ে দেয় আফরান নিশো অভিনীত এই 'দম'।

প্রিয়াংকাকে উপেক্ষা হলিউড তারকাদের!

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া গত কয়েক বছর ধরে হলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। সম্প্রতি তিনি অস্কারের মঞ্চেও উপস্থাপনা করেছেন। ইতালির মিলানে সেই অনুষ্ঠানে প্রিয়াংকা চোপড়াকে হলিউড তারকাদের পক্ষ থেকে উপেক্ষা করার দাবি ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে সমালোচনার গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানপরবর্তী সময়ে এমন কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাকে ডুয়া লিপার সঙ্গে সাবলীলভাবে আড্ডা দিতে দেখা গেছে। এ সময় সেখানে ছিলেন হলিউড অভিনেতা জেইক গেলিনহ্যাল ও অভিনেত্রী অ্যানি হ্যাথওয়েও।

সেই অনুষ্ঠানের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রিয়াংকা চোপড়া অন্য তারকাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও তার সতীর্থরা তাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। এমন দৃশ্যই দেখা গেছে। এরপরই সামাজিক মাধ্যমের নেটিজেনরা দাবি তোলেন, গায়িকা ডুয়া লিপাসহ বাকি তারকারা প্রিয়াংকাকে এড়িয়ে গেছেন। এমন বিতর্কের একপর্যায়ে এক জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার প্রিয়াংকার সমর্থনে একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ভারতীয় গণমাধ্যম ও নেটিজেনরা নিজেদের দেশের তারকার সাফল্য উদযাপন না করে উল্টো তাকে ছোট করার চেষ্টা করছেন।

জলে ডুবেই নিষ্প্রাণ একই গানের দুই রূপকার জুবিন-রাহুলের

বিনোদন ডেস্ক : পিয়া রে, পিয়া রে, কাঁদে হিয়া রেড়'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমার আইকনিক এই গানের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা দুই শিল্পী রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি ও জুবিন গার্গ, এখন দুজনের কেউই আর বেঁচে নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই দুই তারকারই মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবে। তাদের এই সলিল সমাধি পরিণত হয়েছে বড় আক্ষেপে, শোকে। বলিউডের 'গ্যাংস্টার' সিনেমার 'ইয়া আলি' থেকে শুরু করে টলিউডের 'বোঝেনা সে বোঝেনা', 'মন মানে না' কিংবা 'পিয়া রে'ড়এই গানগুলোর পরতে পরতে মিশে আছে নব্বই দশক ও জেনজিদের আবেগ। এই গানগুলোর জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ছিলেন প্রয়াত জুবিন গার্গ। গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে পানিতে নেমে ডুবে মারা যান আসামে জন্ম নেওয়া এই গায়ক। শুরুতে তার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও পরে সিঙ্গাপুরের আদালত এটিকে নিছক দুর্ঘটনা বলেই নিশ্চিত করে। জুবিনের সেই আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতবর্ষের পাশাপাশি কেঁদেছিল বাংলাদেশের অসংখ্য ভক্তও।

জুবিনের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে না উঠতেই এবার ওপার বাংলা থেকে এল আরও এক দুঃসংবাদ। গত বুধবার (২৯ মার্চ) দিঘার তালসারি সৈকতে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যান অভিনেতা রাহুল। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমার মূল চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন তিনি। দুই শিল্পীর মৃত্যুর মধ্যে সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকলেও ঘটনাপ্রবাহে রয়েছে এক অদ্ভুত ও বিষাদময় মিল। দুজনকেই কেড়ে নিয়েছে জল। ২০০৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় গান 'পিয়া রে'-তে পর্দায় ঠোঁট মিলিয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত রাহুল, আর নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছিলেন জুবিন গার্গ। প্রিয় চ্যাটার্জির কথায় এবং জিৎ গাঙ্গুলীর সুরে কৈশোরের প্রেম, অপূর্ণতা আর আবেগের প্রতীক হয়ে ওঠা এই গানটি মিশে গিয়েছিল শ্রোতা-দর্শকদের মনে। সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের প্রতিক্রিয়াতেও এক বিষণ্ণ হাহাকার। এক নেটিজেন গানটির কাটপিস শেয়ার করে লিখেছেন, 'জুবিনের পর রাহুলও চলে গেল, আর থেকে গেল শুধু এই কালজয়ী গানটা। ১৯৮৩ থেকে শুরু হওয়া রাহুলের এই সফর যেন চিরদিনই আমাদের মনে থেকে যাবে।' অন্য এক ভক্তের কণ্ঠে ঝরে পড়েছে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা, 'জুবিন এবং রাহুল, কেউই নেই। দুজনেই বিলীন হলো সেই অতল সমুদ্রে।' এই 'পিয়া রে' গানটিই দিয়ে রাহুল-জুবিন, দুজনের ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছিল; দীর্ঘ সময় দর্শকের কাছে তাদের একসঙ্গে স্মরণীয় করে রেখেছিল। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, এই গানের পর্দার মুখ ও নেপথ্যের কণ্ঠ দুজনেরই মৃত্যু হলো 'জলে ডুবে'। জনপ্রিয় এই দুই তারকার দুই বাংলার ভক্তদের মাঝে এখন এসব নিয়েই আক্ষেপ।

ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে শাকিবের ফেসবুক পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান। শনিবার (২৮ মার্চ) ছিল এই তারকার জন্মদিন। এদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্ত ও সহকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন জনপ্রিয় এই তারকা।এবার ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করলেন শাকিব। রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেতা জানান, জন্মদিনে পাওয়া অসংখ্য শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় তিনি এখনো অভিভূত।

এক আবেগঘন বার্তায় এই মেগাস্টার লিখেছেন, আমার জন্মদিনে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে আসা অগণিত ভালোবাসা এবং আন্তরিক শুভেচ্ছায় আমি এখনো অভিভূত। আমার পাশে থাকার জন্য এবং এই বিশেষ দিনটি এত উষ্ণতার সঙ্গে উদযাপনের জন্য সব শুভাকাঙ্ক্ষী ও গণমাধ্যমকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

এই ভালোবাসাই আমার শক্তি, এই সমর্থনই আমার অনুপ্রেরণা। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের সবসময় আমার সেরাটা দিয়ে যাব। কৃতজ্ঞ, বিনম্র এবং সত্যিই ধন্য।

হলিউড ছাড়ছে অস্কার

বিনোদন ডেস্ক : একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস ১০ বছরের জন্য লস অ্যানজেলেসভিত্তিক বিনোদন প্রতিষ্ঠান এইইজি'র সঙ্গে চুক্তি করেছে। এর ফলে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন পথে হাঁটছে অস্কার। ২০২৯ সাল থেকে হলিউডের ডলবি থিয়েটারের পরিবর্তে অনুষ্ঠানটি সরানো হচ্ছে ডাউনটাউনের পিকক থিয়েটারে। বড় পরিবর্তন আসছে সম্প্রচারেও। এবিসি টেলিভিশনের পরিবর্তে অস্কার অনুষ্ঠান দেখা যাবে ইউটিউব প্ল্যাটফরমে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশি তরুণীর মর্মান্তিক মৃত্যু

(শেষ পাতার পর)

ইমাম। পুলিশ জানায়, উডসাইডের রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ ও ৬২তম স্ট্রিটের সংযোগস্থলে (বাংলাদেশি মালিকানাধীন গ্রোসারি 'ফুড ফেয়ার'-এর সামনে) রাত প্রায় ১১টা ৫৫ মিনিটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সে সময় নিশাত ক্রসওয়াক দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। পশ্চিমমুখী রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ দিয়ে আসা 'রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসেস'-এর একটি স্যানিটেশন ট্রাক ডান দিকে ঘুরে ৬২তম স্ট্রিটের উত্তরমুখী লেনে ওঠার সময় তাকে ধাক্কা দেয়। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, সংযোগস্থলের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই জরুরি সেবা (ইএমএস) কর্মীরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বড় বোন নওশিন জান্নাত সোমবার সকালে পরিবারের কুইন্সের বাসায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "আমার বাবা-মা ভেঙে পড়েছেন। ঘরের ভেতর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।"তিনি জানান, নিশাত জ্যামাইকার পারসন্স বুলেভার্ডে একটি পার্কিং গ্যারেজে রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করতেন এবং কালো ইউনিফর্ম পরতেন। রোববার রাত ১১টার দিকে কাজ শেষে ছোট বোনের জন্য কেক আনতে তিনি উডসাইড ট্রেন স্টেশনে নামেন। এরপর তার সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় এবং বাসায় না ফেরায় নওশিন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে নিশাতের ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে রাত প্রায় ২টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারপাশে পুলিশ দেখতে পান।নওশিন আরও বলেন, "আমার বোন খুব আশাবাদী ছিল। সে সবসময় মানুষকে বলত–আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে।" নিশাত তার দুই ছোট বোন–যাদের বয়স ৯ ও ৪ বছর–রেখে গেছেন।বোনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সে বলত–আশা রাখো। মৃত্যু যেকোনো সময় আসতে পারে, তাই প্রস্তুত থাকো। বর্তমানেই বাঁচো, এই মুহূর্তের জন্য বাঁচো। অতীত বা ভবিষ্যতে আটকে থেকো না।"

দুর্ঘটনায় জড়িত স্যানিটেশন ট্রাকটির ৩৮ বছর বয়সী নারী চালক ঘটনাস্থলেই ছিলেন এবং সামান্য আঘাতের জন্য চিকিৎসা নেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের হাইওয়ে ডিস্ট্রিক্টের কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড বিষয়টি তদন্ত করছে।'রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসেস' এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা তদন্তে পুলিশকে সহযোগিতা করছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক প্রতিষ্ঠান 'ওয়েস্ট কানেকশনস'-এর এক মুখপাত্র বলেন, "কুইন্সে রোববার ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। নিহতের পরিবার ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা রইল। চলমান তদন্তের স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্টদের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করছি না।"

এদিকে, কুইন্সের উডসাইড এলাকার বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদে ৩১ মার্চ মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর নিশাতের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন তার বাবা হেলাল আহমদ। জানাজায় নিহতের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি ও অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির মানুষ অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের প্রতিনিধি ও স্থানীয় অ্যাসেম্বলি সদস্যের প্রতিনিধিরা। জানাজাস্থলজুড়ে ছিল শোকের আবহ; অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

নিহতের বাবা হেলাল আহমদ সন্তানের অকালমৃত্যুতে শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি সন্তানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া চান। জানাজা শেষে মরদেহ নেওয়া হয় নিউ জার্সির একটি মুসলিম কবরস্থানে, যেখানে তাকে দাফন করা হয়। শেষ বিদায়ে সেখানে উপস্থিত হন স্বজন ও কমিউনিটির অসংখ্য মানুষ।

উল্লেখ্য, নিহত নিশাত জান্নাতের পরিবার ২০১৭ সালে অভিবাসী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসে। তাদের দেশের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ এলাকায়।

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিণ)'র উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা জনাব হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক, সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ বদিউল আলম ও সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর খান ডিউক। প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জনাব জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া। বক্তব্য রাখেন নিউ-ইয়র্ক মহানগর দক্ষিণের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এমলাক হোসেন ফয়সাল, খলকুর রহমান, জিয়াউল হক মিশন, নাসির উদ্দিন, জহুরা বেগম, রিপন মিয়া ও সাহাদাত হোসেন রাজু। নিউ ইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের সাবেক সদস্য জামালুর রহমান চৌধুরী, সুলতান ভুইয়া, নূর আলম, নুরুল হুদা ও জামাল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ্জামান, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, তোফাজ্জল হোসেন, মোঃ আকতার হোসেন, আনোয়ার হোসেন মন্ডল, আকরাম হোসেন, রিদওয়ানুল বারী, মোঃ রাশেদ মিয়া, দিদার চৌধুরী, মোঃ সোহেল রানা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষনা এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মান করতে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশের বিরুদ্ধে যেন কেউ কোনো ষড়যন্ত্র না করতে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে ও দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করে যখন শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করেছিলো তখনও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের স্বার্থে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জিয়া পরিবার সবসময় বাংলাদেশের জনগণের পাশে থেকে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সভা শেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও সিনিয়র সহস-ভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন এর রোগমুক্তি কামনায় মোনাজাত ও দোয়া করা হয়।

যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে বিশ্ব অর্থনীতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্ব অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে ইরান ও ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের উত্তাপ। জ্বালানি তেল, সার, ভোজ্য তেল, খাদ্যশস্য, শিশুখাদ্য আমদানি এমনকি সোনার বাজারেও পড়েছে যুদ্ধের প্রভাব। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এ যুদ্ধের কারণে পাল্টে গেছে বিশ্ববাণিজ্যের চিত্র। হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধে জাহাজ চলাচল করতে না পারায় প্রভাব পড়ছে জ্বালানি খাতে। কাতার, সৌদি আরব, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশের তেল ও গ্যাস কূপগুলো ইরানের হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিঘ্ন হচ্ছে জ্বালানি ও খাদ্য সরবরাহ। এক মাসের ব্যবধানে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। জ্বালানির দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। সংকট এড়াতে কোনো কোনো দেশ সরকারি ছুটি ঘোষণা করছে। দ্বিগুণ দামে এলএনজি আমদানি করছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'এ যুদ্ধ সব হিসাবনিকাশ পাল্টে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যা ভেবেছিল তা হয়নি। ইরান হয়তো কিছুতেই পিছু হটবে না। তারা যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা ধরে ফেলেছে। মনে হয় এ যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হবে। বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কভিড-১৯ মহামারির পর বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এতটা কঠিন সময় আর আসেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যপণ্যের বাজারে প্রভাব পড়লেও সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বলছে, বিশ্ব অর্থনীতি অনিশ্চয়তার পথে চলে গেছে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা বলেছে, খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আগামী মৌসুমে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়বে। কোনো কোনো অঞ্চলে খাদ্যসংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে সাপ্লাই চেইনকে নতুন করে অস্থির করেছে। সরবরাহ বিঘ্ন, শিপিং ব্যয় বৃদ্ধি এবং কাঁচামালের ঘাটতির কারণে প্রায় সব খাতেই মূল্যস্ফীতি ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববাজার-ব্যবস্থার সূচক ঘেঁটে দেখা গেছে, এক মাসের ব্যবধানে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ১২ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এলএনজির দাম স্পট মার্কেটে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত লাফ দিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কৃষ্ণসাগর করিডরে সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাদ্যপণ্যের দাম দ্রুত বেড়েছে। এর সঙ্গে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব যুক্ত হয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে গমের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ১৮ থেকে ২২ শতাংশ বেড়েছে। সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেল ২০-২৫, চিনির দাম ১৫-১৮ এবং ভুট্টা ও পশুখাদ্যের দাম ১২-১৭ শতাংশ বেড়েছে। এর প্রভাব পোলট্রি ও গবাদি পশুর মাংসে পড়ছে। সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের খরচ কোথাও কোথাও ৪ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। নিরাপত্তার কারণে বিভিন্ন রুটে জাহাজ চলাচল কমেছে ৬০ শতাংশ। অধিকাংশ জাহাজ দীর্ঘ পথে কেপ অব গুড হোপ দিয়ে ঘুরে গন্তব্যে যাচ্ছে। বেড়েছে কনটেইনার ভাড়াও। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিমার প্রিমিয়াম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত। সূত্র জানান, শুধু শিপিং ব্যয় বাড়ার কারণে সব আমদানি পণ্যের দাম বেড়েছে। শিল্পকারখানার কাঁচামাল, ধাতু, রাসায়নিক, সার, কপার, নিকেল, অ্যালু-মিনিয়াম, চিপ ও ইলেকট্রনিকস শিল্পে ব্যবহৃত ধাতুর দাম ২০ এবং পলিমার, পিইটি রেজিন ও প্লাস্টিক পণ্যের দাম ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে কৃষি খাত। কমবে উৎপাদন। কেননা কাতার থেকে যেসব দেশে সার সরবরাহ করা হয়, সেসব দেশই কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার বিরাট অংশের সরবরাহ দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে সারের দাম ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বাড়তি দামেও সার পাচ্ছে না অনেক দেশ। সরবরাহ চেইন প্রায় ভেঙে পড়েছে। আসছে মৌসুমের কৃষি উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাবে।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এপ্রিসিয়েশন নাইট

(শেষ পাতার পর)

নানা ধরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করে থাকে। এমনি একটি অনুষ্ঠান ছিলো ফিজিশিয়ানস এপ্রিসিয়েশন নাইট। গত ২৮ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান অনুষ্ঠানটি ছিলো বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত। লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেলস্থ দ্য রয়াল পাম পার্টি হলের এ অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের অনেকেই সম্মানিত এবং প্রশংসিত হন তাদের পেশাগত কর্মদক্ষতা সেবা প্রদানের জন্য। এছাড়া চিকিৎসকদের অনেকে অংশ নেন সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করে। এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী প্রতীক হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষন ছিলো নাটক সংকটে শয়তান।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসের পরপর অনুষ্ঠিত আনন্দঘন এ মিলন মেলায় অংশ নেন বিএমএনএ'র পরিবারের সদস্যগণ।

নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' ১৭ মে

(শেষ পাতার পর)

ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। প্যারেডটি যৌথভাবে আয়োজন করছে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ), হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস এবং ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল। এ উপলক্ষে ১ এপ্রিল বুধবার জ্যাকসন হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির গ্র্যান্ড মার্শাল এম আজিজ, চেয়ারম্যান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কনভেনর গিয়াস আহমেদ, মেম্বার সেক্রেটারি ফাহাদ সোলায়মান, চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফেডি রকি, কো-অর্ডিনেটর আব্দুস সোবহান ও বাপা'র সভাপতি ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম প্যারেডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এছাড়াও নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা, সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩০ এর আগামী প্রাইমারি নির্বাচনে প্রার্থী শামসুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট তরিকুল ইসলাম মিঠু, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি ফয়সাল আজিজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির চিফ কো-অর্ডিনেটর আহসান হাবীব, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ মে রোববার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউয়ের ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৯ স্ট্রিট পর্যন্ত এলাকায় প্যারেডটি অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে সিটি কর্তৃপক্ষের অনুমতিও ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ জানান, এবারের আয়োজন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হবে। সফলভাবে প্যারেড আয়োজনের লক্ষ্যে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে গিয়াস আহমেদকে আহ্বায়ক, ফাহাদ সোলায়মানকে সদস্য সচিব এবং অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এছাড়া ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে রয়েছেন লায়ন ফেডি রকি এবং চিফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন লায়ন আহসান হাবীব।

এবারের প্যারেডে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা অংশ নেবেন। ইতোমধ্যে জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা এবং অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আয়োজকরা আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফেডারেল জজ নুশরাত জাহান এবং নিউইয়র্ক স্টেট জজ সোমা সাঈদকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবারের প্যারেডে গ্র্যান্ড মার্শাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম আজিজ এবং ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে প্রতি বছর এই প্যারেডটি নিউইয়র্কে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সকল প্রবাসী বাংলাদেশিকে ১৭ মে অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড-২০২৬' সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের নাগরিকদের অ্যাসাইলাম আবেদন নেয়া হবে

(প্রথম পাতার পর)

ইমিগ্রান্টের গুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ এবং এর মধ্যে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সব অ্যাসাইলাম ভিসা বা আশ্রয় আবেদনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। পাঁচ মাস বিরতির পর এখন সিদ্ধান্ত বদলেছে যুক্তরাষ্ট্র। রয়টার্স ও ক্লমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আবার কিছু আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইউএস সিটিজেন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস জানিয়েছে, তারা এখন যেসব দেশকে 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' মনে করছে, শুধু সেসব দেশের আবেদনকারীদের মধ্য থেকে এই অ্যাসাইলাম ভিসার আবেদন গ্রহণ করবে। তবে এসব আবেদনকারীদের কঠোর নিরাপত্তা ও অতীত ইতিহাস যাচাইয়ের (ব্যাকগ্রাউন্ড চেক) প্রক্রিয়া পার হতে হবে। তা কোন কোন দেশকে 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' ধরা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে বলেনি কর্তৃপক্ষ। তবে যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বা অন্যান্য বিধিনিষেধের আওতায় আছে, সেসব দেশের নাগরিকদের অ্যাসাইলাম ভিসার আবেদন নিয়ে কাজ করবে না মার্কিন প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশের জন্য অভিবাসী ভিসা (ইমিগ্র্যান্ট ভিসা) প্রক্রিয়া জানুয়ারি থেকে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সিদ্ধান্ত স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের উদ্দেশ্যে যাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন পারিবারিক বা চাকরিভিত্তিক ভিসা। এটি অ্যাসাইলাম ভিসার ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, কারণ আশ্রয় একটি আলাদা আইনি প্রক্রিয়া। তবে বাংলাদেশের নাগরিকরা এখনই অ্যাসাইলাম ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন কি না, করলে সে আবেদন গ্রহণ করা হবে কি না, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। মার্কিন প্রশাসন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধের আওতায় থাকলে অ্যাসাইলাম ভিসার আবেদন গ্রহণ করা হবে না জানিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের ওপর ইমিগ্রেশন ভিসার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ থাকায় বাংলাদেশ এই 'বিধিনিষেধ'-এর আওতায় পড়বে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

গত নভেম্বর মাসে হোয়াইট হাউসের কাছে আততায়ীর হাতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ এবং পরে তাঁদের একজন মারা যাওয়ার ঘটনার পর অ্যাসাইলাম ভিসার এই প্রক্রিয়া স্থগিত করে যুক্তরাষ্ট্র। কর্তৃপক্ষ তখন জানিয়েছে, হামলাকারী একজন আফগান নাগরিক, যিনি ২০২১ সালে বিশেষ একটি অস্থায়ী কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিলেন। এই ঘটনার পর প্রশাসন আগ থেকে চলে আসা যাচাইবাছাই ব্যবস্থার সমালোচনা করে এবং আরও কঠোর অভিবাসন নীতি চালু করে। অ্যাসাইলাম ভিসার প্রক্রিয়া প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরে আরও কিছু দেশকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করা হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব দেশ এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই, সেসব দেশের আবেদনকারীরা এখন আবার তাঁদের আবেদন এগিয়ে নিতে পারবেন। তবে প্রক্রিয়াটি আগের মতোই কঠোর থাকবে এবং অনুমোদন পাওয়া এখনো কঠিন হতে পারে।

সরকার আরও কিছু নিয়ম কড়াকড়ি করেছে। এখন আশ্রয়প্রার্থীদের বেশি যাচাইবাছাইয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকাকালে তাঁদের কাজের সুযোগেও কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। এসবের পাশাপাশি কয়েকটি শহরে অভিবাসন আইন প্রয়োগও জোরদার করা হয়েছে।

যুদ্ধে প্রতিদিন খরচ ২০০ কোটি ডলার

(প্রথম পাতার পর)

বিশেষজ্ঞরা। বৈশ্বিক সংঘাতের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে এমন ধারণার কথা বলেছেন। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কস্ট অব ওয়ার' প্রকল্পের পরিচালক স্টেফানি সাভেল বলেন, অস্ত্র ব্যয়, সামরিক খরচ, যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদের ক্ষতি এবং অন্যান্য খাতে খরচ মিলিয়ে এই যুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশটির কয়েক হাজার কোটি ডলার খরচ হয়ে গেছে। স্টেফানি সাভেল আরও বলেন, যুদ্ধ যত দিন চলবে, প্রতিদিনই সরকারি ঋণের ওপর বিশাল চাপ যুক্ত হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন মার্চ মাসের শুরুতে কংগ্রেসকে বলেছে, যুদ্ধের প্রথম ৬ দিনেই তাদের ১ হাজার ১৩০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে। তবে সাভেলের ধারণা, প্রকৃত খরচের পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা বাজেট বিশেষজ্ঞ লিন্ডা বিলমেস মনে করেন, বর্তমানে যুদ্ধের দৈনিক খরচ ২০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কস্ট অব ওয়ার' প্রকল্পের পরিচালক স্টেফানি সাভেলের মতে, এই বিপুল খরচের চাপ শেষ পর্যন্ত সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ওপরই পড়ে। ইতিমধ্যে জ্বালানির দামে 'অস্থিরতা' তৈরি হয়েছে। মূল্যস্ফীতি, ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা এবং বিমা খরচের ওপর দীর্ঘ মেয়াদে এর প্রভাব পড়তে পারে। এদিকে হোয়াইট হাউস মার্চ মাসেই ইরান যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি ডলার বরাদ্দ চেয়েছে। সাভেল একে 'বড় অঙ্কের বরাদ্দ' বলে উল্লেখ করেছেন।

জ্বালানির দাম পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে খোদ জ্বালানি তেলের শীর্ষ উৎপাদক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। দেশটির বাজারে জ্বালানি তেলের দাম এখন আকাশ ছুঁই ছুঁই। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের গড় দাম ৪ ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এ দাম ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্রের মোটর ক্লাব 'এএএ'-এর তথ্যমতে, বর্তমানে প্রতি গ্যালন গ্যাসোলিনের দাম দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ০২ ডলারে, যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের তুলনায় এক ডলারেরও বেশি। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর চার বছর আগে মার্কিন চালকদের পাম্পে সর্বশেষ এই চড়া দামে জ্বালানি কিনতে হয়েছিল।এ দাম একটি জাতীয় গড় হিসাব। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অঙ্গরাজ্যে চালকদের বেশ কিছুদিন ধরেই ৪ ডলারেরও অনেক বেশি দামে তেল কিনতে হচ্ছে। সরবরাহ ব্যবস্থা এবং কর হারের ভিন্নতার কারণে অঙ্গরাজ্যভেদে এই দামের পার্থক্য দেখা যায়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা শুরু করার পর থেকেই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপক হারে ওঠানামা করছে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর উৎপাদন হ্রাস এবং সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার ফলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব : জ্বালানি তেলের এই উচ্চমূল্য সাধারণ ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চাপে থাকা পরিবারগুলোকে এখন তেলের বাড়তি খরচ মেটাতে গিয়ে অন্য খাতের বাজেটে কাটছাঁট করতে হচ্ছে। জ্বালানির দাম বাড়লে ইউটিলিটি বিল থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের দামও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুদি পণ্যের দাম সবচেয়ে বেশি বাড়তে পারে, কারণ এসব পণ্য বারবার পরিবহনের প্রয়োজন হয়। পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারেন। পরিবহন ও বিতরণ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলে এই প্রভাব আরও স্পষ্ট। এএএ-এর তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর আগে প্রতি গ্যালন ডিজেল যেখানে ৩ দশমিক ৭৬ ডলারে পাওয়া যেত, বর্তমানে তা বেড়ে ৫ দশমিক ৪৫ ডলারে পৌঁছেছে। ইউনাইটেড পোস্টাল সার্ভিস (ইউপিএস) ইতোমধ্যেই তাদের কিছু সেবায় সাময়িকভাবে ৮ শতাংশ অতিরিক্ত চার্জ যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে এ দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। তবে প্রণালিটি দিয়ে বর্তমানে ট্যাঙ্কার চলাচল প্রায় বন্ধ। এছাড়া ইরান, ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রসব পক্ষই তেল ও গ্যাস স্থাপনায় হামলা চালানোয় সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

দাম কমাতে জরুরি মজুদ উন্মুক্ত : বাজার স্থিতিশীল করতে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ) তাদের সদস্য দেশগুলোর জরুরি মজুদ থেকে ৪০ কোটি ব্যারেল তেল ছাড় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।ট্রাম্প প্রশাসন শুরুতে রিজার্ভ তেলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে। এছাড়া ভেনেজুয়েলা এবং সাময়িকভাবে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে তেলের প্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে শতবর্ষী পুরোনো আইন 'জোনস অ্যাক্ট'-এর (যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রপথ ও জাহাজ চলাচল সম্পর্কিত আইন, যা জাহাজ চলাচল এবং নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করে) বাধ্যবাধকতা আগামী ৬০ দিনের জন্য শিথিল করা হচ্ছে। তবে এই প্রচেষ্টাগুলো সাধারণ ভোক্তাদের জন্য কতটা স্বস্তি বয়ে আনবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরিশোধনাগারগুলো আগেভাগেই চড়া দামে অপরিশোধিত তেল কিনে রাখায় নতুন সরবরাহের সুফল পেতে সময় লাগবে। তাছাড়া বছরের এ সময়ে আমেরিকায় তেলের চাহিদা এমনিতেই বেশি থাকে। আবার উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে শোধনাগারগুলোকে গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার উপযোগী জ্বালানি তৈরি করতে হয়, যা শীতকালীন জ্বালানির চেয়ে ব্যয়বহুল।

তেল রপ্তানিকারক দেশ হয়েও কেন এই সংকট? : যুক্তরাষ্ট্র নিজে তেল রপ্তানিকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববাজারের এই ধাক্কার বাইরে থাকতে পারছে না। এশিয়ার দেশগুলোর মতো সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীল না হলেও আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারও প্রভাবিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র মূলত 'লাইট সুইট ক্রুড' (হালকা সালফারযুক্ত তেল যা সহজে পরিশোধন করা যায়) উৎপাদন করে। কিন্তু দেশটির পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের শোধনাগারগুলো 'হেভি সোর ক্রুড' (যে তেল পরিশোধন তুলনামূলক কঠিন) প্রক্রিয়াজাত করার উপযোগী করে তৈরি। ফলে চাহিদার প্রয়োজনে দেশটিকে আমদানির ওপরও নির্ভর করতে হয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত সবসময়ই জ্বালানির বাজারে অস্থিরতা নিয়ে আসে। ২০২২ সালের জুনে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর চার মাস পর যুক্তরাষ্ট্রে তেলের গড় দাম রেকর্ড ৫ ডলার ছাড়িয়েছিল। মঙ্গলবার সেই রেকর্ড ছোঁয়ার পথে আবারও ৪ ডলারের গণ্ডি অতিক্রম করল দেশটির জ্বালানি বাজার।

আরব দেশগুলোহাজার কোটি ডলার ক্ষতির মুখে

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের কারণে আরব দেশগুলো প্রায় ২০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতির মুখে পড়তে পারে, যা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুতর আঘাত হানবে। ইউএনডিপির একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে এমন সংবাদ প্রকাশ করেছে ক্লমবার্গ। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে স্বল্পমেয়াদি সামরিক উত্তেজনা আরব অঞ্চলে গভীর ও ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, এ ক্ষতির ফলে অঞ্চলে বেকারত্বের হার প্রায় ৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এর ফলে প্রায় ৩৬ লাখ মানুষ চাকরি হারাতে পারে এবং আরও প্রায় ৪০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গালফ কো-অপারেশন কাউন্সি (জিসিসি)-এর দেশগুলো (বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান এবং সৌদি আরব) তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ দশমিক ২ শতাংশেরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান শুরু করে। এ যৌথ অভিযানে রাজধানী তেহরানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে হামলা চালানো হয়। জবাবে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) ইসরায়েল এবং বাহরাইন, জর্ডান, ইরাক, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবে অবস্থিত মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোতেও হামলা চালায়। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং তাদের সমর্থনকারী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত জাহাজগুলোর জন্য হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয় ইরান। সংঘাত চলাকালে, তেহরানের অনুমতি ছাড়া প্রণালি অতিক্রম করায় কয়েকটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনাও ঘটে।

এদিকে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধের বিশাল ব্যয় মেটাতে আরব দেশগুলোকে অর্থ প্রদানের অনুরোধ জানাতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েক হাজার কোটি ডলারের এ যুদ্ধব্যয় প্রসঙ্গে এমন ইঙ্গিত দিয়েছে হোয়াইট হাউস। সোমবার হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিটকে জিজ্ঞেস করা হয়, ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের মতো এবারও আরব দেশগুলোর যুদ্ধের খরচ বহন করা উচিত কি না। জবাবে লেভিট সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট তাদের বলতে বেশ আগ্রহী হবেন। আমি এ বিষয়ে তার আগে কিছু বলব না, তবে এটি তার একটি পরিকল্পনা এবং এ বিষয়ে আপনারা তার কাছ থেকে আরও বিস্তারিত শুনতে পাবেন।' ১৯৯০ সালে কুয়েতে ইরাকি আগ্রাসন রুখতে কুয়েত ও এর আরব প্রতিবেশীদের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্র একটি আন্তর্জাতিক জোট বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। সেই সময় জার্মানি ও জাপানসহ জোটের সদস্য এবং আঞ্চলিক দেশগুলো মার্কিন সম্পৃক্ততার খরচ মেটাতে ৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলার (বর্তমান মূল্যে ১৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার) সংগ্রহ করেছিল।-রয়টার্স ও ক্লমবার্গ। তবে এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, এবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তাদের মিত্র বা আঞ্চলিক দেশগুলোকে না জানিয়েই একতরফাভাবে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ডানপন্থি ভাষ্যকার শন হ্যানিটি বলেছিলেন, যে কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যুদ্ধের খরচ ইরানকে দিয়েই মেটানোর শর্ত থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'এই পুরো সামরিক অভিযানের যাবতীয় খরচ ইরানের তেলের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।' কিন্তু যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য উল্টো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে ইরান এবং একে যুদ্ধ বন্ধের অন্যতম শর্ত হিসেবে হাজির করেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধের প্রথম ছয় দিনেই ১১৩০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর হিসাব মতে, যুদ্ধের ১২তম দিনে এ খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৫০ কোটি ডলারে। এখন হোয়াইট হাউস এ সামরিক অভিযান চালিয়ে নিতে এবং গোলাবারুদের মজুত বাড়াতে কংগ্রেসের কাছে আরও অন্তত ২০ হাজার কোটি ডলার অতিরিক্ত সামরিক বরাদ্দ চাইছে। -রয়টার্স ও ক্লমবার্গ

দেশের ইতিহাসে রেকর্ড রেমিট্যান্স মার্চে

(প্রথম পাতার পর)

পৌনে ৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। দেশের ইতিহাসে এটি একক কোনো মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ। বুধবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, মার্চের পুরো সময়ে ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ৫ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা আগের মাস ফেব্রুয়ারির চেয়ে প্রায় ৭৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে এক মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২৫ সালের মার্চে। সে সময় প্রবাসীরা ৩ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, প্রবাসীরা তখন ৩ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠান।

দীর্ঘ হচ্ছে কুশীলবদের তালিকা

(২৮ পাতার পর)

চৌধুরী এক-এগারো সরকারের সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়ে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ এবং একের পর এক মামলা করে আলোচনায় ছিল দুদক। তিনি এখন কোথায় আছেন তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ওই সময়ের আলোচিত ও বিতর্কিত আরও কয়েকজন কর্মকর্তা ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন; যাদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশে আছেন বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ধারণা করছে। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সেনাসমর্থিত এক-এগারোর সরকার গঠনের আগে প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেয়া হয়। ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি বঙ্গভবনে এই পদত্যাগ করানোর মিশনে অংশ নেন সশস্ত্র বাহিনীর তৎকালীন প্রভাবশালী ছয় কর্মকর্তা। এরপর থেকেই দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। পদত্যাগ করানোর জন্য বঙ্গ ভবনে গিয়েছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান, ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে রিমান্ডে নির্যাতনের বিষয়ে মাসুদ রিমান্ডে বলেছেন, তিনি এ বিষয়ে একেবারেই জানতেন না। পরদিন টিভিতে দেখে বিস্মিত হন। তখন তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সাবেক সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদের নির্দেশে ডিজিএফআই-এর কিছু কর্মকর্তা ওই টর্চারে ভূমিকা রাখেন। সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদকে ১/১১ সরকারের প্রধান হিসেবে মনোনীত করার বিষয়ে মাসুদ বলেন, প্রথমে ড. ইউনূসকে সরকারপ্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। ওই প্রস্তাব নিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে যান মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও তৎকালীন ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) চৌধুরী ফজলুল বারী। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তারা যান ফখরুদ্দীনের কাছে। পরে তিনি রাজি হয়ে যান। গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, মোসাদ্দেক আলী ফালু, নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু এবং হাজী সেলিমসহ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রভাবশালীদের গ্রেপ্তারে ২০০৭ সালের ১২ই জানুয়ারি থেকে যৌথ অভিযান শুরু হয়। সেখানে তার ভূমিকা কী ছিল জানতে চাইলে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ দমন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক ছিলেন। তবে গ্রেপ্তারের তালিকা তিনি করেননি। উচ্চপর্যায়ের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোসহ প্রধান দু'দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও শীর্ষ ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার নিয়ে বলেন, তিনি আদেশ পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন। গুরুতর অপরাধ দমনসংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক হিসেবে তাকে গ্রেপ্তারের অনুমোদন দিতে হতো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতিটি সেক্টর ধরে পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তবে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতো। সংসদ ভবনের বিশেষ কারাগারে এসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে দরকষাকষি নিয়ে গোয়েন্দা বলেন, সাবজেল থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে একজন মেজর শেখ হাসিনাকে বের করে নিয়ে যেতেন এমন তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। তাকে নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে করা গোপন বৈঠকে সেনাবাহিনীর সদস্য ছাড়াও এক-এগারো সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টা অংশ নিতেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় শেখ হাসিনাকে কীভাবে আনা হবে সেসব বিষয়ে দেনদরবার হতো ওইসব বৈঠকে। শেখ হাসিনাকে নিয়ে বৈঠক করতে দেয়া হলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে বের হতে দেয়া হতো না। মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী রিমান্ডে জানিয়েছেন, তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নানা বাধার কারণে রাষ্ট্রপতি হতে পারেননি। তবে তিনি গোপনে নানা প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেননি নানা কারণে। মইন ইউ আহমেদের কারণে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে যেতে হয় বলেও জানিয়েছেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। মইন ইউ আহমেদ সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ দুই বছরেরও বেশি সময় দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক-এগারো সরকারের শেষ বছরে এসে সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ জেনারেল ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার বিপক্ষে ছিলেন। এমন একটা পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় সেনাবাহিনীর থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে ভোটাভুটি হয়েছিল সেনাবাহিনীতে। তখন সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ জেনারেল মইন ইউ আহমেদকে রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। এ ছাড়া দুই নেত্রীকে কারামুক্ত করার পক্ষে মত দেন। একটি প্রভাবশালী দেশের পক্ষ থেকেও বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য সেনাপ্রধানকে চাপ দিয়েছিল।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার : এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না

(১০ পাতার পর)

(বায়োপলিটিক্স) ধারণাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন করে না; বরং মানুষের জীবন, দেহ এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ফলে কে বাঁচবে, কে মরবে, কোন জীবন মূল্যবান, আর কোন জীবন অবহেলিত- এই প্রশ্নগুলো নিছক নৈতিক বা মানবিক নয়; এগুলো গভীরভাবে রাজনৈতিকও বটে। যখন রাষ্ট্রের উদাসীনতা, প্রশাসনিক ব্যর্থতাকিংবা ইচ্ছাকৃত নীতির ফলে কিছু মানুষের মৃত্যু 'স্বাভাবিক' হয়ে ওঠে, তখন তা আর নিছক দুর্ঘটনা বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে ক্ষমতার এক নীরব কিন্তু কার্যকর রূপ,যেখানে জীবনরক্ষা নয়, বরং জীবনের অবমূল্যায়নই রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার অংশ হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, ইটালীয় চিন্তক জর্জিও আগামবেনের (১৯৪২-) 'হত্যাযোগ্য' (হোমোসাকের) ধারণাটি আমাদের এই বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়ে যে, আধুনিক রাষ্ট্র এমন এক শ্রেণির মানুষ তৈরি করে,যাদের জীবন আইনের দৃষ্টিতে কার্যত সুরক্ষাহীন; যাদেরকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তা বিশেষভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না। অর্থাৎতারা আইনের ভেতরে থেকেও আইনের সুরক্ষার বাইরে অবস্থান করে; রাষ্ট্রে বা সমাজে তারা এক ধরনের 'জীবন্ত পরিত্যক্ততা'র (লিভিং এবানডনমেন্ট) শিকার হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে যখন গণপিটুনি, গুম, খুন-খারাবি বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিচার বহির্ভূত হত্যার মতো ঘটনা ঘটে এবং তা কার্যত শাস্তিহীন থেকে যায়, তখন সেই ভুক্তভোগীরা যেন প্রাচীন রোমান আইনের 'হোমোসাকের' ধারণারই আধুনিক প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তখন তাদের মৃত্যু আর বিচারের বিষয় থাকে না; বরং তা এক ধরনের নীরব স্বীকৃতি পেয়ে যায়, যেন এই মৃত্যুগুলো ঘটতেই পারে, কিংবা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই নির্মম বাস্তবতার মানবিক ব্যথা আমাদের লোকস্মৃতি ও সাহিত্যও প্রতিফলিত হয়েছে। হায়দার হোসেনের গানের পঙক্তি,'যার চলে যায় সেই বোঝে, হায় বিচ্ছেদে কী যন্ত্রণা' আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি পরিসংখ্যানের আড়ালে রয়েছে একেকটি ভাঙা পরিবার, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি আর শূন্যতা।সে যাই হোক, এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের এক অস্বস্তিকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় যে, এদেশেঅপমৃত্যু কেবল বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়; এটি একটি কাঠামোগত বাস্তবতা। আর এই কাঠামোর মধ্যে আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছি। রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা, আইন প্রয়োগের দুর্বলতা, রাজনৈতিক স্বার্থের প্রাধান্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরঘাটতিএবং সামাজিক নীরবতা সব মিলিয়ে এদেশে এক ধরনের 'মৃত্যুর সংস্কৃতি' গড়ে ওঠেছে। এই সংস্কৃতিতে জীবনের চেয়ে মৃত্যু বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, আর ন্যায়বিচারের চেয়ে অবিচার বেশি স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ফলে প্রশ্নটি কেবল রাষ্ট্রের ব্যর্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি আমাদের সামষ্টিক নৈতিকতার গভীর সংকটকেও উন্মোচন করে।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় উৎসবগুলোর তাৎপর্যও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। ঈদ বা স্বাধীনতা দিবসের মতো উদযাপন তখন এক ধরনের নৈতিক বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। একদিকে আমরা স্বাধীনতার গৌরব উদ্ যাপন করি, অন্যদিকে সেই স্বাধীনতার মৌলিক প্রতিশ্রুতি তথা মানুষের নিরাপদ জীবন ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয় না। ফলে উৎসবগুলো নিছক আনন্দের উপলক্ষ না হয়ে বরং এক ধরনের অস্বস্তিকর আত্মপ্রতারণায় রূপ নেয়, যেখানে উদ্ যাপন আর বাস্তবতার মধ্যে এক গভীর ফাঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দর্শনের ভাষায় একে বলা যেতে পারে 'কার্য সম্পাদনমূলক জাতীয়তাবাদ' (পারফরমেটিভ ন্যাশানালিজম) যেখানে প্রতীকী উদ্ যাপন বাস্তব দায়বদ্ধতার অভাবকে আড়াল করে। প্রশ্ন হলো, তাহলে সমাধান কোথায়?

প্রথমত, আমাদের এই বাস্তবতাকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা ভাঙতে হবে। সহিংসতার এই স্বাভাবিকীকরণই সংকটকে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় শক্তি। সমাজমনোবিজ্ঞানের আলোচনায় একে 'সংবেদনশীলতা হ্রাস' (ডিসেন্সিটাইজেশান) বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বারবার সহিংসতার মুখোমুখি হতে হতে আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সক্ষমতা ভোঁতা হয়ে যায়। এই মানসিক অবস্থা পরিবর্তন ছাড়া কোনো কাঠামোগত সংস্কার প্রয়াসই টেকসই হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হবে যাতে করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং প্রতিটি নাগরিকের জীবনের সমান মূল্য নিশ্চিত করা যায়। এখানে 'আইনের শাসন' কেবল একটি প্রশাসনিক নীতি নয়; এটি রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি, যা ছাড়া নাগরিকের নিরাপত্তা ও আস্থা কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তৃতীয়ত, সমাজকে তার নৈতিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে,যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরবতা আর গ্রহণযোগ্য থাকবে না। কারণ নীরবতা কখনো নিরপেক্ষ থাকে না; তা অনিবার্যভাবে অন্যায়ের পক্ষেই কাজ করে। নাগরিক সচেতনতা, নৈতিক সাহস, এবং সক্রিয় সামাজিক প্রতিরোধ-এই তিনটির সম্মিলনেই একটি মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে, যেখানে মানুষের জীবন আর অবহেলার শিকার হবে না।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই 'সিস্টেমিক' ও 'সিস্টেম্যাটিক' সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কারণ এই মৃত্যু উপত্যকা কোনো বাইরের শক্তির তৈরি নয়; এটি আমাদের সম্মিলিত কর্ম, নীরবতা এবং উদাসীনতারই ফল। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি এক ধরনের 'সামষ্টিক দায়' (কালেক্টিভ রিসপন্সিবিলিটি), যেখানে অপরাধটি কেবল কিছু মানুষের নয়; বরং একটি সামগ্রিক নৈতিক ব্যর্থতার প্রতিফলন। আমরা যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করি না, প্রশ্ন তুলি না, কিংবা নিজেকে দায়মুক্ত ভাবি,তখন নিজেদের অজান্তেই এই সহিংস কাঠামোকে টিকিয়ে রাখি। এই নির্মম বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাদের হয়তো আবারও ফিরে যেতে হয় সেই আত্মধিক্কারের গভীরতম উচ্চারণে, যা কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) ভাষায়, 'মনে হয়- ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা দ্বিধা হও!/ঘৃণাহত মাটি-মাখা ছেলেরে তোমার/এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হ'তে অন্ধকারে টেনে লও'! এই কাব্যিক আর্তনাদ কেবল ব্যক্তিগত বেদনার প্রকাশ নয়; এটি এক গভীর নৈতিক লজ্জা ও প্রতিবাদের ভাষা, যেখানে নিজের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। অতএব, এই ধিক্কার কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রবা সমাজের প্রতি নয়; এটি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের প্রতি নিবেদিত এক আত্মসমালোচনা। কারণ সত্যটি যতই অস্বস্তিকর হোক না কেন, 'এই মৃত্যু উপত্যকা' প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই নির্মাণ, আমাদেরই অর্জন। এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই হয়তো শুরু হতে পারে পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ, যেখানে আমরা কেবল ভুক্তভোগী নই, বরং দায়-স্বীকারকারী এবং পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠি।

সবশেষে, প্রশ্নটি আর কেবল একটি রাষ্ট্রের ব্যর্থতা কিংবা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি আমাদের অস্তিত্বের গভীরে গিয়ে আঘাত হানে। আমরা কেমন সমাজ গড়ছি? আমরা কি এমন এক ভূখণ্ডে বাস করছি, যেখানে মানুষের জীবন নিরাপদ, নাকি এমন এক বাস্তবতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যেখানে মৃত্যুই হয়ে উঠেছে প্রতিদিনের বাস্তবতা? এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই। কারণ প্রতিটি অনিরাপদ জীবন বা অপমৃত্যু আমাদের সম্মিলিত মানবিকতার ওপর একেকটি আঘাত, প্রতিটি অন্যায়-অবিচার আমাদের নৈতিক কাঠামোর ভাঙনের সাক্ষ্য। প্রতিটি অপমৃত্যুর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া অপরিহার্য। অপরাধ দমনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। অতএবএই 'মৃত্যু উপত্যকা' থেকে উত্তরণের পথ শুরু হয় স্বীকারোক্তি থেকে অর্থাৎ আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা, উদাসীনতা ও নীরবতার দায় স্বীকার করার মধ্য দিয়ে। এর পরেই প্রয়োজন জাগ্রত বিবেক, সক্রিয় নাগরিকতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকার। সাথে সাথে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা, সমাজকে তার নৈতিক ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং ব্যক্তিকে তার মানবিক দায়বোধে উদ্দীপ্ত করা-এই ত্রি-মাত্রিক রূপান্তর ছাড়া কোনো স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়। নইলে 'নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার' কেবল একটি উচ্চারণ হয়েই থেকে যাবে, আর 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' বলে প্রত্যাখ্যানও একদিন নিছক বাগাড়ম্বর হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি সত্যিই এই ধিক্কারকে দায়বোধে, এবং এই প্রত্যাখ্যানকে পরিবর্তনের অঙ্গীকারে রূপ দিতে পারি, তবে হয়তো একদিন আমরা বলতে পারব, 'এই দেশ মৃত্যু উপত্যকা নয়'; এটি এমন এক মানবিক ভূখণ্ড, যেখানে মানুষের জীবন শুধু টিকে থাকে না, মর্যাদার সঙ্গে বিকশিতও হয়।তখনই গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের (১৯২৫-১৯৮৬) মতই দেশবাসী মুগ্ধতায় সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠতে পারবে, 'বিশ্ব কবির 'সোনার বাংলা'/নজরুলের 'বাংলাদেশ'/ জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'/রূপের যে তার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ'।

আওয়ামী লীগ আমলে বিদেশে পাচার ২৩৪ বিলিয়ন ডলার

(প্রথম পাতার পর)

লন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ দমনের বৃহত্তর কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।১ এপ্রিল (বুধবার) জাতীয় সংসদে আলাদা দুটি সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কথা বলেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠকের শুরুতে আধা ঘণ্টা নির্ধারিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের জন্য। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আন্তসংস্থা টাস্কফোর্স কর্তৃক চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১টি মামলায় পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি প্রক্রিয়া চলমান। এই ১১টি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারসহ ১১ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান আছে।এর মধ্যে রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, এইচ বি এম ইকবাল, সামিট গ্রুপসহ এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবারের সদস্য ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।সরকারি দলের সংসদ সদস্য মো. আবুল কালামের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত 'ফ্যাসিস্ট আওয়ামী আমলে' সংঘটিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং এতে চিহ্নিত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অর্থপ্রবাহের পরিমাণ আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রতিবছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা)। পাচারকৃত অর্থ একাধিক দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার অভিযোগ থাকায় তা উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য বিনিময়, সম্পদ শনাক্তকরণ এবং পারস্পরিক আইনগত সহায়তা জোরদার করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে 'পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি' (এমএএলটি) সম্পাদন ও বিনিময় প্রক্রিয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, অর্থ পাচারের গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১০টি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও হংকং-চায়না। এর মধ্যে মালয়েশিয়া, হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাত চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। অপর ৭টি দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১টি মামলার অগ্রগতিও সংসদে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিযোগগুলোর অনুসন্ধান ও তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ১১টি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদালত এ পর্যন্ত (২৫ মার্চ '২৬) ৭০ হাজার ৪৪৬ কোটি ২২ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ক্রোক (সংযুক্ত) ও অবরুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশে ৫৭ হাজার ১৬৮ কোটি ৯ লাখ টাকার এবং বিদেশে ১৩ হাজার ২৭৮ কোটি ১৩ লাখ টাকার সম্পদ। পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ১৪১টি মামলা করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫টি মামলার চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করা হয়েছে এবং ৬টি মামলার রায় হয়েছে।

প্রচলিত আইনে শাস্তি : সম্পূরক প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে জানতে চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, বর্তমান সরকার একটি নির্বাচিত সত্তা। অতীতে দেখা গেছে, সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের ইচ্ছা, আগ্রহের কারণে দেশের আইনকানুন, নীতিনৈতিকতার তোয়াক্কা না করে, যাকে যে রকম হয়েছে, উঠিয়ে নিয়ে গেছে। যার কাছ থেকে যে রকম মনে হয়েছে, জোর করে কিছু লিখে নিয়ে গেছে। সংসদ নেতা বলেন, বর্তমান সরকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রচলিত আইন মেনে কাজ করতে চায়। যাতে কোনো মানুষ ন্যায্য আইন থেকে বঞ্চিত না হয়। সে কারণে সরকার আইনগতভাবেই সব প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। আইন তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে। যারা দেশের ও জনগণের অর্থ পাচার করেছে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হবে। আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক কথায় যদি বলতে হয় এটি (পাচার হওয়া অর্থ) জনগণের অর্থ। যেহেতু আমরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সত্তা, জনগণের প্রতি এবং দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে; খুব স্বাভাবিকভাবেই জনগণের অর্থ ফিরিয়ে এনে দেশ ও জনগণের জন্য ব্যয় করা এই সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কাজেই এ ব্যাপারে যেভাবেই হোক, যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জনগণের অর্থ ফেরত আসবে, এই সরকার সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

ফ্যামিলি কার্ডে পরিবারের সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ বাড়বে : সরকারি দলের সংসদ সদস্য এ বি এম মোশাররফ হোসেনের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, গত ১০ মার্চ দেশের ১৩টি জেলার ৩টি করপোরেশন/ইউনিয়নের ১৫টি ওয়ার্ডে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৩৭ হাজার ৮১৪টি নারীপ্রধান পরিবারকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাকি তিন মাসে আরও ৩০ হাজার পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। আগামী চার বছরের মধ্যে ৪ কোটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে। ফ্যামিলি কার্ড পরিবারের প্রধান নারী সদস্যকে দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, এতে একদিকে যেমন এই সহায়তা সরাসরি পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, পুষ্টি, জরুরি চিকিৎসা ও শিক্ষায় ব্যয় হবে, অন্যদিকে ফ্যামিলি কার্ডটি পরিবারে নারীপ্রধানের নামে হওয়ায় পরিবারের সম্পদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পরিবার ও সমাজের ওপর নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। এনসিপির সংসদ সদস্য আখতার হোসেন সম্পূরক প্রশ্নে বলেন, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ যেসব কার্ড দেওয়া হচ্ছে, তার ইতিবাচক দিক রয়েছে। এতে কত খরচ হবে। এটা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সে ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা কী হবে? জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, এ খাতে কত বাজেট, তা এখনই তিনি বলছেন না। পর্যায়ক্রমিকভাবে এগুলো এগিয়ে নেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রতিবছরই বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার টাকা ছাপিয়ে এ সহায়তা দিচ্ছে না। কাজেই মূল্যস্ফীতি হবে না বরং এই টাকা যাঁদের দেওয়া হবে, সেই সব কৃষক ও নারী নিশ্চয়ই সিঙ্গাপুর বা বিভিন্ন দেশে পাচার করবেন না। এই টাকা স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যয় হবে। এতে অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। প্রান্তিক গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে। এ বি এম মোশাররফের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তাঁরা দেশের মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যদের মাধ্যমে সারা দেশে পর্যায়ক্রমে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। বিরোধী দলের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অতীতে দেখেছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রকম কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি দেওয়া) করেছিল। কেউ কেউ বিভিন্ন রকম টিকিটও বিলি করেছিল। তবে বিএনপির প্রতি জনগণ যে সমর্থন দিয়েছে, তাতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ সব পরিকল্পনার প্রতি মানুষের সমর্থন রয়েছে। দেশের মানুষ জাতীয়তাবাদী দলের ওপর আস্থা রেখেছেন।'

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধে আদেশের ওপর শুনানি

(প্রথম পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই ঘন্টাব্যাপী শুনানি চলাকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায় এক ঘন্টা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত ছিলেন, এবং গ্যালারিতে বসে শুনানি শোনে, যা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে নজীরবিহীন এক ঘটনা। আগামী জুন মাসের শেষদিকে অথবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ের ওপর রায় ঘোষণা করবে। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুনানি চলাকালে বিচারপতিতেদের যুক্তি প্রদর্শন থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের সাংবিধানিক অধিকার বন্ধ করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে আদেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি সন্দিহান। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল বিচারপতিগণ আগেই তাদের সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যা আমেরিকান ভূখন্ডে জন্মগ্রহণকারী যেকোনো শিশু, তাদের বাবা-মার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করবে।

উল্লেখ্য, ১৮৬৮ সালে আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পর সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে নাগরিকত্বের ধারার সঙ্গে জড়িত হয়েছিল। এর আগে ১৮৫৭ সালে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। সংশোধনীর মূল বিধানে বলা হয়েছে যে "যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা ন্যাচারালাইড এবং এর এখতিয়ার সাপেক্ষে সকল ব্যক্তি" যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সংবিধান জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আদালতের রায় এবং নির্বাহী কার্যক্রমে নানাভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের ওপর সুপ্রিম কোর্ট ১৮৯৮ সালে একটি রায় দিয়েছিল যে, স্যান ফ্রান্সিসকোতে চাইনিজ আনডকুমেন্টেড বাবা-মার আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ওং কিম আর্ক একজন আমেরিকান সিটিজেন। বিভিন্ন সময়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকারের বিরোধী প্রশাসন যুক্তি দিয়েছে ১৪তম সংশোধনী যখন গৃহীত হয়েছিল, তখন এটি ছিল আমেরিকায় বসবাসরত ক্রীতদাসদের বংশধরদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। তারা আরও বলেছে যে, চতুর্দশ সংশোধনী আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টদের আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে, সংশোধনীটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার কারণে।

গতকালের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বেশ ক'জন রক্ষণশীল বিচারপতি আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের একজন আইনজীবীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নও করেন, যা বড় ধরনের আইনি চ্যালেঞ্জ, এবং বিরাট পরিণতিমূলক মামলার ফলাফলে এর কি প্রভাব পড়তে তা স্পষ্ট নয়। গত বছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাহী আদেশে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী যেকোনো স্ট্যাটাসের দম্পতির সন্তানদের স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ নিষিদ্ধ করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট যদি ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে রায় প্রদান করে, তাহলে আমেরিকান হওয়ার অর্থ কী – তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে হতে পারে এবং প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্ট দম্পতির আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী দুই লাখের বেশি শিশুর নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আল কুরআনে মুনাফিকের পরিচয়

(১০ পাতার পর)

করতে চায় তাদের গায়ে বিশেষ কোন ট্যাগ লাগিয়ে মানুষকে দুরে সরাবার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালায়।

নিফাক মানব চরিত্রের এক নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং বিপদজনক স্বভাব। এটি মানুষের অন্তরকে কদর্য ও কুৎসিত করে তুলে। এই মনোরোগের কারণে বা এ ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতারণা, আমানতের খেয়ানত, মিথ্যা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের মত মারাত্মক দোষে দুষ্ট থাকে। তাদের বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস সম্পুর্ণ বিপরীত।বর্তমান সমাজের দুরবস্থার জন্য এরা বহুলাংশে দায়ী। বাহ্যিকভাবে মুনাফিক নিজেকে সৎ,আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গ হিসাবে প্রকাশ করলেও তার ভিতরে বিরাজ করে এক ঘৃণ্য মানসিকতা। এই মানসিকতার জন্য সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার দরুন মানুষের জীবন পর্যদুস্ত হয়। এই সামজিক অশান্তির জন্য এরা দায়ী বিধায় জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তার ঠিকানা।(সুরা নিসা:১৪৫) আল্লাহর দেয়া আমানতকে ভুল মানুষের হাতে তুলে দেয়ার কারণে এরা খিয়ানতকারী এবং মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসাবেও জাহান্নামে নিম্নস্তরে নিপতিত হবে।

আল্লাহর দেয়া জীবন যৌবন,হায়াত ও জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহর আমানত। এই আমানত আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে তার কাছেই আমানত হিসাবে রেখে দিয়েছেন। এই আমানত একমাত্র সেই মালিকের নির্দেশিত পথেই ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া সৃষ্টি জন্ম লগ্নে আল্লাহ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে বলা হয়েছিল আমি কি তোমাদের রব তথা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নই? আমরা সকলেই বলেছিলাম হ্যাঁ আপনি আমাদের রব তথা সৃষ্টি আপনার হুকুমও চলবে আপনার। এই ওয়াদার পর যদি তাগুতের অনুসরণ করা হয় তাহলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলো। তাগুতের সাথে উঠাবসা মানে মিথ্যার সাথে আপোস করা।সুতরাং হাদীসের সাথে কুরআনের মিল রয়েছে। সে হিসাবে সে একজন খাঁটি মুনাফিক।

অনিশ্চয়তার আঁধারে নিমজ্জিত কিউবা

(৭ পাতার পর)

ট্যারিফ বাড়িয়ে দেয়া হবে হুমকিকে আমলে এনে অনেক দেশই কিউবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি । মেক্সিকো এবং স্পেন কিছুটা নমনীয় হলেও এখনো চুপচাপই আছে । তবে, পুতিন ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে কিউবাতে তেলভর্তি জাহাজ পাঠিয়েছে । হাভানাতে এখন রাতে আলো জ্বলবে অতি সীমিতভাবে । মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ বলে যে দম্ভোক্তি তিনি যেকোনো সময়ে কিউবা দখল করে নিতে পারেন, দেশটিকে স্বাধীন করতে পারেন, যা খুশী তা করতে পারেন- এহেন খায়েশে রাশিয়ার পুতিন ছাঁই দিয়েছেন ।

ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন ঝুঁকিগুলো কী

(৮ পাতার পর)

ডিজেলের গড় আন্তর্জাতিক মূল্য চলতি মার্চে প্রতি লিটার ১ দশমিক ৩৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ফলে বোরো মৌসুমে সেচ ব্যয় ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

একই সঙ্গে সার উৎপাদন ও আমদানির খরচও বাড়ছে। ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সার আমদানিতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৫২ দশমিক ৪৮৩ কোটি টাকা। বিশ্ববাজারে সারের দামের সূচক ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে; যা নাইট্রোজেনভিত্তিক সারের প্রধান কাঁচামাল। ফলে ভবিষ্যতে সারের মূল্য আরও বৃদ্ধির ঝুঁকি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ পরিস্থিতি ধান, গম ও ভুট্টার মতো প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে। কৃষকেরা যদি সেচ ও সার ব্যবহারে কাটছাঁট করতে বাধ্য হন, তাহলে উৎপাদন কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে দেশের খাদ্যনিরাপত্তায়। অর্থাৎ এখনই উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলা না গেলেও সেচ ও সার ব্যয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনের স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করছে।

বাস্তবে জ্বালানি নিরাপত্তা ও খাদ্যনিরাপত্তা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক খাদ্যসংকটে দেখা গিয়েছিল, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টা ও আখের মতো শস্য বায়োফুয়েল উৎপাদনে বেশি ব্যবহৃত হতে শুরু করে, ফলে খাদ্যের সরবরাহ কমে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের দাম দ্রুত বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে বায়োফুয়েল উৎপাদনের চাহিদা বাড়লে খাদ্যশস্যের ওপর প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হতে পারে, যা খাদ্যনিরাপত্তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি করবে।

এই বাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসেড়জ্বালানিসংকট শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন বা শিল্পের সমস্যা নয়; এটি খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তিকেও প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশের চলমান খাল পুনঃখনন ও সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ ইতিবাচক হলেও দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি ও খাদ্যনীতিকে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা করা অপরিহার্য।

অতএব জ্বালানিসংকট ইতিমধ্যে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি খাতে চাপ সৃষ্টি করছে। তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো এর সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি, সরবরাহশৃঙ্খলে অস্থিরতা ও কৃষি উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধিড়সব মিলিয়ে এগুলো ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে। তাই নীতিনির্ধারকদের এখনই প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি, যাতে সম্ভাব্য এই সংকট বাস্তবে রূপ নেওয়ার আগেই তা মোকাবিলা করা যায়।

বহিঃখাতের চাপ ও নীতি-চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ২০২৫২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার, যা লাখ লাখ পরিবারের খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এই আয়ের বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে আঞ্চলিক অস্থিরতা বা অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে রেমিট্যান্স প্রবাহ দ্রুত অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। বাস্তবে রেমিট্যান্স শুধু পারিবারিক আয়ের উৎস নয়; এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান ভরসা; কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের শ্রমবাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

বৈদেশিক খাতেও চাপ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার হলেও জ্বালানির আমদানি ব্যয় দ্রুত বাড়লে এই রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়ন আমদানি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং মূল্যস্ফীতিকে আরও তীব্র করে তোলে। ইতিমধ্যেই দেশের বহিঃঋণ প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, ফলে বৈশ্বিক সুদের হার ও মুদ্রাবাজারের অস্থিরতাও অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করতে পারে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা রয়েছেড় বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা দুর্বল হলে তার প্রভাব দ্রুতই মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির ওপর পড়ে।

রাজস্ব খাতেও একই ধরনের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশের কর-জি-ডিপির অনুপাত প্রায় ৮ শতাংশ, যা উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম নিম্ন। ফলে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারের আর্থিক নীতির পরিসর তুলনামূলকভাবে সীমিত। জ্বালানি ও সারের ভর্তুকি ইতিমধ্যে বিশাল অঙ্কে পৌঁছেছে; মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এই ব্যয় আরও বাড়তে পারে; যা রাজস্ব ঘাটতিকে গভীরতর করবে।

নীতিনির্ধারকদের সামনে তাই একটি কঠিন ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন দাঁড়িয়েছেড়একদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা; অন্যদিকে রাজস্ব স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এই দ্বৈত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দীর্ঘ মেয়াদে করভিত্তি সম্প্রসারণ, ভর্তুকিকে লক্ষ্যভিত্তিক করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানো অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা শেষ পর্যন্ত কেবল সাময়িক নীতির ওপর নির্ভর করে না; এটি শক্তিশালী রাজস্ব কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। একই সঙ্গে শ্রমবাজারের বৈচিত্র্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের উদীয়মান শ্রমবাজারে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে রেমিট্যান্সপ্রবাহ আরও স্থিতিশীল হতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমবে।

জ্বালানিসংকট মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ হলেও আঞ্চলিক বিদ্যুৎ সহযোগিতাও একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় ইতিমধ্যে সীমান্তপারের বিদ্যুৎবাণিজ্যের একটি আঞ্চলিক বাজার গড়ে উঠছে। ভারত নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে জলবিদ্যুৎ বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছে, যা এ অঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করছে।

বাংলাদেশও ধীরে ধীরে এই উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছে। ২০২৫ সালের জুন থেকে ভারতের ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে এবং একই বছরের নভেম্বর মাসে অতিরিক্ত ২০ মেগাওয়াট আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের জ্বালানির উৎসবৈচিত্র্য ও দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে ভুটানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির সুযোগ রয়েছে, যা আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

অতএব বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন কেবল অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্ন নয়; এটি দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে।

শেষ কথা

ইরান যুদ্ধ হাজার মাইল দূরের হলেও তার অর্থনৈতিক ধাক্কা কয়েক দিনের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছে গেছে। তেলের দাম, খাদ্যের খরচ ও প্রবাসী আয়ড়এই তিন সূচকেই সংকটের প্রতিফলন সবচেয়ে স্পষ্ট। সরকার এখন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, সেটিই নির্ধারণ করবে এই সংকট অর্থনীতির দুর্বলতা বাড়াবে, নাকি সংস্কারের সুযোগ তৈরি করবে। করভিত্তি বাড়ানো, ভর্তুকি লক্ষ্যভিত্তিক করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং শ্রমবাজারের বৈচিত্র্যড়এই পদক্ষেপগুলো এখন অপরিহার্য। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কখনোই কাকতালীয় নয়; এটি সচেতন নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ফল। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, অর্থনৈতিক সংকট অনেক সময় সংস্কারের সুযোগ তৈরি করে। বাংলাদেশের সামনে আজ সেই সুযোগ।

ড. গোলাম রসুল, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা।

'উলঙ্গ রাজা': যে যুদ্ধে সবাই হেরে যাচ্ছে

(৮ পাতার পর)

আমাদের দেশে এখনো সরকারি ভর্তুকির বদৌলতে চুাশিঙারাতে যুদ্ধের আঁচ লাগেনি। বাংলাদেশের নতুন সরকার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের সংকট নিয়ে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধের জন্য এবং হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় বিশ্ববাজারে ডিজেল ও পেট্রলের দাম ১০৮ থেকে ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়নি। তাতে করে সাময়িকভাবে ভোক্তাদের ওপর চাপ পড়েনি।

সংবাদপত্রের এক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশে জ্বালানি তেল মজুত করা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে, বাড়িতে, দোকানে ও গোয়ালঘরে। এটা যে কী বিপজ্জনক, একটা বাড়িতে আগুন লাগলে, বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে যেতে পারে। ইরান যুদ্ধ আমাদের বাড়ির কাছেই সংকট ও বিপদ বাড়াচ্ছে।

বাজারে উৎকণ্ঠা রয়েই গেছে, কোনো কোনো পেট্রলপাম্পে ক্রেতাদের ৮১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে তেলের জন্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম বলেছেন, 'প্রতিদিন সরকার ১৬৭ কোটি টাকা জ্বালানি তেলে ভর্তুকি দিচ্ছে।' এভাবে ভর্তুকি দিলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব অল্প সময়েই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই যুদ্ধে অগণিত বাংলাদেশি শ্রমজীবী মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অনিশ্চিত দিন কাটাচ্ছে। দেশে তাঁদের পরিবার ও স্বজনদের উৎকণ্ঠা বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে সামনে যে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে, তা নিয়ে বিশ্লেষকেরা এর মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। ইরান যুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতির চাপ ও উৎকণ্ঠা বিপর্যয়ে ঠেকাতে পারে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'সংঘাত ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' ইরান যুদ্ধ শুরুর প্রায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছে, 'এটি এখন স্পষ্ট যে ইরান এবং বৃহত্তর এই অঞ্চলের ওপর যুদ্ধের পরিবেশগত মাশুল অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যুদ্ধের এই পর্যায়ে পরিবেশের প্রতি প্রধান হুমকি হলো সংঘাতজনিত দূষণ; যার প্রভাব জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং মাটি ও ভূগর্ভস্থ জলাধারের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পড়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। ইরানের জন্য জলাশয়গুলোর দূষণ বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ সেখানে দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে এমনিতেই পানির উৎসগুলো ব্যাপকভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

ইরানের অবস্থাও খুব খারাপ। একটি দেশের ওপর দুটি দেশের সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের হামলা যদি এত দিন ধরে চলে তাহলে কী ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তারা তাদের অন্তত ১২ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা হারিয়েছে, প্রায় দুই হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। তবু ইরান সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানের প্রেসিডেন্টের ছেলে ইউসেফ পেজেশকিয়ান লিখেছেন, 'ইরানে কিছুই স্বাভাবিক নেই।' এই যুদ্ধ নিয়ে যে প্রশ্নগুলো পৃথিবীর প্রতিটি লোকের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, ইউসেফ কি অবলীলাক্রমে সেই প্রশ্নগুলো তুলে আনলেন, 'আমরা আর কত দিন লড়ব? চিরকাল? ইসরায়েলের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহার পর্যন্ত? ইরানের সম্পূর্ণ ধ্বংস বা আত্মসমর্পণ পর্যন্ত?' কারও কাছে কি এসব প্রশ্নের উত্তর আছে? শেষ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের উত্তর যাই দাঁড়াক না কেন, যুদ্ধ শেষে কোনো জয়ী লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ জন্যই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মনীষী বার্নার্ড শ বলেছিলেন, যুদ্ধ শুধু ঠিক করে কে অবশিষ্ট রইল।

সালেহ উদ্দিন আহমদ, শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

শেখ মুজিবকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের বহুমুখী পাঁয়তারা

(৯ পাতার পর)

গেলো? আর বিএনপি সরকারের আমলে একজন জেলা প্রশাসক ঐ কথা বলার জন্য একজন রাজনৈতিক নেতাকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দেন এবং হল থেকে বের করে দেন। এখানে কার পারপাস সার্ভ করলেন ঐ ডিসি?

॥তিন॥ : স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে শহীদ জিয়াউর রহমানের নাম না নেওয়ায় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ইউএনও খাদিজা আক্তারকে বদলী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে খাদিজা আক্তার বলেন, তিনি সরকারি কর্মচারী। সরকারের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলাই তাদের কাজ। এই সরকার সংবিধানকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। সেই সংবিধানে এখনো জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়নি। স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে সংবিধানে অন্য একজনের নাম রয়েছে। সরকারি অফিসার হিসাবে তিনি সংবিধানের বাইরে যাবেন কীভাবে? জিয়াউর রহমানের নাম সরকারিভাবে বলতে গেলে প্রথমে সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে।

রাজনৈতিকভাবে আমরা যাই বলি না কেনো, বিএনপি দল এবং সরকার যখন সংবিধানের ঐসব অংশ সংশোধন করে নাই তখন খাদিজা আক্তারকে কোনো গ্রাউন্ডেই অভিযুক্ত করা যায় না।

এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হলো, সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদের (ক) উপ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিত হইবে।'

॥চার॥ : সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শেখ মুজিবের ছবি সমস্ত সরকারি অফিসে টাঙিয়ে রাখতে হবে। অনেকেই হয়তো খেয়াল করেননি, কিন্তু আমার চোখ একটি বিষয় এড়িয়ে যায়নি। সেটি হলো, জুলাই সনদের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবেও সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদের বিলোপ বা সংশোধনের কথা নাই। কাজেই জুলাই সনদ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলেও শেখ মুজিব কিন্তু জাতির পিতা থেকেই যাচ্ছেন। বিএনপি সরকার কি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা মানে? বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

গত ২৭ মার্চ শুক্রবার দৈনিক 'ইনকিলাবের' প্রথম পৃষ্ঠায় একটি রাজনৈতিক ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভাষ্যটির শিরোনাম, 'শেখ মুজিবের ছবিযুক্ত টাকা চালুর নেপথ্যে আ. লীগ পুনর্বাসন!' এই ভাষ্যটি প্রকাশিত হওয়ার পরদিন দৈনিক ইনকিলাব একটি বিশাল সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম, 'শেখ মুজিবের ছবি চলবে না।' প্রথম পৃষ্ঠার ঐ ভাষ্য এবং পরদিন ঐ সম্পাদকীয় আসলে সঠিক জায়গাতেই হিট করেছে। ঐ সম্পাদকীয়তে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, 'চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও শেখ মুজিবের প্রতি জনগণ যে ঘৃণা ও রোষ দেখিয়েছে, তা এখনো তাজা রয়েছে। আমরা দেখেছি, গণঅভ্যুত্থানে গণক্রোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, শেখ হাসিনাকে যেমন প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে, তেমনি দেশের যেসব স্থানে শেখ মুজিবের মূর্তি, মুরাল, ছবি ছিল, জনগণ তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তারা দেশের মাটিতে হাসিনা ও শেখ মুজিবের কোনো চিহ্ন রাখতে চায়নি, চায় না এবং ভবিষ্যতেও চায় না, এমন মনোভাব ধারণ করে আছে। অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের এই সেন্টিমেন্টের সাথে একাত্মতা পোষণ করে সরকারি সকল অফিস-আদালত থেকে শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলে।'

সম্পাদকীয়তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, 'পর্যবেক্ষকরা এই পদক্ষেপকে দেশের মানুষের কাছে শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে ফের গ্রহণযোগ্য করে তোলার কৌশল হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার দুই মাসের মধ্যে জনগণের কাছে তার জনপ্রিয়তা ধূলিস্মাৎ করতে সরকারের ভেতরে থাকা কুচক্রী মহল এই অপকর্ম ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন এবং ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে।' গণভোট ও সংবিধান সংস্কার আদেশের ওপর একটি বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। সংসদ এই বিষয়টি আলোচনায় উত্তপ্ত হবে। তবে জনগণ আশা করে, আলোচনা উত্তপ্ত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় জাতীয় সংসদের সদস্যগণ যেনো জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন www.weeklybangladeshusa.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাড়ী ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. ,এটিক ১ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, বাথ ও কিচেন, সেমি-বেসমেন্ট ২ বেড রুম ১ বাথ ও কিচেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি। যোগাযোগ ঃ ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩ ও ৬৪৬-৩১৮-৯৮৬৪-পার্কিং পাওয়া যায়। অতি নিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসী, রেষ্টুরেন্ট, কাছেই দুটি মসজিদ। সোলার সিস্টেম আছে । বি-৪৩-৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৩০ ১৬৪ স্ট্রিট, ইয়র্ক কলেজের পাশে ৩ বেডরুম ২ বাথরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও ফ্যামিলি পার্টির জন্য ব্যাকইয়ার্ডে প্রশস্ত স্থান ও সামারে সব্জি চাষের সুবিধা রয়েছে। ভাড়াঃ ২৫০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৬৮৪-৬৮৭৫, ৩৪৭-৩৬২-৮৪৬২ এবং ৩৪৭-৫৩৬-৬৫৭২ বি-৪৩-৪৪

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ২০৫ স্ট্রীট কিউ-৭৭ এবং কিউ-৮৩ স্টপের সন্নিকটে একটি সম্পূর্ণ রিনেভেটেড এক বেডরুম সেমিবেসমেন্ট আলাদা প্রবেশপথসহ আগামী মাস থেকে ভাড়া হবে। কল অথবা টেক্সট : **917-514- 0907.**বি-৪৩-৪৪

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বেসমেন্টে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৫৫০ ডলার। যোগাযোগ : 917,686-2870. বি-৪২-৪৪

Apartment for Rent

One bedroom Basement apartment rent nice and clean fully renovation ,Queens Village rent, $1550. Contact number, 917,686-2870.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭০-৩৮ ন্যাটকোর্ট এ তৃতীয় তলা অ্যাপার্টমেন্টের ১ম তলায় ৩ বেডরুম, ১ ফুল বাথ, লিভিং ও কিচেনসহ ১লা এপ্রিল ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ 646-875-9063, 347-634-9278
বি-৪১-৪৩

House for rent

Renovated Duplex Two Bedroom, One Living Room, One Kitchen, One Bathroom House For Rent At 174 Street AND 106 Avenue in Jamaica, Close to BUS, PARK, SCHOOL, MOSQUE, ETC, Details **Call-929 350 9509**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ১টি ফুল ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগঃ 917-686-2870
বি-৪১-৪৩

Office Assistant Needed

Hiring Office Assistant for Mortgage Bankers. Must be able to communicate and write English.
Must be Valid and legal to work in the US.
Please send Resume to:

Fahimgroup.funding@gmail.com

বাসার কাজের জন্য মহিলা আব্যশক

বাসায় রান্নাসহ অন্যান্য কাজে সহায়তা করার জন্য একজন মহিলা কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগঃ **347-536-6572 I 347-362-8462**
বি-৪৩-৪৪

আবশ্যক

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

শেফ আবশ্যক

কুইন্সের একটি স্বনামধন্য পার্টি হল ও রেষ্টুরেন্টের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কাজ জানা একজন শেফ আবশ্যক।
যোগাযোগ **(917) 362-1336**

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগঃ 718-291-7723. বি-৪৭-৪৯

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩-।

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

এস্টোরিয়া কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানো সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যোগাযোগঃ ইমাম হাফেজ মুক্তাকী বিল্লাহ। ফোন: **347-536-8545;**
ইমেইলঃ **muttakibillah2014@gmail.com** বি-১৬-১৮

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খান।
ফোন: ৯১৭-৩৬৫-১৪০১ বি-৩৮-৪০

House for Rent

1. 3 bed 1 bath living, dining behind York College, $2600,
2. Basement 2 bed 1bath, 169th St & Mefield Rd,
3. 3 bed 2 bath 164th & 107th Ave,
4. Woodside 3 bed 1.5 bath, living dining, 65 St Subway Satation,
5. 2 bed 1 bath living, 105-51 Remington St,
6. 3 bed 2 bath dining 168 St & JMC,
7. 2 bed 1 bath living, dining 206th St & Hillside Ave,
8. 3 bed 2 bath living, dining Parsons Blvd & 85th Ave,
9. 3 bed 1 bath living, 2nd flr
10. 3 bed 1 bath living, dining 158 St & 115 Ave,
11. Briarwood 1 bed 1 bath living, dining, 3rd flr, $2200
12. 3 bed 1 bath living, dining $3500 including
    3 bed 1 bath living, dining $3400 including
13. 3 bed 1 bath living, dining, Sutphin Blvd & 108 Ave
14. 3 bed 1 bath living, 177th St & 93rd Ave, 1st flr
15. 3 bed 1 bath Bachelor or Students, F train Parsons
16. 4 bed 1 bath Balcony, living dining, 139th St 87th Ave
17. 2 bed 1 bath A Train to Grand Ave, tenant pay utility
18. 2 bed 1 bath living, dining, big apartment, 193-01 Linden Blvd
19. Apartments: 2 bed 1 bath 1st flr
    3 bed 2 bath 2nd flr
    1 bed 1 bath 1st flr
    Corona/Flushing short walk from 7 Train
20. 3 bed 1 bath living, 1st flr 200th St & Hillside Ave, 1st flr
21. Duplex 3 bed 1 bath living dining 153 St & 110 Ave
22. 2 bed 1 bath 241-87th Ave, 2nd flr
23. 3 bed 2 bath Parsons Blvd & 85th Ave, Central A/C & heat
24. 2 bed 1 bath living, 2nd flr
25. East Elmhurst 2 bed 1 bath, living dining, 2nd flr $2500, 100-02 23rd Ave
26. Jackson Heights, 3 bed 1 bath living dining, 71St & 34th Ave
27. 2 bed 1 bath 104-03 196th St
28. 3 bed 1 bath living, dining, 71st St & 34th Ave
29. 3 bed 2 bath 1st flr, close to Sutphin Blvd
30. 2 bed 2 bath 1st flr (section 8)
31. Duplex, 3 bed 3 bath living dining, 2nd flr, Remington St.
32. 2 bed 1 bath living, dining,
    4 bed 2 bath living dining
33. 1 bed 1 bath, husband-wife priority, 196th St & Hillside Ave
34. Astoria 2 bed 1 bath, living dining 21-28 25th St, Apt# 2B
35. Jackson Heights 2 bed 1 bath living, 73rd St & 37th St
36. 4 bed 2 bath, $3200 Utility included, close to 69 Station subway
37. 3 bed 1 bath $2500, Utility included, close to 69 Station subway
38. 3 bed 1 bath living dining, Sutphin blvd & 108th Ave
39. East Elmhurst 1 bed 1 bath living dining, 24-10 78th St
40. 3 bed 1 bath dining 168th St & Hillside Ave
41. Richmond Hill, 1 bed 1 bath living
42. 3bd, 1bath, living, Dining, 1st floor. 200th Street & Hollis Ave. 1bd, 1bath, living 173 rd St. & 90th Ave.
43. Jackson Heights 3bd, 1bath, living, Dining, 71st Street & 34th Avenue.
44. 1bd, 1bath, 196th Street Hillside Ave. Husband & wife
45. 3bd, 1bath, living, 2nd floor. 177-51, 105th Ave. 2600 plus bills.
46. 3bd, 1bath, Dining 1st floor, $2700 plus bills, 161-44, 86th Ave. 2bd, 1bath, living, Dining, 2nd floor, 84-19, 150th St. $2600 plus cooking gas+utility.
47. 3bd, 1 bath living 169th St. & Hillside Ave. $2700 + Bills. Studio Apartment 105-41, 189th St. $1400 including.—-
48. Basement 1bd, 1bath 183-27, Jamaica Ave. 2 women or husband & wife $1300.
49. Basement 2bd, 1 bath, living, 168th St. & 84th Ave.
50. 2bd, 1bath, 164th St & Highland Ave. 2 people.
51. 3bd, 1.5 bath, 3rd floor, 169th St. & 89th Ave.
52. From May, 4bd, 2bath, living, Dining, close Hillside Ave.
53. 1bd, 1bath, 173rd St. Close F train.
54. 3bd, 1bath, living, 177th St. & 93rd Ave.
55. 3bd, 2 bath, living, Dining, 2nd floor, 185th St. & 90th Ave.
56. 3bd, 1bath, living 2nd floor. $2600 plus bill.
57. 1bd, 1bath, living, 1st floor. Queens Village.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 01781095167

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: 347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST ■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent
(718)310-0413
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ 215-791-1291

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন ঃ 631-552-9502

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাএ-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street

(169 Street & Hillside Ave.)

Jamaica, NY-11432

Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke

Bellerose, NY-11426

Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**

www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13 — Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15 — Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6 — Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28 — Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate — INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইলঃHelal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট সম্পূর্ণ নতুন সাঁজে

(শেষ পাতার পর)

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিন্যুতে দীর্ঘ দু'দশক ধরে গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট। নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এই এলাকাটিতে ইতোমধ্যেই অত্যন্ত সুনাম ও বিশ্বস্থতা অর্জন করেছে রেস্টুরেন্টটি। উন্নতমানের দেশীয় স্বাদের খাবার ও গ্রাহক সেবা ঘরোয়া রেস্টুরেন্টকে জনপ্রিয় করে তুলেছে অভিবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে। শুধু ভোজন বিলাসীরাই নন কুইন্সের অন্যান্য এলাকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন, ম্যানহাটান এবং লংআইল্যান্ড থেকেও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বাংলাদেশীরা ঘরোয়া ও নিড়িবিলি পরিবেশে খাবারের স্বাদ নিতে সপরিবাওে ভীড় করেন ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে ব্রুকলীনের চাচ-ম্যাকডোনাল্ড এভিন্যুতেও একটি শাখা রয়েছে ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের। দেশীর ঐতিহ্যের প্রতীক ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জ্যামাইকা শাখাকে সাজিয়েছে সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে। আকর্ষনীয় ও চোখ ধাঁধানো এ সাজের সাথে পরিবর্তন ও নতুনত্ব এসেছে খাবার সামগ্রীতেও। ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে পরিবার নিয়ে খাবার উপভোগের পাশাপাশি রয়েছে ক্যাটারিংয়ের সুবিধা। রেস্টুরেন্টতে আড্ডা স্ন্যাকস, নাস্তা, মধ্যাহ্ন ভোজ ও নৈশভোজের রয়েছে বিশেষ আয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে পার্ক সাইড প্লেটার, পাস্তা এন্ড পোলাও, ভাই-বন্ধু ভোজ, গোল্ড ফিস্ট, বেঙ্গল উৎসব সহ খাবারের রকমারি প্যাকেজ।

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট ক্যাটারিং সার্ভিসে ৩ হাজার পর্যন্ত অতিথির খাবার সরবরাহ করে থাকে। বিয়ে, করপোরেট অনুষ্ঠানাদি, ধর্মীয় এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য ফুল সার্ভিস ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। নিউইয়র্ক ছাড়াও পাশ্ববর্তী স্টেটগুলোর শেরাটন, হিলটন, ম্যারিয়ট এবং ট্যারেস অন দ্য পার্কের মতো অভিজাত হোটেল ও পার্টি হলগুলোতে ক্যাটারিং সেবা দিয়ে থাকে ঘরোয়া। এজন্য রেস্টুরেন্টটির রয়েছে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।ঘরোয়া রেষ্টুরেন্টের স্বত্তাধিকারী আব্দুল কদ্দুস জানান। মুখরোচক খাবার আর সেবা দিয়ে রেষ্টুরেন্ট তার সুনাম অর্জন করেছে। অতি সম্প্রতি ক্রেতাদের চাহিদার পাশাপাশি পরিবেশ এবং রুচির কথা ভেবে আমরা নতুন সাজে রেষ্টুরেন্ট সাজানোর সিদ্ধান্ত নেই। এজন্য দীর্ঘ সময় রেষ্টুরেন্টটি বন্ধ রেখে আধুনিক সাজে 'ডেকোরেশন' করা হয়েছে। তিনি বলেন, আশা করি আমাদের ক্রেতারা নতুন সাজে রেষ্টুরেন্টটি পছন্দ করবেন এবং মনোরম পরিবেশে পরিবার-পরিজন আর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পছন্দের মুখরোচক খাবার উপভোগ করতে পারবেন। আব্দুল কদ্দুস জানান, চা-সিঙ্গারা-সমচা থেকে শুরু করে ভাত-মাছ, পোলাও-বিরিয়ানী-মাংস সহ যেকোন ধরনের খবার পাওয়া যাবে 'ঘরোয়া' রেষ্টুরেন্টে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। আগের মতোই থাকছে ক্যাটারিং। ইতিমধ্যেই পিকনিক-এর অর্ডার নেয়া শুরু হয়েছে। নিজস্ব পরিবহনে গরম গরম খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। আর পুরো গ্রীস্মকালে সকাল ৯টা থেকে মধ্যরাত ২টা পর্যন্ত খোলা রাখা হবে বলেও জানান তিনি।

নুরুল হক কমিউনিটি বোর্ড-১২'র সদস্য মনোনীত

নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার একেএম নূরুল হক নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি বোর্ড-১২ এর সদস্য হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি কমিউনিটি বোর্ড-১২ এর জ্যেষ্ঠ বাংলাদেশি-আমেরিকান সদস্য। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি, যিনি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে বোর্ড-১২ এর ট্রেজারার হিসাবে ২০২০-২০২১ সালে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, বোর্ড-১২ এর সদস্য হিসেবে মনোনয়ন লাভের জন্য ১২০ জন নতুন আবেদনকারীর মধ্যে ১১ জনকে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে অনেক বাংলাদেশি আবেদনকারী এবার বাদ পড়েছেন! তিনি তাদেরকে নিয়মিত মাসিক সভায় দর্শক গ্যালারিতে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

যুদ্ধকালীন নিরাপদে বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ

(শেষ পাতার পর)

সন্ধ্যায় আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস'-এ তিনি বলেন, বর্তমানে টার্কিশ এয়ার-লাইন্সের গ্লোবাল হাব ইস্তাম্বুল হয়ে নিরাপদ রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জেএফকেসহ ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর থেকে ঢাকা রুটে ফ্লাইট চলাচল করছে। এছাড়া কানাডার টরন্টো থেকে হংকং হয়ে ঢাকা রুটেও নিয়মিত ফ্লাইট রয়েছে।তিনি আরও জানান, গ্লোবাল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর-এর 'মাইবেস্টফ্লাই ডটকম' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজে এয়ার টিকিট বুকিং ও কনফার্ম করা যাচ্ছে। এতে বিশেষ ছাড় ও নানা সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্লাইড শোর মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপদ ভ্রমণ, বিকল্প রুট এবং অনলাইন টিকিটিং সেবার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুফতি ইসমাইল, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, জেনারেল ম্যানেজার এরশাদ রফি তুহিন, অফিস ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান রায়হান এবং অফিস সহকারী আনিকা। মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বশির বলেন, আমাদের 'মাইবেস্টফ্লাই ডটকম' ওয়েবসাইট থেকে বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে স্থানীয় মুদ্রায় সহজে এয়ার টিকিট বুকিং ও কনফার্ম করা যায়। পাশাপাশি বিশেষ ডিসকাউন্টের সু-বিধাও রয়েছে। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার সার্ভিস চালু আছে।

তিনি আরও জানান, প্রয়োজনে তাদের প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রক্রিয়াতেও সহযোগিতা করে থাকে। ভ্রমণ সংক্রান্ত যেকোনো সেবার জন্য গ্লোবাল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর-এর সঙ্গে যোগাযোগের আহ্বান জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য ট্রাভেল এজেন্সির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স ও দূতাবাসের সঙ্গে সমন্বয় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভ্রমণের সময় কোনো সমস্যায় পড়লে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধান পাওয়া সম্ভব। আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের চলমান যুদ্ধের কারণে তার ব্যবসায় প্রায় ৫০ শতাংশ ধস নেমেছে এবং অন্তত ৫০ জন যাত্রী বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন। তবে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।তিনি বলেন, "ব্যবসা নয়–সেবাই আমাদের মূল মন্ত্র। এই লক্ষ্যেই আমরা গ্রাহকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছি।

ব্রুকলিনে সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানি ট্রান্সফারের উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান সানম্যান এক্সপ্রেস। ২৭ মার্চ (শুক্রবার) দুপুরে ১৩০৪ ফুলটন স্ট্রিটে অবস্থিত নতুন অফিসে কেক কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন তাদের সর্বমোট ৮৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থ প্রেরণের সুবিধা চালু করেছে। উদ্বোধন উপলক্ষে সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট প্রদান করছে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংক ও মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সর্বনিম্ন খরচে টাকা পাঠানোর সুযোগ থাকবে। ক্যাশ পিকআপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ১০ মিনিটের মধ্যে টাকা উত্তোলন করা যাবে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠালে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন ছাড়া একই দিনে অর্থ জমা হবে।

প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতামূলক রেটে টাকা পাঠানো যাবে। এছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঢাকা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে এয়ার টিকেট বিক্রি, মোবাইল ফোন ও এক্সেসরিজ বিক্রয়, ফোন রিপেয়ার এবং বিভিন্ন বিল পরিশোধের সুবিধাও পাওয়া যাবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও মাসুদ রানা তপন, অ্যাংকর ট্রাভেলের সিইও এএসএম মাঈনউদ্দিন পিন্টু, সিএফও এমডি আমিনুল ইসলাম, বিএসএস-এর ফাইন্যান্স ডিরেক্টর ওসমান দত্ত, আইটি বিশেষজ্ঞ আব্বাস উদ্দিনসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
02 April 2026
বৃহস্পতিবার
০২ এপ্রিল ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

সেনাপ্রধানের যুক্তরাষ্ট্র সফর

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে শনিবার সকালে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। রোববার পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সফরকালে সেনাপ্রধান জর্জিয়া স্টেট ক্যাপিটলের উদ্যোগে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে একটি সম্মাননা প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। এবং সিনেট চেম্বারে একটি বিশেষ *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

নিউইয়র্কে গারবেজ ট্রাকের ধাক্কায়
বাংলাদেশি তরুণীর মর্মান্তিক মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে এক হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। ২৯ মার্চ রোববার গভীর রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি গারবেজ ট্রাকের ধাক্কায় তিনি নিহত হন বলে পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। নিহত তরুণীর নাম নিশাত জান্নাত। তার বাবা হেলাল আহমদ কুইন্সের উডসাইড এলাকার বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদের *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

নিউইয়র্কের গভর্নর পদে এগিয়ে ক্যাথি হোকুল

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আসন্ন গভর্নর নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন এক জনমত জরিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র উঠে এসেছে। সয়েনা কলেজ রিচার্স ইন্সটিটিউট পরিচালিত *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এপ্রিসিয়েশন নাইট

বাংলাদেশ রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকায় বসবাস এবং কর্মরত চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন-নর্থ আমেরিকা। পেশাজীবী এই সংগঠনটি বছরের বিভিন্ন সময় নিজ পেশার কর্মশালার পাশাপাশি *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

জ্যামাইকা হিলসাইডের ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট সম্পূর্ণ নতুন সাঁজে

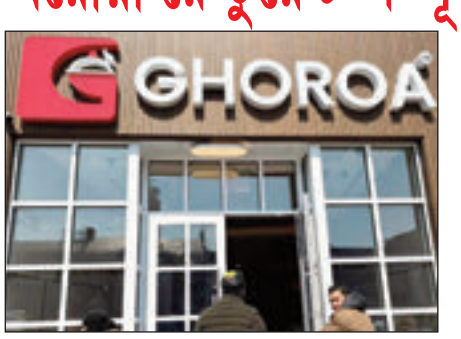

বাংলাদেশ প্রতিবেদন: নতুন সাজে চালু হলো ঘরোয়া রেষ্টুরেন্ট। প্রায় সাড়ে চার মাস পর ১৬৮-৪১ হিলাসাইড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত রেষ্টুরেন্টটি চালু হয় ১৮ মার্চ। এদিন সন্ধ্যায় রেষ্টুরেন্টটির ক্রেতা আর শুভাকাঙ্খীদের মিষ্টি মুখ করিয়ে নতুন যাত্রা শুরু হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির। *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম: (পর্ব ৫)- তৈজসপত্র ভাঙার প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই লিমনের বয়স মাত্র দুই বছর, আব্বা-আম্মার সঙ্গে ঘুমায়। বাসন-কোসন ভাঙার শব্দের সঙ্গে যোগ হয়েছে ওর কান্নার শব্দ। আমি উঠে দেখি অন্য তিন ভাই-বোন, শাহনাজ, বিটন এবং বিউটি সিনেমার দৃশ্যের মত আব্বা-আম্মার ঝগড়া দেখছে *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

মুনা'র এডুকেশন ক্যাম্প আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক: পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা। তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' ১৭ মে

বক্তব্য রাখছেন অ্যাটর্নি মীঈন চৌধুরী। পাশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ রিপোর্ট : নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ আয়োজন 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' আগামী ১৭ মে রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের প্যারেডকে ঘিরে ইতোমধ্যেই *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

গ্লোবাল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর-এর 'মিট দ্য প্রেস'
যুদ্ধকালীন নিরাপদে বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ

নিউইয়র্ক : ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও নিরাপদ ও সহজে বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন নিউইয়র্কভিত্তিক বাংলাদেশি মালিকানাধীন জনপ্রিয় ট্রাভেল প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর-এর সিইও মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বশির। ৩০ মার্চ সোমবার *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বশির

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিণ)'র উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: গত ৩০ মার্চ সোমবার নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিন)এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কর। *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে 'গুরুতর অপরাধে' গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার 'খারাপের চেয়েও খারাপ' ১০ বাংলাদেশির পরিচয় প্রকাশ করেছে দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

ব্রুকলিনে সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানি ট্রান্সফারের উদ্বোধন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে গ্লোবাল *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

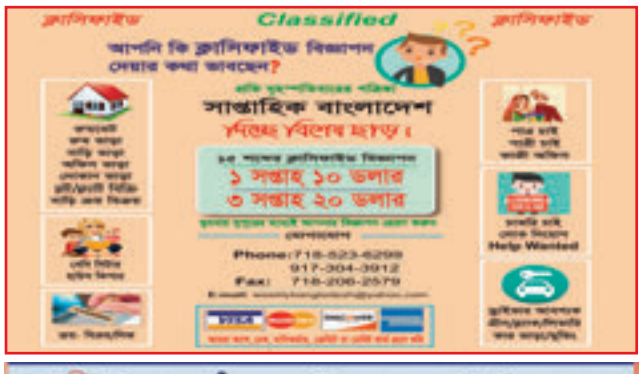

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com